সোভিয়েট সভ্যতা

(দুই ভাগে সমাপ্ত)

প্রথম ভাগ

বিনয় ঘোষ

অগ্রণী বুক ক্লাব
কলিকাতা

প্রকাশক : প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
৭-বি যুগীপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর, ১৯৪১
মূল্য তিন টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ
পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৭, মধরায় লেন, কলিকাতা

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি

নানারকম অসুবিধার জন্য এই বই নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। রচনা বা রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই, তাহা পাঠক বই পড়িয়া বিচার করিবেন।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বইয়ের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় বাধ্য হইয়া বইখানি 'দুই ভাগে' ভাগ করিতে হইল। 'প্রথম ভাগের' মধ্যে লেখক ১৯১৭ সালের নবেম্বর বিপ্লবের কারণ ও সাফল্যের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর 'সোভিয়েট' কাহাকে বলে, তাহার জন্ম বৃত্তান্ত, সোভিয়েট 'রাষ্ট্র' ও 'ইউনিয়ন' গঠনের কথা, সোভিয়েট শাসনবিধি প্রভৃতির ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া লেখক লাল ফৌজের চারিত্রিক বিশেষত্ব, সোভিয়েটের সামরিক শক্তি ও কৌশল, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি ও সোভিয়েট মধ্য এসিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গঠনের যে রোমাঞ্চকর ইতিহাস দুর্গম সুমেরুর তুষার-বক্ষে চিহ্নিত হইয়া আছে, সোভিয়েটের অসংখ্য নরনারীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সেই অবিরাম সংগ্রাম-কাহিনী, শৃঙ্খলমুক্ত বিজ্ঞানের সেই বিজয় অভিযান, আজও সভ্য জগতের দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রাখা হইয়াছে, তেমন ভাবে তাহার গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ-শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। লেখক এই বইয়ের মধ্যে সেই সুমেরু অভিযানের সুদীর্ঘ ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পরিশেষে, রুশিয়ার জার-শাসিত ও শোষিত অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কেমন ভাবে বহু বাধা-বিপত্তি, দ্বন্দ্ব-বিরোধ-বৈরিতার মধ্য দিয়া, নানা অর্থনৈতিক নীতি, পদ্ধতি ও পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া ধাপে ধাপে শিল্প ও কৃষির ক্রমোন্নতির ফলে কৃষকশ্রমিকের মুক্তির সহিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে

রূপান্তরিত হইল তাহার সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাস সযত্নে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম ভাগ এইখানেই শেষ হইয়াছে।

'দ্বিতীয় ভাগে' সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রসার, বিজ্ঞানের প্রগতি ও কীর্ত্তি, অপরাধের বিচার, জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র পরিচালনার বিশেষত্ব, স্ত্রী-স্বাধীনতা, প্রেম, বিবাহ, পারিবারিক ও নৈতিক জীবন, ধর্ম্ম-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত তুলনা করিয়া করা হইবে। সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, ছায়াছবিতে ও মঞ্চে, নৃত্যেগীতে, সোভিয়েট সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় বিকাশ বিভিন্ন দিকে কতদূর কিভাবে হইয়াছে তাহাও দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হইবে।

'সোভিয়েট সভ্যতার' এই পরিচয় পরিপূর্ণ করিবার জন্য 'দ্বিতীয় ভাগ' আমরা অতিশীঘ্রই প্রকাশ করিব।

এই বইয়ের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য আমরা আমাদের তরুণ শিল্পীবন্ধু পিনাকী বসুর নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

অক্টোবর, ১৯৪১
১-বি, যুগীপাড়া বাই লেন
কলিকাতা

প্রকাশক,
অগ্রণী বুক ক্লাব

FAUST.

... This round of earth, methought,
Hath scope for great achieving ever.
Strength do I feel for bold endeavour.
A deed of wonder shall be wrought.

MEPHISTOPHELES.

Fame wouldst thou earn !...

FAUST.

The deed is all and naught the fame.

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
—কে

সূচী

(প্রথম ভাগ)

১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং = ২৪·৭৪ রুব্‌ল।

১ পুড্ = ৩৬ পাউণ্ড, প্রায় ১৩ সের।

১৯১৭

আজ থেকে তেইশ বছর আগে, এ-পৃথিবীর একটি কোণের মানুষ এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল লাল অক্ষরে। অপূর্ব্ব সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় নূতন যে আদর্শের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সাম্যের যে নূতন সূর্য্য সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল, আজ তেইশ বছর পরে তার সুর সহস্রগুণ তীব্রতায় ধ্বনিত হোচ্ছে, এবং সে-সূর্য্য আজ মধ্য গগনের কিনারে। মানুষের সেই নূতন ইতিহাসের জন্মোৎসবের কথা আজ স্মরণ করবার প্রয়োজন রয়েছে সেই ইতিহাসেরই আদেশে। কৈশোর থেকে যৌবনে যখন সে পা দিতে চলেছে, তখন তার নূতন মূর্ত্তির দীপ্তি ও জ্যোতি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার জন্যে প্রয়োজন রয়েছে তার জন্মবৃত্তান্ত জানবার।

মানুষের ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে, কোনো রাজবংশ বা রাজত্ব, কোনো সমাজব্যবস্থা বা কোনো শাসনপদ্ধতি তার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারে না। যে যার নির্দ্দিষ্ট আয়ু নিয়ে আসে, আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেলে অন্তর্ধান করে। কিন্তু সে-আবির্ভাব বা অন্তর্ধান গাছের ফল ফুলের মতো নয়। মানুষের ইতিহাস শুধু মানুষের বোলেই পুরাতনকে ধ্বংস কোরে নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব মানুষের। মানুষের বিরাম নেই বোলেই ইতিহাসের বিরাম নেই। ভাঙা-গড়ার কাজটা ইতিহাসে তাই মানুষই করে। আজ যে অবস্থার সৃষ্টি করল মানুষ, তারই মধ্যে সংগ্রাম করতে করতে

বদলালো সেই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে, সুতরাং প্রয়োজন হোলো নূতন অবস্থা স্থষ্টির। এই প্রয়োজনটাই ক্রমে অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। ঠিক এই ভাবেই গত মহাযুদ্ধের সময় কেমন অনিবার্য্য নিয়মে য়ুরোপের তিনটি প্রধান রাজবংশ—প্রাশিয়ার হোহেনজলার্ণ, অষ্ট্রিয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গ ও রুশিয়ার রোমানভ্‌—সিংহাসনচ্যুত হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হোলো রোমানভ্‌দের পতনের কাহিনী, কারণ যে রুষীয় জারদের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, নির্ম্মম স্বৈরাচার ও নৃশংস অত্যাচার জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছিল, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাদের ধুলিসাৎ হওয়ার কথা অবিশ্বাস্যই মনে হয়। কিন্তু এই বিস্ময় আপাতদৃষ্টিতেই জাগে, কারণ জারতন্ত্রের স্তম্ভগুলিতে ঘূণ ধরতে আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইতিহাস-স্রষ্টা মানুষের কুঠারাঘাতেই তা ধসে' পড়ে। 'দৈবাৎ' শব্দ মানুষের ইতিহাসে বা অভিধানে নেই। ঘটনা পরম্পরায় ইতিহাসের যাত্রা, আর তারই ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অনিরুদ্ধ অগ্রগতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই জারতন্ত্রের মজবুত স্তম্ভগুলি আঘাত খেতে আরম্ভ করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাজা হয়ে দেশে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তখন রুশিয়ার সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মতো। এই ক্রীতদাসের মুক্তি দিলেন আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ সালে, এবং তারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সংস্কারকেরা যখন জারের গুণগানে ভুলে ছিলেন, তখন দেশে যুবকদের মধ্যে এক মতবাদের প্রচার হয়। এই মতবাদের নাম নিহিলিজম্‌—প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতবাদ। দেশে সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয় এবং নির্ব্বাসন থেকে

•হারজেন্ রুষ যুবকদের দেশের জনগণের সঙ্গে মিশবার জন্যে তাঁর 'কলোকোল্' পত্রিকার ভিতরে আবেদন করতে থাকেন। এই সময় যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাদের বলা হয় নারোদ্‌নিকি, বা সাধারণের মানুষ। বাকুনিনের কাছে এই মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হোলো। সন্ত্রাসবাদ ভীষণ আকার ধারণ করল এবং ১৮৮১ সালে ক্রীতদাসদের ত্রাণকর্ত্তা আলেকজাণ্ডার নিহত হোলেন। তারপর তৃতীয় আলেক-জাণ্ডার (১৮৮১-১৮৯৪) এবং দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭) অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যান। ধর্ম্মের স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতির স্বকীয়তা, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি দমন করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। কিন্তু পাগল হোলে চলবে কেন? ইতিহাসে তো আর পাগলা গারদের বন্দোবস্ত নেই যে পৃথকভাবে আরোগ্যের আয়োজন করা হবে, সুতরাং তাঁর অন্তিম দিনও ঘনিয়ে এল। তা ছাড়া ডাণ্ডা কিরীচ বা বন্দুক দিয়ে যাকে সাময়িক দমন করা যায়, একদিন আগ্নেয়গিরির মতো সে আত্মপ্রকাশ কোরে সব ভস্মীভূত করে। ইতিহাসের এও একটা নিয়ম।

এই সময় রুশিয়ার মাটিতে প্রথম সমাজতন্ত্রের বীজ উপ্ত হয়, কারণ বাণিজ্য-বিপ্লবের ঢেউ এসে রুশিয়াতেও লেগেছে এবং রেল্ল লাইন, কারখানা, বিদেশী মূলধন, দেশী মধ্যবিত্তশ্রেণী সব একে একে আবির্ভূত হোচ্ছে। এই সময় দু'টি রাজনীতিক দলও গড়ে' ওঠে। সোশ্যালিষ্ট্ রেভলিউশানারী, সংক্ষেপে এস্-আর বা এসার, এবং সোশ্যালিষ্ট-ডিমোক্রাট। প্রথম দল সন্ত্রাসবাদের মোহ কাটাতে পারেনি, দ্বিতীয় দল প্লেখানভ্-এর নেতৃত্বে মার্কসীয় আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করছিল। •লেনিন এই সময় নারোদনিকি ও এস-আর-এর বিরুদ্ধে তীব্র আলোচনা কোরে তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। লণ্ডন থেকে 'ইসক্রা' (ফুল্‌কি) পত্রিকায় তিনি

নিজের মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং সেই 'ইসক্রা' জারের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে রুশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তার নিজের নামের, অর্থাৎ আগুনের ফুল্‌কির কাজ করতে থাকে।

১৯০৩ সালে সোশ্যালিষ্ট ডিমোক্রাটদের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় লণ্ডনে এবং লেনিনের মতবাদ নিয়ে এই সভা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। লেনিনের সমর্থক সংখ্যাগরিষ্ঠ বোলে তাদের নাম হয় বোল্‌শেভিক, এবং অন্যদল মেন্‌শেভিক। কিন্তু প্লেখানভ্‌ মেন্‌শেভিকদের দলে যোগ দেওয়াতে বোল্‌শেভিকরা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারল না। লেনিন 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার মারফৎ তাঁর আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। মেন্‌শেভিকরা মুখে বিপ্লবের বুলি আওড়াতে থাকল, কিন্তু কাজে সে-পথও মাড়ালে না।

তারপর ১৯০৫ সাল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটে, কৃষকদের জমির দাবিতে, ছাত্রদের সভায়, আর মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভোট প্রার্থনায় মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো। অক্টোবর মাসে রেল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্ম্মঘটে পরিণত হোলো। এই সময় সমাজ-তান্ত্রিকদের নেতৃত্বে 'সোভিয়েট' সর্ব্বপ্রথম নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে লাগল। রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে অবশেষে দেশের জনসাধারণকে শাসনকার্য্যে কিছু কিছু ভাগ দিতে স্বীকার করলেন। কিন্তু এতে সকলে সন্তুষ্ট হোলেন না এবং চরমপন্থীরা আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করলেন। ফলে দ্বিতীয়বার সাধারণ ধর্ম্মঘটের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েটগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কোরে ফেলা হোলো। সম্রাটের কথামতো সাধারণের যে নির্ব্বাচিত সভা শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হোলো তার নাম 'ডুমা'। ১৯০৬ সালে ডুমার প্রথম সম্মেলনে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট হোলো অল্প। পুনরায় নির্ব্বাচনের আদেশ হোলো, এবং দ্বিতীয় ডুমায় এস্‌-আর ও মার্কসীয় দলের

সংখ্যা বেশী হোলেও গবর্ণমেন্টের ষড়যন্ত্রকারী এই অভিযোগে অত্যাচার সুরু হওয়াতে অধিবেশন শেষ হোলো। পরে নির্ব্বাচনের নিয়মকানুন পাল্টে দেওয়াতে, একমাত্র রক্ষণশীল অক্টোব্রিস্ট ও উদার ক্যাডেট দল ছাড়া আর কেউ রইল না। সমাজতান্ত্রিকরা পুনরায় বিপ্লবের চেষ্টা আরম্ভ করল। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত একরকম ঢিমেতালেই এই আন্দোলন কাটে। ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে লেনাখনির শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণ হওয়াতে দেশব্যাপী ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই সময় 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বোল্‌শেভিকরা লেনিন-এর আদর্শ অনুযায়ী নূতন দল গঠন করে। মেন্‌শেভিকদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তারা ছিন্ন কোরে ফেলে৮ তারপর ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ।

মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল ছিল না। রুশিয়ার শ্রমিকেরা তখন তাদের শক্তির আভাষ পেয়েছে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, কৃষকেরা জমি নিজের বোলে দাবি করতে শিখেছে, আর রুশিয়ার অধীন জাতগুলি বুঝেছে স্বাধীনতার মূল্য কতখানি। যুদ্ধের চাপে দেশের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হোতে রইল। এই সময় রুশিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন একজন খৃষ্টান ভিক্ষু, রাজপুটিন্। রাণীর উপর তাঁর প্রভাব ছিল খুব বেশী, সুতরাং দুর্ব্বল নিকোলাস যখন হতভম্ব হয়ে রইলেন, তখন রাজপুটিন্-এর ইঙ্গিতে রাণী সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে বাধা দিতে লাগলেন। ফলে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজপুটিন্-এর প্রাণ গেল, এবং রোমানভ্‌ বংশেরও অবসান হোলো।

এদিকে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে, কারণ বিপ্লব দ্বারপ্রান্তে। রুশিয়াতে প্লেখানভ্‌ প্রাণের দায়ে তখন নিজের বহুদিনের প্রিয় মতামতকে নির্ব্বিবাদে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশবাসীদের

জারের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হোতে আদেশ করছেন। মেন্‌শেভিকরা নিরপেক্ষতার ভাণ কোরে শত্রুতা করছে। একমাত্র বোল্‌শেভিকরা এবং তাদের নেতা লেনিন ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। স্থইজারল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রীদের সভায় তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন বজ্রকণ্ঠে। ফিরবার তাঁর উপায় ছিল না দেশে, কিন্তু তাঁর সেই বাণী সঙ্গোপনে, সমস্ত বিপদ-আপদকে উপেক্ষা কোরে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করছিলেন তখন রুশিয়ার শ্রমিকদলের বর্ত্তমান নেতা জোসেফ ষ্ট্যালিন্।

দেশের লোকের অভাব বাড়তে থাকে, আহার জোটে না, অথচ গোলা বারুদ উবে যাচ্ছে অজস্র যুদ্ধক্ষেত্রে। জঠরের বারুদের বিস্ফোরণ হোলো। পুটিলোভ্ কারখানায় ধর্ম্মঘটের ফলে পেট্রোগ্রাড্ (বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড্) নগরে ১৯১৭ সালের মার্চ্চে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা স্থরু হয়। ৯ই মার্চ্চ সৈন্যরা আদেশমতো গুলি চালাল, কিন্তু ১০ই মার্চ্চ, অর্থাৎ পরদিন তারা বন্দুক নামিয়ে রাখল। আদেশ হোলো, কিন্তু গুলি আর চলল না। চারিদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল। ১২ই তারিখে সৈন্যেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। শ্রমিকেরা সোভিয়েট গঠন কোরে ফেললো। ডুমার একটি সমিতি রাজ্যের ভার নিল, আর ১৫ই তারিখে নিকোলাস সিংহাসন ছাড়লেন। ৯ই মার্চ্চ থেকে ১৫ই মার্চ্চ, মাত্র এক সপ্তাহ, —রোমানভ্ বংশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাঙ্গ হোলো।

কিন্তু মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটল। বিপ্লব হয়েও পুরাপুরি হোলো না। কারণ, সোভিয়েটে তখন মেন্‌শেভিকদের সংখ্যা বেশী, এবং মেন্‌শেভিকরা তখন রুশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসেনি এই অজুহাতে নিজেরা শাসনভার গ্রহণ না কোরে, গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে কাজ চালাবার বন্দোবস্ত করল। একমাত্র

১৯১৭

বোল্‌শেভিকরাই এই অসম্পূর্ণ বিপ্লবে সন্তুষ্ট হোলো না, পূর্ণবিপ্লবের জন্যে অগ্রসর হোলো।

বিপ্লবের বেগ এতো তীব্র হোলো যে, এস্‌-আর-নেতা কেরেন্‌স্কি দেশের নায়ক হয়েও হাল ধরতে পারছিলেন না। কৃষকেরা সুযোগ পেয়ে জমি দখল করবার চেষ্টা করছে, শ্রমিকেরা নগরে নগরে মহোল্লাসে সোভিয়েট গঠন করছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যেরা দলে দলে ফিরে আসছে সেনাধ্যক্ষদের কথা অমান্য কোরে। তার উপর লেনিন বিদেশ থেকে নির্ব্বাসনের পালা শেষ কোরে এসে সোৎসাহে পেট্রোগ্রাডে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন। দেশবাসীদের তিনি বুঝিয়ে বলছেন, যুদ্ধ এখনি থামিয়ে শান্তি স্থাপন করতে হবে, কৃষকদের জমি দিতে হবে, সোভিয়েটগুলির উপর সম্পূর্ণ শাসনভার দিতে হবে, আর পরাধীন জাতিগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এই বাণী মানুষের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম যাঁর কণ্ঠ থেকে ঘোষিত হোলো তাঁর সামনে কোনো বাধাই টিকল না। জুলাই মাসে তাঁর সহকর্ম্মীদের দোষে সে-বিপ্লব ব্যর্থ হোলো, কিন্তু বিরত হোলো না। মস্কো ও পেট্রোগ্রাড্‌ সোভিয়েটে বোল্‌শেভিকদের সংখ্যা বেশী, কিন্তু সমস্ত দেশে বোল্‌শেভিকরা মুষ্টিমেয়। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন গতি নেই। লেনিন বুঝলেন এবং পরামর্শ দিলেন বোল্‌শেভিক-দের বিপ্লবের জন্যে তৈরী হোতে। তৈরী তারা হোলো এবং দুর্ব্বল, কাপুরুষ কেরেন্‌স্কি ও মেনশেভিকদের কবল থেকে, ৬ই ও ৭ই নভেম্বর (১৯১৭), মাত্র দু'দিনের সংঘর্ষেই বোল্‌শেভিকরা শাসনভার কেড়ে নিতে সক্ষম হোলো। লেনিন শাসনভার গ্রহণ করলেন। ইতিহাস লেনিনের উপর এক বিরাট দায়িত্ব দিল—আজ থেকে তেইশ বছর আগে এক নভেম্বরে।

লেনিনের উপর যে দায়িত্ব পড়ল তা শুধু কঠিন নয়, মানুষের

ইতিহাসে নূতন। নূতন যুগের যে-মন্ত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কস্ শুনিয়েছিলেন, তাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লেনিন শুধু মূর্ত্তিই দিলেন না, প্রতিকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে তাকে লালন করবার ভারও পড়ল তাঁর উপর। সে-ভার তিনি হাসিমুখে বরণ কোরে এগিয়ে গেলেন কর্ম্মক্ষেত্রে। সেই দুর্দ্দিনে তাঁর সেই এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যেকটি যুক্তি, তাঁর কাজের প্রত্যেকটি রীতি ও পদ্ধতি, তাঁর গভীর চিন্তা ও নির্ম্মম সিদ্ধান্তের মিলন, তাঁর অপরিসীম আত্মবিশ্বাস এবং তার চাইতেও হাজারগুণ বেশী দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা, আজ তেইশ বছর পরের এই দুর্দ্দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিপ্লবের পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষকদের জমির দখল দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি এবং যে এস্-আর-দের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তিনি সহযোগিতা করা অন্যায় মনে করেছিলেন, তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা তখন প্রয়োজন মনে করলেন, কারণ কৃষকদের সহানুভূতি বিশেষ দরকার বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে। যুদ্ধ-বিরতির প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। সুতরাং যে কোনো সর্ত্তে, যতো লজ্জাকরই হোক্, শান্তিচুক্তির তিনি যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে দু'শ বছরের রুষ সাম্রাজ্য একদিনে হাতছাড়া হয়ে গেল। একেই বলে বোল্‌শেভিক সিদ্ধান্ত। লেনিন বুঝেছিলেন শান্তি একান্ত আবশ্যক, সুতরাং কোনো ক্ষতিই তাঁর মত বদ্‌লাতে পারেনি। ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রেস্ট্ লিটভ্‌স্কের সন্ধি স্বাক্ষরিত হোলো। ১৯১৮ সালের জুনের আগে লেনিন ব্যাপকভাবে শিল্প-ব্যবসাগুলি রাষ্ট্রীকরণের কোনো আদেশ দেননি। কিছুদিন অবসরের জন্যে লেনিন এই ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার জন্যে তাঁকে বুখারিন, রাডেক প্রমুখ নেতাদের কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ব্যাধিগ্রস্ত শিশুর প্রলাপে লেনিন কর্ণপাত করেননি, এমনই

তাঁর নিজের যুক্তির উপর বিশ্বাস এবং জনসাধারণের নাড়ীর খবর নখদর্পণে।

তারপর যখন চারিদিকে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হোলো, ঘরের ও বাইরের শত্রুরা একত্রে বোল্‌শেভিকদের ধ্বংস করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোলো, তখন লেনিন তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন নির্ভীক সেনাপতির মতো। চরমপন্থী এস-আর দল কৃষকদের উপর অন্যায়ের অজুহাতে বিদ্রোহ আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট থেকে লেনিন তাদের বিতাড়িত করলেন। জারের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতিরা আক্রমণ সুরু করল। যুদেনিচ, ডেনিকিন, র‍্যাঙ্গেল সব একে একে বোল্‌শেভিকদের ধ্বংসের জন্যে অভিযান সুরু করলেন। কিন্তু বোল্‌শেভিকদেরই জয় হোলো এবং ট্রট্‌স্কীর চেষ্টায় লাল ফৌজ প্রথম গঠিত হোলো আত্মরক্ষার জন্যে। এই সময় সামরিক সাম্যবাদ প্রবর্ত্তন কোরে লেনিন কলকারখানা সব করতলগত করবার আদেশ দিলেন, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ কোরে বণ্টনের ব্যবস্থা হোলো। কিন্তু এ-অবস্থা বেশী দিন চললো না, বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ক্রনষ্টাডের সৈন্যেরা পর্য্যন্ত বিদ্রোহের ভাব দেখাল। লেনিন তখনই সামরিক সাম্যবাদ বর্জ্জন কোরে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাকে এন. ই. পি বা নেপ্‌ বলা হয়, প্রবর্ত্তন করলেন। বিদেশী ধনিকদের সুবিধা দেওয়া হোলো কলকারখানা খোলবার, শ্রমিকেরা বেতন পেল, কৃষকেরা শস্য বিক্রয়ের স্বাধীনতা পেল। অনেক চঞ্চলমতি সাম্যবাদী লেনিনের এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হোলেন। লেনিন অবশ্য বিচলিত হোলেন না, আর অত সহজে দু'একটা অপবাদ বা নিন্দাতে অস্থির হবার মতো মানুষও নন তিনি। দেশবাসীর নাড়ীটি রয়েছে তাঁর হাতে, তার ওঠা-নামার গতি তিনি সব সময়ই অনুভব করছেন, সুতরাং

তাঁর সাহস অতুলনীয়। জনগণের নেতাই বটে! বেশী দিন অবশ্য লেনিন জীবিত রইলেন না। ১৯২৩ সালে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হোলো এবং ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মারা গেলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কীর খ্যাতি বাইরে বেশী থাকলেও, যেহেতু তিনি পূর্ব্বে মেন্‌শেভিক ছিলেন সেইজন্য অভিজ্ঞ বোল্‌শেভিক বা সাম্যবাদীরা তাঁকে নেতৃত্ব দিলেন না। রাইকভ্ একরকম নেতার পদ পেলেও প্রকৃত নেতা রইলেন তিনজন— লেনিনগ্রাড্ সোভিয়েট ও তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সঙ্ঘের সভাপতি জিনোভিয়েভ, মস্কো সোভিয়েটের অধ্যক্ষ কামেনেভ এবং সাম্যবাদী দলের কর্ম্মকর্ত্তা জোসেফ্ ষ্ট্যালিন্। ১৯২৬ সালে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ হঠাৎ ট্রট্স্কীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। ট্রট্স্কীর মূল কথা হোচ্ছে, বিশ্ববিপ্লব ভিন্ন একদেশে বিপ্লবের সফলতা অলীক কল্পনা মাত্র, আর কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো অর্থহীন, কারণ তাতে ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের পথ সুগম হয়। একে একে এঁদের সঙ্গে রাডেক, রাকভ্স্কি প্রমুখ নেতারাও যোগ দিলেন এবং ১৯২৭ সালে এঁদের সকলকে সাম্যবাদী দল থেকে বিতাড়িত কোরে ১৯২৯ সালে ট্রট্স্কীকে নির্ব্বাসন দেওয়া হোলো। তখনও বিরোধের বিরাম নেই। তাড়াতাড়ি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ভেবে বুখারিন, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রমুখ নেতারা দেশের অবস্থাপন্ন কৃষকদের বা কুলাকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার উপদেশ দিলেন। এবারেও সাম্যবাদী দলের অধিকাংশ সভ্যের সমর্থনে ষ্ট্যালিন জয়ী হোলেন। বেশ সুন্দরভাবে চার বছরের মধ্যেই বোঝা গেল যে লেনিনের মতো স্থির চিন্তা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি, কঠোর মীমাংসা, আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অন্তরের সঙ্গে সুগভীর পরিচয়

ষ্ট্যালিনেরই ছিল। গত ষোল বছরের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসে আরও সুস্পষ্টভাবে এ-সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ষ্ট্যালিন একথা কখনো বলেননি যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁর বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ ভুল ও অর্থহীন। ষ্ট্যালিন জানেন যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব নয়, বিপদের সম্ভাবনা তার প্রতি মুহূর্ত্তে থাকবে। কিন্তু তিনি এ-কথা স্বীকার করেননি যে বিপ্লবকে একটি দেশে সফল করা যায় না। একটি দেশের বিপ্লবকে সফল কোরে সেখানে সমাজতন্ত্রের ভিৎ-গঠন করা যায় এবং ক্রমে তাকে শক্তিশালী কোরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বৃহৎ কেন্দ্র করা যায়। আজ ষ্ট্যালিনের কথাই সত্য হয়েছে। এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে তিনি পর পর পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের দ্বারা রুশিয়ার ধনবৃদ্ধি ও ব্যবসার উন্নতি যে ভাবে সাধন করেছেন তার সমদৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না এবং আমাদের কাছে রূপকথা বোলে মনে হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মাটিপ্রিয় কুলাক্ ও সাম্যবাদ-বিরোধী কৃষকদের অত্যাচার, বিদ্রোহ, দৌরাত্ম্য, উন্মত্ততা প্রভৃতি দমন কোরে সাম্যবাদীরা ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার আমদানি করেছেন তাও স্বপ্নের মতো মনে হয়। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ও ফ্যাশিস্ট দেশগুলির শত্রুদের ষড়যন্ত্র সায়েস্তা করবার জন্যে মোতায়েন রয়েছে সোভিয়েট-ভূমিতে লাল ফৌজ, লাল নৌবাহিনী, লাল বিমানবাহিনী, লাল মোটরবাহিনী, লাল প্যারাসুট্ বাহিনী—যার সম্মিলিত শক্তি শত্রুপক্ষেরই সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রেষ্ঠ। দেশের বিশ্বাসঘাতকদের ও বিদেশী গুপ্তচরদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে রয়েছে সোভিয়েট গোয়েন্দাবাহিনী বা ও. জি. পি. ইউ, বুদ্ধি ও শঠতার দিক দিয়ে জার্ম্মান গোয়েন্দাবাহিনী

'গেস্টাপো' যাদের কাছে শিক্ষানবিশী করতে পারে। যার সম্মিলিত শক্তির কাছে সাম্যবাদের শত্রু নাৎসী জার্ম্মানি পর্য্যন্ত শত্রুতা গলাধঃকরণ কোরে তার জঘন্য পরিকল্পনা অন্তত সাময়িকভাবে ছাড়তেও বাধ্য হয়েছিল। যার ঐকান্তিক শান্তি-নীতির অনুসরণে পৃথিবীর জনগণ ও চিন্তাশীল মানুষেরা আজ মুগ্ধ হয়েছে। যার কূটনৈতিক চালবাজিতে পক্ককেশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা এবং ধূর্ত্ত ফ্যাশিস্টরা পর্য্যন্ত হতভম্ব হয়েছে। সেই সোভিয়েট রুশিয়া লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিনের যুক্তি, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও স্থির সিদ্ধান্তের ফলেই আজ গড়ে' উঠেছে। যে বৈরিতা, যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঘরেবাইরে ষ্ট্যালিন সংগ্রাম করেছেন, তা তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি 'ইস্পাতের' মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে লেনিনের উপযুক্ত শিষ্যের সম্মান দিতে অস্বীকার করবে কে?

আজ যে ঘোর দুর্দ্দিনের সামনে এসে পৃথিবীর মানুষ দাঁড়িয়েছে, তার ভীষণতা নিজে নিজে ভাবাই ভাল। সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে নানারকম আজব কাহিনী রটেছে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ ইতিহাস 'আজব' বা 'গুজবের' তোয়াক্কা রাখে না। ভবিষ্যতেই কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, প্রমাণিত হবে। ফলফুলের যেমন ঋতু আছে, ঘটনা প্রবাহেরও তেমনি ঋতু আছে। সেই ঋতু হোচ্ছে যুদ্ধ। অতএব 'সত্য' যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বোঝাই শ্রেয়, অনর্থক সংবাদদাতাদের অপবাদ দিয়ে লাভ নেই। তবে একটা কথা বোঝা উচিত স্পষ্টভাবে। যুদ্ধে সোভিয়েটের কোনো স্বার্থ নেই, আর ফ্যাশিস্টরাও সোভিয়েটের কোনোদিন মিত্র নয়, হোতে পারে না। আজ সঙ্কটের সময় যে সব কূটনৈতিক পরামর্শ চলেছে নির্ব্বিবাদে সকলের সঙ্গে, তার অর্থ এই নয় যে, সোভিয়েট রুশিয়া কেবল হাত মিলাতে ব্যস্ত, আদর্শ তার জাহান্নমে গিয়েছে।

১৯১৭

'বরং এরকম ভাবা আর জাহান্নমে যাওয়া এক। সোভিয়েট চায় যুদ্ধে না লিপ্ত হোতে এবং নিজের শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্যে সোভিয়েট রুশিয়া সব সময়ই যেমন ছিল, আজও তেমনি যে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে রাজী আছে, ব্যবসা বাণিজ্যতেও তার আপত্তি নেই। অবশ্য এর পিছনে আন্তরিকতা ও সরলতা থাকা দরকার। চোখে ধুলো দিয়ে কিস্তিমাৎ করা যে সোভিয়েট রুশিয়ার কাছে সম্ভব নয় তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রহেলিকা না থাকাই উচিত।

আজ অতীত ও বর্ত্তমানের ইতিহাস স্মরণ কোরে সকলেরই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা উচিত। নভেম্বর' বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হোচ্ছে, গোর্কির ভাষায়, "নূতন জগৎ"। এই নূতন জগতের তিনটি প্রধান স্তম্ভ হোচ্ছে সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতা। সোভিয়েট সভ্যতার এই হোলো আদর্শ।

সোভিয়েট—বা 'সোবিয়েৎ'

রুশিয়ার শ্রমিকেরা তখনও রাজনৈতিক চেতনার শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি। উষার আলো-অন্ধকারে তখন নবজীবনের প্রভাতী দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। মিলিত মানুষের বহুদূর পদধ্বনি। ১৯০৫ সাল। আইভ্যানোভা-ভোস্‌নেসেন্‌স্ক নগরের কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে একটি 'কমিটি' গঠন করেছে। এই নগরের সমস্ত কারখানার শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভায় হাত-তুলে'-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বা 'ডেলিগেট্‌দের' নিয়ে এই কমিটি গঠিত।

১৯০৫ সাল থেমে রইল না। দিনের পর দিনে আইভ্যানোভোর এই দৃষ্টান্তটি সমগ্র রুশিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে. পড়ল। শ্রমিকেরা বুঝল বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে সাফল্যের সম্ভাবনা কম, এবং মালিকদের নির্ম্মম একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে কোনো সুফল প্রত্যাশা কোরে সংগ্রাম করতে হোলে প্রথম কর্ত্তব্য হোচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত প্রতিনিধিদের উপর সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব না দিলে সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন ও বিপথগামী হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই নগরে নগরে শ্রমিকেরা নিজেদের প্রতিনিধিদের 'কমিটি' বা 'কাউন্সিল' গঠন করল। 'সোভিয়েট' শব্দের রুশীয় অর্থ হোলো 'কাউন্সিল' এবং এই কাউন্সিলগুলিই প্রথম শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বা 'সোবিয়েৎ'।

শ্রমিক-প্রতিনিধিদের 'সোবিয়েৎ'-এর এই জন্মেতিহাস বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখা উচিত। ছোট' একটি সভায় অবসর মতো

সোভিয়েট—বা 'সোবিয়েৎ'

কয়েকজন মিলিত হয়ে হাল্‌কা কথাবার্ত্তায় অবসাদ দূর করবার জন্যে এই সোভিয়েট গঠিত হয়নি। সংগ্রাম সুগ্রন্থিত করবার তাগিদেই 'সোবিয়েৎ'-এর জন্ম। সংগ্রাম ও সংগঠন তার প্রথম ও শেষ কথা। প্রত্যেকটি 'সোবিয়েৎ'-এর অন্তর্ভুক্ত সভ্য কারখানার শ্রমিকদের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হোচ্ছে ধর্ম্মঘট পরিচালনা কোরে মালিকদের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পেশ করা। দৈনন্দিন জীবনের দাবি থেকে রাজনৈতিক দাবি পর্য্যন্ত সমস্ত দাবিকে কেন্দ্র কোরে এই সংগ্রাম। সংগ্রামকে সুনিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক, কারণ কোনো দাবিকে, শ্রমিকদের দিক থেকে তা যতোই ন্যায়সঙ্গত হোক্ না কেন, মালিকেরা মঞ্জুর করতে সহজে সম্মত হয় না। তার জন্যে শ্রমিকদের শক্তি ও একাগ্রতা আবশ্যক। এই শক্তি ও একাগ্রতা, এই দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস ইস্পাতের মতো কঠিন ও অনমনীয় হবে। কিছুতেই নুইয়ে পড়বে না। 'সোবিয়েৎ'-এর কর্ত্তব্য হোচ্ছে এইভাবে শ্রমিকদের শক্তি ও সংগ্রামকে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোরে মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযান করা। সেইজন্য এই সোবিয়েৎ-গুলি প্রথম থেকে যেখানেই কর্ত্তৃত্ব পেয়েছে, ছোট ছোট নাগরিক ব্যাপারেও, সেখানেই যা কিছু আইনকানুন প্রবর্ত্তন করেছে সবই শ্রমিকদের এবং বৃহত্তম নগরবাসীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রতিকূল প্রতিবেশের ষড়যন্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হোলো। বিশাল উত্তেজনা, উৎসাহ ও শক্তির প্রকাশ প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ফিরে এল নৈরাশ্যের মর্ম্মকথা বুকে কোরে নয়, পুনরায় প্রচণ্ডতর আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। কিন্তু সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও ক্লান্তি আসবেই, এবং প্রায় দশ বছর পর্য্যন্ত বে-আইনী পথের আনাচেকানাচে ঘুরে, মহাযুদ্ধের ঘোরতর দুর্দ্দিনের ভিতর

দিয়ে রুশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলন আত্মপ্রকাশের তেমন সুযোগ পায়নি। জারের যুদ্ধ-পরিচালনার ফলে যে-বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধুমায়িত হচ্ছিল, ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, এমন কি এক সম্প্রদায়ের মালিকেরা পর্য্যন্ত একত্রে তাকে প্রকাশ করল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভের সেই ভয়াল প্রকাশের সুমুখে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জার তাঁর আসন পরিত্যাগ করলেন। মালিকদের দ্বারা একটি নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হোলো। এই 'প্রভিশানাল গবর্ণমেণ্টের' পাশাপাশি পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকেরা আবার একটি 'সোবিয়েৎ' গঠন করল, এবং এই সোবিয়েৎ-এর অনুকরণে বিভিন্ন সহরে আরও বহু 'সোবিয়েৎ' গঠিত হোলো।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল। এই বারো বছরের মধ্যে 'সোবিয়েৎ'-এর পরিবর্ত্তন হোলো। শ্রমিক আন্দোলন এই সময় এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে 'প্রভিশানাল গবর্ণমেণ্ট' এই নূতন সোভিয়েটগুলির সত্তা সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং তাকে নির্ম্মমভাবে দমন করতে সাহস পাননি। এই নূতন সোভিয়েটগুলি শুধু সহরের শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে কৃষকেরা তাদের নিজেদের 'কাউন্সিল্' বা সোবিয়েৎ' গঠন করল। এই 'সোভিয়েট'-এর মারফত তারা জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার এবং কৃষকদের সেই জমি ভাগ কোরে দেবার দাবি জানাল। সৈন্যদের মধ্যেও 'সোবিয়েৎ' গঠিত হোলো, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীদের বন্দী কোরে নিজেরাই কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করল।

এইভাবে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত সমগ্র রুশিয়াব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কমিটিগুলি তাদের সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। রুশিয়ার এক

প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশাল একটি 'সোবিয়েৎ-চাক' শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের সংগ্রাম-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। বিপ্লবের পদধ্বনিও স্পষ্টতর হয়ে এল।

১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে একটি সভা হয়। এই সভায় প্রত্যেক সোভিয়েট থেকে প্রায় চারশ' জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। এই সভাতে স্থির হয় যে ভবিষ্যতে একটি রুশীয় কংগ্রেস আহ্বান করা হবে। এই কংগ্রেস আহ্বানের ভার দেওয়া হয় পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েটের কার্য্যকরী কমিটি ও সভায় নির্ব্বাচিত আরও দশজন প্রতিনিধিদের উপর। ১৯১৭ সালের জুন মাসে সোভিয়েটের এই সাধারণ কংগ্রেসে সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েট থেকে প্রায় আটশ' জন প্রতিনিধি যোগ দেয়। পরবর্ত্তী কংগ্রেসের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত সোভিয়েটগুলির কাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করবার জন্যে এই কংগ্রেসে একটি 'কার্য্যকরী কমিটি' গঠন করা হয়।

ক্রমে ক্রমে সোভিয়েটগুলি একটি দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হোলো। স্থানীয় নির্ব্বাচিত সোভিয়েটগুলি থেকে কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠানো হয়, এবং এক কংগ্রেস থেকে আর এক কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সোভিয়েটের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত 'কার্য্যকরী কমিটি'। নূতন গবর্ণমেণ্টের ও নূতন রাষ্ট্রের ভিৎ এইভাবে গঠন করা হোলো।

এইভাবে রুশিয়ার 'প্রভিশানাল গবর্ণমেণ্ট' যখন মহাযুদ্ধ পরিচালনা করছিল, তখন রুশিয়ার শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষকেরা তাদের নিজেদের সোভিয়েটের ভিতর দিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করছিল। শান্তি ও যুদ্ধ-বিরতির দাবি ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। 'প্রভিশানাল গবর্ণমেণ্ট' সোভিয়েট কংগ্রেসের বিপুল শক্তির দিকে

চেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জনসাধারণের দাবি, শ্রমিক ও কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমে যেমন তীব্র হোতে লাগল, প্রভিশানাল গবর্ণমেণ্টের মৃত্যুভয়ও তেমনি শাসন-বুদ্ধি ও বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করল। তখন তাদের একমাত্র চিন্তা হোলো কিভাবে এই বর্দ্ধিষ্ণু সোভিয়েট-শক্তিকে দমন করা যায়। কিভাবে সামরিক ডিক্টেটর-শিপের সাহায্যেও শ্রমিক ও কৃষকদের এই গণতান্ত্রিক সোভিয়েট-গুলিকে রুশিয়ার মাটি থেকে নির্ম্মূল করা যায়। রুশিয়ায় আসন্ন বিপ্লবের সতর্ক-ঘণ্টা শোনা গেল।

সোভিয়েটের উচ্ছেদ যখন গবর্ণমেণ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো, যখন শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীনতার শেষ অবলম্বন পর্য্যন্ত চারিদিক থেকে বিপন্ন হোলো, যখন সোভিয়েটগুলির দিকে উদ্যত হোলো রাইফ্‌ল ও শাণিত বেয়নেট, তখন 'বিপ্লবই' হোলো তার একমাত্র ঐতিহাসিক উত্তর। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে (নভেম্বর) বোল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হোলো। পরদিন, সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, একমাত্র সোভিয়েটগুলির কাছে দায়ী একটি নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হোলো। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই হোলো জন্মদিন।

এই কংগ্রেসেই সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের সোভিয়েটের কাছে হস্তান্তরিত করবার জন্যে একটি ডিক্রী জারী করা হয়। নূতন গবর্ণমেণ্টে একটি পিপল্‌স্ কমিশারদের কাউন্সিল গঠিত হয়। কোনো রাষ্ট্র-বিভাগের কর্ত্তাকে বলে 'পিপল্‌স্ কমিশার'। এই কমিশাররা প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের কাছে দায়ী, এবং কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কার্য্যকরী কমিটির কাছে।

দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিরা যথেষ্ট সংখ্যায় যোগদান করলেও, কৃষক সোভিয়েটের প্রতিনিধিদের

সংখ্যা ছিল কম। কৃষকদের নিজেদের 'কার্য্যকরী কমিটি' ছিল এবং তারা এক সপ্তাহ পরে আর একটি পৃথক কংগ্রেসের আয়োজন করছিল। কিন্তু দশদিন পূর্ব্বেই লেনিন এই নূতন শক্তি অধিকারের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং ভূমি সম্বন্ধে ডিক্রীটির ব্যাখ্যাও সরলভাবে করেছেন। ভূমির মালিক কৃষকেরা, কৃষকজীবী ভূস্বামীরা নয়। তাই কৃষকদের সোভিয়েট-কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত করা হোলো যে 'কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটিতে' কৃষকদেরও কয়েকজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে, এবং এইভাবে যে সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হবে তা সমানভাবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মের পর এই হোলো তাঁর প্রথম স্পষ্ট জনগণ-প্রতিনিধিত্বের রূপ। কারণ এই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টে শতকরা পাঁচজন লোকেরও কম সংখ্যা শুধু যোগ দেয়নি, বা তাদের দিতে দেওয়া হয়নি, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্যে।

আইভ্যানোভোর কাপড়ের কলের নগরে যে-সোভিয়েট গঠন করা হয়েছিল নগরের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে, সেই 'সোভিয়েট' সমগ্র রুশিয়াব্যাপী তার জাল বিস্তার কোরে, বহু বিপদআপদ, বাধা বিপত্তি ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে, দৈনন্দিন সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে, মালিক ও শোষকদের নিপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য কোরে, নানারকম প্রতিবেশের আবর্ত্ত ও ঘূর্ণীর ভিতর দিয়ে, সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দ্বারা অবশেষে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাথমিক সোপান হোলো।

এই হোলো সোভিয়েট বা 'সোবিয়েৎ'—পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ-ব্যাপী সুবৃহৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের ইস্পাত-কঠিন ভার-স্তম্ভ।

নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র

সোভিয়েটগুলি নূতন রাষ্ট্রের স্তম্ভ হোলো। নূতন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হোলো শ্রমিক, কৃষক ও রুশিয়ার জনসাধারণের হিতসাধন করা। এই কর্ত্তব্য পালন করা সহজ নয়। শক্তি শুধু পেলেই হয় না, তাকে প্রয়োগ ও রক্ষা করাও কঠিন। নূতন রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম কাজ হোলো শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করা। তার জন্যে অন্তরায়গুলির বিলুপ্তির প্রয়োজন। মালিকেরা ও শোষকেরা তখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে তখন অত্যাচারীদের মনের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি শাণিত হোচ্ছে। জারতন্ত্রের সামাজিক আবর্জ্জনা ও দুষমন-শ্রেণী নূতন রাষ্ট্রের শত্রু। শত্রুর দমন এবং শ্রমিক-কৃষকদের শক্তিবিকাশের সুযোগ দান করা হোলো নূতন রাষ্ট্রের আশু কর্ত্তব্য। তা না হোলে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করা অর্থহীন।

সেইজন্য নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ হোলো শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থানুরূপ আইন জারী করা। সর্ব্বাগ্রে জনসাধারণ শান্তি চায়। জারের যুদ্ধে তাদের কোনো স্বার্থ নেই। তাই যে-কোনো সর্ত্তে যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি হোলো নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রথম সিদ্ধান্ত, এবং এই মর্ম্মে পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে বেতারে আবেদন করা হোলো। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েটের তৃতীয় কংগ্রেসে সাধারণের কাছে দাবির একটি ঘোষণা করা হয়, এবং সেই ঘোষণা অনুমোদন করা হয়। এই ঘোষণাতেই (Declaration of Rights) বলা হয়,—শ্রমিক,

নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র

কৃষক ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েটগুলির 'রিপাব্লিক' হোলো রুশিয়া। এই সোভিয়েটগুলির উপরেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া থাকবে। স্বাধীন জাতির স্বাধীন সহযোগিতার ভিত্তির উপর 'রুশিয়ান্ সোভিয়েট রিপাব্লিক' গঠিত হবে। এই 'ফেডারেশন্' বা রাষ্ট্র-সম্মিলন প্রত্যেক জাতির স্বাধীন ইচ্ছায় যাতে গড়ে' ওঠে, সেইজন্য তৃতীয় কংগ্রেসে বলা হয় যে প্রত্যেক জাতির বা রাষ্ট্রের শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণ নিজেদের জাতীয় সোভিয়েট-কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত করবে বৃহৎ রুশীয় রাষ্ট্র-সম্মিলনে যোগ দেওয়া সঙ্গত কি না। কারও স্বাধীনতা বা ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাই ফিনল্যাণ্ড * ও আর্মেনিয়া যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন সোভিয়েট কংগ্রেসে সেই ঘোষণা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করা হয়, এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে পারস্য থেকেও সৈন্য অপসরণ করা হয়।

রুশিয়ার সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে (Nationalisation) পরিণত করবার জন্যে নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট একটি ডিক্রী জারী করে। জমিদারদের জমি দখল কোরে কৃষকদের প্রয়োজনমতো ভাগ কোরে দেবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয় স্থানীয় সোভিয়েট-গুলিকে। নগরের বাসস্থানগুলিকেও জাতীয় সম্পত্তি করা হয়। জনসাধারণের বাসের বন্দোবস্ত করবার ভার দেওয়া হয় নগরের সোভিয়েটগুলিকে। জনবহুল এলাকা বা কোয়ার্টার থেকে বাসিন্দা-দের স্থানান্তরিত করা হয় নগরে। নগরের বৃহৎ প্রাসাদ ও

---

* বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েটের প্রতি ফিন্ল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর ব্যবহার এবং সোভিয়েট-ফিনিশ বিরোধের কারণ ও স্বরূপ বিচার করবার জন্যে এই বইয়ের 'সোভিয়েট রুশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ড' অধ্যায়টি পড়তে হবে।

অট্টালিকাগুলি ফ্ল্যাটে ভাগ করা হয় শ্রমিক ও সাধারণের বাসের জন্যে, এবং বিলাসী মালিকদেরও একটি কোরে ফ্ল্যাট্ দেওয়া হয়। নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য হোলো যাতে একটি ছোট ধনী পরিবার বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে না বাস করতে পারে, এবং বৃহৎ শ্রমিক বা সাধারণ-পরিবার একটি বস্তির ছোট কুঠরীতে বা বিশহাত জায়গায় পশুর মতো দলা পাকিয়ে দিন না কাটায়। চারজন আরামপ্রিয় লোক চল্লিশখানা হলঘরের মোজাইক-মেঝের উপর গা দুলিয়ে পায়চারি করবে, আর তারই পাশে কোনো বস্তিতে বা কোনো দেড়-কামড়ার ফ্ল্যাটে বাপ-মা-ছেলেমেয়ে নিয়ে বিশজন জড়াজড়ি কোরে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকবে, এরকম বাস-ব্যবস্থা মানুষের ও সর্ব্বসাধারণের শুভাকাঙ্খী কোনো গবর্ণমেন্টই চায় না। নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেন্টও চায়নি, এবং সেইজন্যই নির্ম্মমভাবে প্রাসাদ ও অট্টালিকার মালিকদের অধিকার কেড়ে নিয়ে তারা বাড়ীঘর সাধারণের বাসোপযোগী করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো 'সভ্য' দেশ নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের এই বিধান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা, সামাজিক বীমা, ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্তও নূতন গবর্ণমেন্টকে করতে হয়। শ্রমিকদের জন্যে দৈনিক আট-ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম জারী করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দু' সপ্তাহ পুরাপুরি মজুরীতে ছুটিরও ব্যবস্থা করা হয়। দাবির ঘোষণা-পত্রে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলা হয়,—মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বা মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার বন্ধ করাই নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজে কোনো শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে না, এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের ভিতর দিয়ে যাবতীয়

ভেদাভেদ দূর করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সমাজের উপকারী যে কোনো কাজ প্রত্যেক মানুষকে করতেই হবে। সামাজিক শ্রম বাধ্যতামূলক।

সামরিক ব্যাপারে নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এ-সম্বন্ধে একটি ডিক্রীতে বলা হয়—সমাজতন্ত্রের মূল কথা হোচ্ছে মানুষকে সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের বর্ব্বর সংঘর্ষ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা। সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হোচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ, এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করা। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকশ্রেণীই শাসক। এই শাসকগোষ্ঠীর নীতিই হোচ্ছে সমাজতন্ত্রের এই আদর্শকে সফল হোতে না দেওয়া। সাম্যবাদী বিপ্লব দমন করা এবং দুর্ব্বল জাতিকে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ রাখাই সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির মর্ম্মকথা। অতএব নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজের শক্তিশালী ফৌজ গঠন করবে আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু ধনিকশ্রেণীকে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিলে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকবে, এবং তাতে সোভিয়েট-ভূমির অনিষ্ট হবে। বিদেশী শত্রুরাও আক্রমণের সুবিধা পাবে। সুতরাং পরজীবী ধনিকশ্রেণীকে সামরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের দিয়েই সোভিয়েট-ভূমির আত্মরক্ষার্থে ফৌজ গঠন করা হবে। অন্যান্য শ্রেণীকে অন্যভাবে, অস্ত্র ব্যবহারের আশা ত্যাগ কোরে, এই দেশরক্ষার দায়িত্ব বহন করতে হবে। সামরিক ব্যাপার সম্বন্ধে এই হোলো নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিধান।

শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র এইভাবে তার প্রাথমিক কর্ত্তব্য পালন করেছে। সোভিয়েটের

পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে এই রাষ্ট্রের কোনো কাঠামো গড়া সম্ভব হয়নি। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে এই নূতন রাষ্ট্রের একটি শাসনবিধি খসড়া করা হয়। এই শাসনবিধির মধ্যেই নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের গঠন বর্ণনা করা হয়।

ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম সকল মানুষই সমান ভোট দেবার অধিকার পায়। আঠারো বছর বয়স থেকে সকলেরই, জাতি ধর্ম্ম বা সম্পত্তির মর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে, ভোট দেবার অধিকার থাকবে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অধিকারের কোনো পার্থক্য থাকবে না। নির্ব্বাচনের সময় প্রত্যেকেই যেমন ভোট দিতে পারবে, তেমনি নির্ব্বাচনে পদপ্রার্থীও হোতে পারবে। কিন্তু, অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি দেশের শত্রুদের ভোট দেবার বা ভোটে দাঁড়াবার কোনো অধিকার নেই। যারা শ্রম করে বা শ্রমে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে একমাত্র তারাই ভোটের অধিকারী। সোভিয়েট-ভূমির রক্ষক যারা, অর্থাৎ সোভিয়েট-ফৌজের প্রত্যেক সভ্যও ভোট দিতে পারবে, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ পরজীবীশ্রেণী, তাদের দালাল পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক, জারের পুলিশের কর্ম্মচারী ও গোয়েন্দা, জারের বংশধর, পাগল, এরা কেউ ভোট দিতে পারবে না, অর্থাৎ এদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। সোভিয়েটের শাসন ব্যাপারে এদের কোনো মতামতই গ্রাহ্য হবে না। তার একমাত্র কারণ হোচ্ছে সোভিয়েটের প্রতি এদের কোনো সহানুভূতি নেই, থাকতে পারে না। সুতরাং এখানে অন্ধ উদারতার কোনো অবকাশ নেই, এবং অন্ধ উদারতা শোচনীয় মূর্খতার নামান্তর মাত্র।

এখানে অনেকে ভাবতে পারেন যে পুরোহিতদের এভাবে নাগরিক অধিকারচ্যুত করবার কারণ কি? জারের শাসনকালে

চার্চ্চই ছিল শ্রেষ্ঠ জমিদার, অর্থাৎ চার্চ্চ যে বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল এ-কথা যেন ধর্ম্মান্ধরা না বিস্মৃত হন। চার্চ্চের এই সম্পত্তি যখন কেড়ে নেওয়া হোলো তখন পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক ও সন্ন্যাসীরা হিতচিন্তা ছেড়ে সর্ব্বসাধারণের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধনী জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদান করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। এ ইতিহাসটুকুও যেন ভক্তবৃন্দ না ভুলে যান। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট 'ধর্ম্মের পক্ষে ও বিপক্ষে যাবতীয় প্রচারকার্য্যের' সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিধি অনুযায়ী এই ধর্ম্ম-স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কিন্তু ধর্ম্মের অন্তরালে সম্পত্তির ভোগবিলাসকে আস্কারা দেওয়া নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ-বিরুদ্ধ। সেইজন্য ধর্ম্মকে ঘোষণা করা হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার বোলে; রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তার মালিকানা-মোহ দূর করতে হবে। এই হোলো নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদেশ।

১৯১৯ সালে লেনিন সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর এই অধিকারচ্যুতির নিয়মকানুনগুলি ব্যাখ্যা কোরে লিখেছিলেন: রুশিয়ার জনসাধারণকে কম্যুনিষ্ট পার্টির বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় যে সাময়িক নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করা হোচ্ছে সেগুলি চিরস্থায়ী নয়। ভোটাধিকার থেকে কোনো সম্প্রদায়কে চিরজীবন বঞ্চিত করা হোলো না। শুধু তাদেরই অধিকার কেড়ে নেওয়া হোলো যারা শোষণ মনোভাব আজও ছাড়েনি, এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কাজ করতে বা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পুনরায় কায়েম করতে যারা আজও সচেষ্ট। সুতরাং সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই শোষকশ্রেণী ও

স্থিতস্বার্থের সমর্থকদের সংখ্যা কমে যাবে, তখন ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক দাবি থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যাও কমবে। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর সংখ্যা রুশিয়াতে শতকরা দু'জন বা তিনজন। বরং অদূর ভবিষ্যতে, যখন বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ কেটে যাবে এবং শোষকরাও অন্তর্ধান করবে, তখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হোতে পারে যখন সোভিয়েট রাষ্ট্র অন্য উপায়ে গৃহশত্রুদের দমন করবে এবং কোনো নিষেধাজ্ঞা ভিন্ন সর্ব্বসাধারণকে ভোটাধিকার দেবে।*

নূতন রাষ্ট্রের যে কাঠামো গড়া হোলো তার প্রধান অবলম্বন হোলো নগর ও গ্রামের সোভিয়েটগুলি। আঠারো ও তার বেশী বয়সের শ্রমজীবীদের দ্বারা এই সোভিয়েটগুলি নির্ব্বাচিত। বিশেষ অবস্থায় গ্রামে মধ্যে মধ্যে ষোল বছর বয়সেই ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হোত। গ্রাম ও নগরের চাইতে বড়ো কাউন্টি ও প্রদেশ-গুলিতে প্রধান কর্ত্তা হোচ্ছে সোভিয়েট-কংগ্রেস। এই কংগ্রেস স্থানীয় সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। এই কংগ্রেস-গুলির কার্য্যকরী কমিটিই বিভিন্ন কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শাসনভার গ্রহণ করে। 'রুশিয়ান্ সোভিয়েট রিপাব্লিক'-এর প্রধান শাসনকর্ত্তা হোচ্ছে সমগ্র রুশিয়ার সোভিয়েট-কংগ্রেস। এই কংগ্রেস পঁচিশ হাজার 'নির্ব্বাচকের' একটি ডেপুটি হিসাবে নগর সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি, এবং একশ' পঁচিশ হাজার 'বাসিন্দাদের' একটি ডেপুটি হিসাবে প্রাদেশিক সোভিয়েট-কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। আপাতদৃষ্টিতে এখানে নগরবাসীদের প্রতিনিধিত্ব বেশী বোলে মনে হবে, কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। এখানে

* লেনিনের এই উক্তি ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিন্ কন্স্টিটিউশনে সার্থক হয়েছে। এ-সম্বন্ধে এই পুস্তকের 'সোভিয়েট শাসন' নামক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করা উচিত যে নগরের সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি 'নির্ব্বাচকদের' সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আঠার বছর ও তার উর্ধ্বের শ্রমজীবীদের সংখ্যা হিসাবে। প্রাদেশিক সোভিয়েট-কংগ্রেসের ক্ষেত্রে 'বাসিন্দাদের' সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে গৃহশক্র ও অল্পবয়স্কদের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং পঁচিশ হাজার 'ভোটদাতার' একজন প্রতিনিধি, এবং একশ' পঁচিশ হাজার 'বাসিন্দার' একজন প্রতিনিধির মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই।

অবশ্য, প্রাদেশিক সোভিয়েট-কংগ্রেসে নগর ও গ্রাম দু'য়েরই প্রতিনিধি আছে। প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় নগরের শ্রমজীবীরাও অংশ গ্রহণ করে। ফলে নগরের ভোটদাতারা দু'বার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। যেমন মস্কো-বাসীরা মস্কো সোভিয়েট থেকে রুশীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু মস্কো প্রাদেশিক সোভিয়েট-কংগ্রেসে মস্কো-সোভিয়েটের প্রতিনিধি আছে এবং এই কংগ্রেস আবার রুশীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠায়। এখানে গ্রামের চাইতে নগরের প্রতিনিধিদের সংখ্যাই বেশী হয়। কেন হয়?

প্রথমেই বলা হয়েছে নূতন শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাঠামো ভেবেচিন্তে গোল টেবিলে বসে' খসড়া করা হয়নি। দৈনন্দিন নিষ্ঠুর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ঐতিহাসিক তাগিদে এর জন্ম হয়েছে। প্রথম দু'টি সোভিয়েট-কংগ্রেসে শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধি ছিল, এবং কৃষকদের পৃথক কংগ্রেস হয়েছিল। তৃতীয় কংগ্রেসে যখন কৃষকেরা যোগদান করে এবং তাদের প্রতিনিধি পাঠায়, তখন এই দ্বৈত নির্ব্বাচন প্রচলিত হয়, এবং তাকে সংস্কার করবার সুযোগ হয়নি। এ-ছাড়া এখানে আমাদের আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

প্রথম থেকে শ্রমিকেরাই সোবিয়েৎ-গঠনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। দৈনন্দিন সংগ্রামের বোঝা যেহেতু কারখানার শ্রমিকদের স্কন্ধেই বেশী চাপে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করবার সুযোগও যেহেতু তাদের বেশী, সেইজন্য সোবিয়েৎ-গঠনে শ্রমিকেরাই অগ্রণী হয়েছে, এবং নানা ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে তারাই সোবিয়েৎগুলিকে শক্তিশালী করেছে। সেই কারণে পঞ্চম কংগ্রেসে শাসনবিধি প্রবর্ত্তনের সময়ও প্রতিনিধিত্বের এই অসাম্যকে তুলে' দেওয়া হয়নি। অসাবধানতার জন্যে নয়, বিশেষভাবে সচেতন হয়েই। কারণ সোবিয়েৎ-গঠনে যারা প্রথম দায়িত্ব নিয়েছে, সেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও সংখ্যাধিক্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের শৈশবে একান্ত প্রয়োজন। সোভিয়েট-ভূমির আত্মরক্ষার্থেও এ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত।

'রুশিয়ান্ সোভিয়েট-কংগ্রেস' একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটি গঠন করবে। এই কার্য্যকরী কমিটি কংগ্রেসের অবর্ত্তমানে শাসন-ভার গ্রহণ করবে। কার্য্যকরী কমিটি 'পিপল্‌স্ কমিশারদের কাউন্সিল' বা সাধারণের মন্ত্রীসভা গঠন করবে। এই কমিশারদের উপর রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের ভার থাকবে। কমিশাররা তাদের কাজকর্ম্মের জন্যে দায়ী থাকবে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে। কমি-শারদের মিলিত বৈঠকে ডিক্রী জারী করা হবে। প্রত্যেক কমিশার তার নিজের বিভাগের জন্যেও আইন জারী করতে পারবে। প্রত্যেক ডিক্রী কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হবে।

এইভাবে দেখা যায় নিম্নতম সোবিয়েৎ-গুলির সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে। যেমন একদিকে কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটি কংগ্রেসের কাছে দায়ী, এবং স্থানীয় সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধিদের নিয়েই কংগ্রেস। এই প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী। আর একদিকে কার্য্যকরী

কমিটি কমিশার নিযুক্ত করছে। কমিশাররা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করছে। এই কর্ম্মচারীরা আবার কারখানার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা বা ম্যানেজার নিযুক্ত করছে। কিন্তু এখানেও কমিশারদের কাছে দায়ী উপর থেকে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের পাশাপাশি শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মচারীরাও আছে। কোনোদিক থেকেই শ্রমজীবীদের ফাঁকি বা ভাঁওতা দেবার উপায় নেই। ঘুরেফিরে শ্রমিক বা 'সোবিয়েৎ' পর্য্যন্ত পৌঁছতেই হবে, এবং জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি এড়াবারও সুযোগ থাকবে না।

শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই গণতান্ত্রিক রূপ পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র, এমনকি 'আদর্শ' ধন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও কল্পনা করতে পারে কি? সাধারণের কণ্ঠস্বর কোথায় এমন সুস্পষ্ট, সাধারণের দৃষ্টি কোথায় এমন সতর্ক, এমন প্রখর? সাধারণের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর অন্যান্য দেশে শাসকবর্গের উদ্ধত দৃষ্টির অন্তরালে কঁকিয়ে মরে, আর মাত্র কয়েকমাসের নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই কণ্ঠস্বর বজ্র নির্ঘোষে শীর্ষস্থানীয় শাসকদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক কে? সোভিয়েট রাষ্ট্র, না য়ুরোপের রাষ্ট্র, না আত্‌লান্তিকের পারে প্রাসাদ ও চিম্‌নীবহুল মার্কিণ "স্বপ্নপুরী"?

সোভিয়েট ইউনিয়ন

সোভিয়েট রিপাব্লিক "বহু স্বাধীন জাতির স্বাধীন সম্মিলন।" ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে এই ঘোষণা করা হয়েছিল। সোভিয়েটের এলাকাধীন প্রত্যেক জাতি সম্মিলনে যোগ দেওয়া উচিত কি অনুচিত, নিজেদের কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত করবে। প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সেই ঘোষণাকে সমর্থন করা হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র তার জন্মদিন থেকে অন্যের এই অধিকার স্বীকার করলেও, সোভিয়েট রাষ্ট্রের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকার কেউ স্বীকার করেনি। ফলে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করবার পরেও রুশিয়ায় চার বছর গৃহযুদ্ধ হয় এবং সেই গৃহযুদ্ধের সুবর্ণ সুযোগে প্রায় দশটি বৈদেশিক সেনাবাহিনী আভ্যন্তরীণ শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরে নূতন সোভিয়েটগুলিকে নির্ম্মূল করবার চেষ্টা করে। পরিশেষে সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক সংগ্রামের ফলে এবং অন্য দেশের শ্রমিকদের পরোক্ষ সমর্থনের জন্যে ১৯২১ সালে পশ্চিম প্রান্তে এবং ১৯২২ সালে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

এই যুদ্ধের সময় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট পুনরায় অন্য জাতির প্রতি তার মনোভাব ব্যক্ত করে। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের প্ররোচনায় পোলিশ গবর্ণমেণ্ট যখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, সোভিয়েটের বলপূর্ব্বক সাম্যবাদ বিস্তারের অভিসন্ধি সম্বন্ধে মিথ্যা অজুহাতে, তখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং সেই ইস্তাহার অন্যান্য

দেশে প্রচার করা হয়। এই ইস্তাহারে বলা হয়, "তোমাদের শত্রুরা যখন বলে যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জোর কোরে লাল ফৌজের বেয়নেটের সাহায্যে পোলিশ জনসাধারণের স্কন্ধে সাম্যবাদ চাপাতে চায়, তখন তোমাদের জানা উচিত যে তারা মিথ্যা কথা বলে। সাম্যবাদ শুধু সেখানেই সম্ভব যে-দেশের শ্রমজীবী-শ্রেণীর তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো শক্তি আছে। পোলিশ জনসাধারণের স্বার্থানুরূপ পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন করতে হোলে সে-দায়িত্ব পোল্যাণ্ডের শ্রমজীবী-শ্রেণীকেই নিতে হবে।" এই ইস্তাহারের মূল কথাই ষ্ট্যালিন ১৯৩৬ সালে রয় হাউয়ার্ডকে বলেছিলেনঃ "কোনো দেশ যদি বিপ্লব চায় এবং বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয় তা হোলে সেদেশে বিপ্লব হবে, তা না হোলে বিপ্লব হবে না। যেমন আমরা বিপ্লব চেয়েছিলাম, তার জন্যে সংগ্রাম করেছিলাম, তাই আমাদের বিপ্লবও সার্থক হয়েছে এবং আমরা নূতন শ্রেণীশূন্য সমাজও গড়ছি। কিন্তু যদি কেউ জোর কোরে বলেন যে আমরা অন্যদেশে বিপ্লব ঘটাতে চাই, বা অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে চাই, তা হোলে তাঁকে মিথ্যাবাদীই বলব, কারণ এমন কথা আমরা কোনোদিনই বলিনি।" ১৯২০ সালের ইস্তাহার এবং ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিনের উক্তি তুলনা কোরে পড়লে দেখা যায় যে অন্য জাতির স্বাধীনতা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সব ব্যাপারে যেমন স্বীকার করেছে, বিপ্লবের ব্যাপারেও তেমনি অস্বীকার করেনি।

১৯২১-২২ সালের শান্তির পর উক্রেইন, হোয়াইট রুশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজন-এ সোভিয়েট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হোলো। এই সব দেশে চারিদিকে তখন যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। শত্রু-সৈন্যেরা পিছু হটবার সময় কলকারখানা, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সব কামান দেগে ধূলিসাৎ

কোরে গিয়েছে। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন তাই প্রথম আবশ্যক। তা ছাড়া আক্রমণের সম্ভাবনা তখনও যায়নি, রাষ্ট্রসঙ্ঘে (League of Nations) বলশেভিজম্-বিরোধী শক্তি-গুলি সমবেত হোচ্ছে। এই অবস্থায় এবং যুদ্ধের নূতন অভিজ্ঞতার ফলে সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির একতা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির মধ্যে একটি সম্মিলন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেইদিন ইউ. এস্. এস্ আর. অর্থাৎ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিকগুলির ইউনিয়ন গঠিত হয়।

এই চুক্তিতে বলা হয়—পৃথিবী এখন দু'ভাগে বিভক্ত, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। একমাত্র সোভিয়েটের দিকে কোনো রকম জাতীয় পীড়ন বা প্রভুত্ব নেই। পারস্পরিক বিশ্বাসের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ যে উপহার দিয়ে গিয়েছে তা অবহেলা করা যায় না। দগ্ধ শূন্য মাঠ, ভাঙা-চোরা কারখানা নিয়ে অলসভাবে দিন কাটানো চলে না। উৎপাদনের শক্তিগুলিকে আবার প্রাণবান করতে হয়, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্যের জন্যে পরিশ্রম করতে হয়। এই বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের আতঙ্ক যখন এখনো রয়েছে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি, তখন ধনতান্ত্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। সোভিয়েটগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে বিভিন্ন রিপাব্লিকগুলির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর ভিত্তির উপর একটি বিরাট সমাজতান্ত্রিক যৌথ পরিবার গঠন করা খুব সহজ। দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষের কোনো সুযোগ নেই।

সোভিয়েট ইউনিয়ন

ইউনিয়নের চুক্তি অনুসারে একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল গবর্ণমেন্ট দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ভার নেবে। নূতন কোনো রিপাব্লিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করবার দায়িত্বও থাকবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর। ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট সমগ্র সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির জন্যে সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ি, কর, ভূমি-সমস্যা, যানবাহন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করবে। সাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে পারবে।

এই চুক্তির বাইরের যে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রত্যেক রিপাব্লিকের এবং প্রয়োজন বুঝলে যে কোনো রিপাব্লিক যখন ইচ্ছা ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হোতে পারবে। জাতীয় সমস্যার বিশেষজ্ঞ ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে ইউনিয়ন শাসনবিধির মধ্যে এমন কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হয় ছোট ছোট জাতীয় রিপাব্লিকগুলির স্বার্থরক্ষার জন্যে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেওয়া সম্ভব হয়নি। ষ্ট্যালিন নিজে জর্জ্জিয়ান। তাই সমস্যার স্বরূপটি তিনি রীতিমত বোঝেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সে-সমস্যার প্রীতিকর ও বিস্ময়কর সমাধান করতেও তিনি বিলম্ব করেননি। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় ইউনিয়ন কংগ্রেসে এই শাসনবিধি গৃহীত হয়।

এই শাসনবিধিতে কিভাবে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হয়? প্রত্যেক রিপাব্লিকের মতো ইউনিয়নেরও প্রধান শক্তিকেন্দ্র হোচ্ছে সোভিয়েট কংগ্রেস। নির্ব্বাচন-রীতি যেমন 'রুশিয়ান কংগ্রেসে,' তেমনি ঠিক এখানেও। কিন্তু কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটি প্রত্যেক রিপাব্লিকের কেন্দ্রীয় কমিটির মতো হবে না। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি দু'টি পৃথক কাউন্সিলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক

কাউন্সিলের সমান ক্ষমতা থাকবে। প্রত্যেক কাউন্সিলের সংখ্যাধিক্য ছাড়া কোনো আইন পাশ করা যাবে না। এই কাউন্সিল দু'টি কিভাবে নির্ব্বাচিত হবে?

কাউন্সিল দু'টির নাম হোচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল (Council of Union) এবং জাতীয় কাউন্সিল (Council of Nationalities)। ইউনিয়ন কাউন্সিল ঠিক রিপাব্‌লিকের কেন্দ্রীয় কমিটির মতো সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হবে এবং যেহেতু রুশিয়ান সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের প্রতিনিধিদের সংখ্যা বেশী, ইউনিয়ন কাউন্সিলে রুশিয়ানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক। রুশিয়ানদের সংখ্যা এখানে বেশী হোলেও জাতীয় কাউন্সিলের সভ্যদের সমর্থন ভিন্ন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

জাতীয় কাউন্সিলে প্রত্যেক রিপাব্‌লিকের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি আছে। জাতীয় কাউন্সিলে রুশিয়ানদের সংখ্যা কম হবে এবং উক্রেনিয়ান, জর্জ্জিয়ান, হোয়াইট রুশিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান, উজবেক, তাজিক ও তুর্কমেনিয়ানরা তাদের ভোটে পরাজিত করতে পারবে। এই সব জাতির সম্মতি ভিন্ন ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কোনো কাজ করতে পারবে না।

এখানে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়? একদিকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের ভোট দেবার এবং প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার সমান অধিকার আছে। আর একদিকে ছোটবড় বিচার না কোরে প্রত্যেক জাতির জাতিসংঘে বা সোভিয়েট-সম্মিলনে প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকার আছে। ব্যক্তির ও জাতির আত্মপ্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির আপাতবিরোধের এমন সুন্দর সমন্বয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এই বহুজাতি সম্মিলিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে ১৯৩৬ সালে ইউনিয়ন

কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে ষ্ট্যালিন বলেন, "১৯২৪ সালের শাসনবিধি অনুসারে বর্ত্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন শাসিত হোচ্ছে। সে সময় আমরা পারস্পরিক সম্বন্ধ মধুর করতে পারিনি, গ্রেট রুশিয়ানদের প্রতি অবিশ্বাসও ছিল এবং কেন্দ্রবিমুখী শক্তিগুলি তখনো অপসারিত হয়নি। এই অবস্থায় আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের ভিত্তিতে একটি বহুজাতি-সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করা ভিন্ন পারস্পরিক মৈত্রী স্থাপনের কোনো উপায় আমাদের ছিল না। এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সচেতন ছিল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহু-জাতীয় রাষ্ট্রের শোচনীয় পরীক্ষা আমরা দেখেছি। প্রাক্তন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ব্যর্থতাও আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু এ-কাজে আমরা এইভাবে অগ্রসর হয়েছিলাম কারণ আমাদের ভরসা ছিল সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ। বিরোধের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের নেই, তাই বহুজাতি সম্মিলনের সাফল্য আমরা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর আশা করেছিলাম।

"চোদ্দ বছর পরে আজ দেখতে পাচ্ছি আমাদের আশা বহু কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে সফল হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর বহুজাতীয়-রাষ্ট্র গঠনের পরীক্ষা করা পাগলামি বা কল্পনা নয়। লেনিনের জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার নীতির আজ জয় হয়েছে। কেন জয় হয়েছে? কারণ আমাদের সমাজে আজ শোষকশ্রেণী নেই—জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বের যারা ইন্ধন জোগায়; জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অনির্ব্বাণ রাখে, যাদের কার্য্যকলাপে অবিশ্বাস ও উগ্র জাতীয়তা ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। আজ আমাদের শ্রমজীবি-শ্রেণীই শাসক এবং তারাই পৃথিবীতে দাসত্বের একমাত্র শত্রু, বিশ্বমৈত্রীর অগ্রদূত। আজ আমরা আর্থিক ও সামাজিক জীবনে বিদ্বেষ দূর কোরে পারস্পরিক

সহযোগিতা যে সম্ভব তা প্রমাণ করেছি। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা তার ক্রমবিকাশের সুযোগ দিয়েছি—তাই সমাজতান্ত্রিক বিষয় ও জাতীয় বহিঃপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আমাদের যে সাংস্কৃতিক আদর্শ তা আজ সফল হয়েছে। এই সব কারণে আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আজ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অবিশ্বাস, বৈরিতা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা আজ সোভিয়েট-ভূমি থেকে নির্ব্বাসিত। সেইজন্যই আজ আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতির একটি যৌথ পরিবার গঠনে সফল হয়েছি—যে-পরিবারের বনিয়াদ হোলো পারস্পরিক বিশ্বাস, মৈত্রী ও সহযোগিতা।"

ষ্ট্যালিনের এই উক্তি আমাদের মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত। লেনিনের রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার উত্তরাধিকারী ষ্ট্যালিন। ষ্ট্যালিনের সমীক্ষ্যকারিতা আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রমোন্নতিতে প্রমাণিত হোচ্ছে। এই বিশাল ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির শান্তিময় ও স্বাধীন বসবাস সম্বন্ধে ওয়েব-দম্পতী বলেছেন: "আর্টিক মহাসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরের তীর ও মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষ ও নারী, এমনকি কয়েকটি নিগ্রো পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে সমাজে মেলামেশা করতে পারে। মাথার খুলির আকৃতি বা চামড়ার রং-এর জন্যে কারও গতিবিধি সংযত করতে হয় না। একই গাড়ীতে তারা ভ্রমণ করতে পারে, একই রেস্তোঁরা ও হোটেলে তারা খেতে পারে। কলেজ থেকে সিনেমা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে পর্য্যন্ত পাশাপাশি তারা বন্ধুর মতো বসতে পারে; যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারে; একই সর্ত্তে ও পারিশ্রমিকে যে কোনো কাজে ও কারখানায় নিযুক্ত হোতে পারে; যে কোনো মজুরের সঙ্ঘ হোতে পারে; একই কর দেয় এবং রাষ্ট্রের যে কোনো

নির্ব্বাচনে পদপ্রার্থী হোতে পারে এবং ভোট দিতেও পারে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সোভিয়েট স্ত্রী-পুরুষ গবর্ণমেণ্টের যে কোনো উচ্চস্থান দখল করতে পারে, এমন কি সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা তারা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পর্য্যন্ত বেশী পায়। যে কেউ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'পোলিটবুরোর' সভ্য পর্য্যন্ত হোতে পারে, কারও উন্নতির পথে এতটুকুও বাধা নেই। আজ তাই বোল্‌শেভিকরা যদি গর্ব্ব কোরে বলে যে, জাতি-সমস্যার সমাধান একমাত্র তারাই করেছে তাহোলে কিছু অন্যায় হয় না। তাদের এই দাম্ভিক উক্তির পশ্চাতে যুক্তি ও সত্য আছে।"

ওয়েব-দম্পতীর (সিড্‌নি ও বিয়াত্রিচ ওয়েব) মত্যো আরও অনেক সমালোচক এ-কথা স্বীকার করেছেন এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তার ন্যায্য কৃতিত্বটুকু দিতে তাঁরা কার্পণ্য করেননি। জাতি-সম্প্রদায়-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত এই মরু-পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ওয়েসিস্‌—ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র দীপ্তিমান তারকা।

সোভিয়েট শাসন

১৯১৯ সালে লেনিন বলেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন বর্ত্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের কতকগুলি নিষেধাজ্ঞার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা মিটে যাবে, এবং আমরা সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারব। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন লেনিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। ১৯৩৬ সালের 'ষ্ট্যালিন্ কন্‌ষ্টিটিউশন্'-এ লেনিনের স্বপ্ন সত্য হয়েছে।

সোভিয়েট ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের শৈশব আমরা বর্ণনা করেছি। সংগ্রামের ও বিপ্লবের উত্তপ্ত প্রতিবেশের মধ্যে শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বহু বিধি-নিষেধের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সামাজিক পুনর্গঠনের ফলে আজ পরিবেশের সে-ভীষণতা নেই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনও মিটে গিয়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্রকে আজ বিরাট যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আজ সমাজতন্ত্রের প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে কৃষি ও শিল্পের, কৃষক ও শ্রমিকের সংযুক্ত অভিযানের ফলে কোনো শ্রেণীকে রাজনৈতিক বা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রয়োজন নেই, কারও স্বাধীনতার রাশ টানতে হয় না। মালিকদের আজ মালিকানার সুযোগ নেই, সম্পত্তি-বিলাসীদের সম্পত্তি-স্ফীতিরও কোনো অবকাশ নেই। ১৯৩৬ সালের ষ্ট্যালিন শাসনবিধিতে তাই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ১৯৩৫

সালের সপ্তম কংগ্রেসে নূতন শাসনবিধির প্রস্তাব করা হয়, এবং ১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নের অষ্টম কংগ্রেসে নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

নূতন শাসনবিধিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে 'শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র'। ১৯১৮ সালে শুধু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'উদ্দেশ্যের' কথা বলা হয়েছিল। সাধারণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়েছে, কারণ উৎপাদন-শক্তি সমস্তই সাধারণের সম্পত্তি। সোভিয়েটবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সামান্য কিছু সঞ্চয় করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং যারা উৎপাদনের জন্যে যন্ত্রপাতি রাখবে তারা অন্যের শ্রম মুনফার জন্যে নিযুক্ত করতে পারবে না। ১৯২৪ সালের ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের শাসনবিধিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৩৬ সালে বলা হয় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হোচ্ছে সাধারণের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করা, তার সঙ্গে ইউনিয়নেরও আত্মরক্ষার শক্তি বাড়ানো। নূতন শাসনবিধির একটি অংশে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গঠন এবং আর একটি অংশে সাধারণের অধিকার ও বাধ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৯১৮ ও ১৯২৪ সালের শাসনবিধির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের শাসনবিধির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

নূতন শাসনবিধি অনুসারে সকলেই ভোট দেবার সমান অধিকার পেয়েছে, কারও উপর কোনো নিষেধ নেই। গ্রাম ও নগরের প্রতিনিধিদের মধ্যে এখন আর বৈষম্য নেই। প্রকাশ্যে হাত দেখিয়ে ভোট দেওয়া তুলে দিয়ে গোপন ব্যালট-পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া প্রচলিত হয়েছে। শুধু স্থানীয় কর্ম্মচারী নয়, উচ্চতর

প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত নূতন শাসনবিধি অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবে। এইসব পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ আরও বেশী ঘনিষ্ঠ করা হয়েছে। নির্ব্বাচনের জটিল রীতি বর্জ্জন কোরে শাসনযন্ত্র সরল করা হয়েছে।

ভোটের উপর নিষেধাজ্ঞা কেন তুলে দেওয়া হোলো? সোভিয়েট যখন প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তখন মালিকদের কোনো নাগরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও সমবায় কৃষি-প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে গ্রামের মালিকদের আজ আর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সুতরাং পুরাতন নিষেধাজ্ঞার আজ আর আবশ্যক নেই। আজ আর কাউকে ভোট দেবার অধিকার থেকে বিচ্যুত করা হয়নি। এমন কি পঞ্চাশ হাজার পুরোহিতদেরও পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা বিরোধিতা করলেও সে-বিরোধিতা আজ সোভিয়েটের বিপুল আভ্যন্তরীণ শক্তির কাছে উপেক্ষণীয়।

নগর ও গ্রামের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য আজ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থায় নগর-সোভিয়েটের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্যের জন্যে আবশ্যক ছিল। আজ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর নগরের শ্রমিক ও গ্রামের কৃষকের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, এবং কোনো প্রভেদও নেই। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ আজ এক, সুতরাং প্রতিনিধিত্বের অধিকার তাদের সকলের সমান।

নূতন শাসনবিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় নির্ব্বাচন-প্রথা। পূর্ব্বে প্রকাশ্যে ভোট দেবার প্রথা কেন ছিল? যদিও মালিকদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, তাহোলেও নূতন সমাজের

প্রথম অবস্থায় তাদের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যেকোনো কর্ম্মচারীকে প্রভাবিত কোরে তারা নিজের কাজ আদায় করতে পারত। সুতরাং ভোট দেবার সময় যদি দেখা যেত যে মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা আছে এমন কেউ কোনো পদপ্রার্থীকে আগ্রহের সঙ্গে হাত তুলে' ভোট দিচ্ছে, তাহোলে অন্যের বুঝতে বাকি থাকত না কার স্বার্থ কার সঙ্গে জড়িত, এবং কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে। গ্রামে এই ব্যাপার বেশী ঘটত, 'কুলাক' বা ধনী কৃষক ও মহাজনের মধ্যে। সেইজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথমাবস্থায় প্রকাশ্য ভোটের বিশেষ গুরুত্ব ছিল, অর্থাৎ ভোট মারফত একরকম গোয়েন্দাগিরি বলা চলে। বর্ত্তমানে এই প্রকাশ্য ভোটের কোনো সার্থকতা নেই, কারণ এই গোপন স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। ধনী কৃষক ও মহাজনরাও আজ সমবায় কৃষি-প্রথার কাছে মাথা নত করেছে। সুতরাং ১৯৩৬ সালের শাসনবিধি অনুসারে নির্ব্বাচন গোপনেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী কমিটির পরিবর্ত্তে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বপ্রধান শাসনকেন্দ্র হবে 'সুপ্রীম সোভিয়েট'। সোভিয়েটবাসীরা স্থানীয়, প্রাদেশিক ও জিলা সোভিয়েটে তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন তো করবেই, উপরন্তু তাদের নিজেদের রিপাব্লিকের 'সুপ্রীম কাউন্সিলে' এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটেও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে। এদিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটির দু'টি কাউন্সিল ঠিকই থাকবে। 'ইউনিয়ন্ কাউন্সিলে' সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি তিন লক্ষ বাসিন্দার তরফ থেকে একজন প্রতিনিধি থাকবে। 'জাতীয়

কাউন্সিলের' প্রতিনিধিদের সংখ্যা ইউনিয়ন্ কাউন্সিলের সমান হবে, এবং প্রত্যেক রিপাব্লিকের আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধি থাকবে। দু'টি কাউন্সিলের একটিতে থাকবে ব্যক্তির প্রতিনিধি, আর একটিতে জাতির। এই নূতন শাসনবিধি অনুসারেও একদিকে গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কাছে দায়ী, আর একদিকে সমষ্টিগতভাবে জাতির কাছে দায়ী। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয় এখানেও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

নূতন শাসনবিধির শেষ দিকে প্রত্যেকের অধিকার ও বাধ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বাধ্যতার তুলনায় অধিকারের সংখ্যা এতো বেশী যে অবাক হোতে হয়। প্রত্যেক শ্রমসক্ষম ব্যক্তি পরিশ্রম করতে বাধ্য। কাজ না করলে আহার জুটবে না। 'সক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেককে পরিশ্রম করতে হবে, এবং কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক মিলবে।' প্রত্যেককে সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনবিধি পালন করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্বিঘ্নতা রক্ষা করতে প্রত্যেকে বাধ্য। এই হোলো বাধ্যতা।

কাজ করতে প্রত্যেকে বাধ্য যেমন, তেমনি প্রত্যেকের কাজের জন্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দায়ী। কাজে নিযুক্ত হবার অধিকারও প্রত্যেকের আছে। এই অধিকার ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শাসনবিধির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হবার পর এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্রমোন্নতির পর এই অধিকার সকলকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রয়োজনানুসারে করা হয়েছে, এবং উৎপাদন কমানোর তখনই দরকার হবে যখন শ্রমিক পাওয়া যাবে না। কাউকে বেকার রাখা সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ-বিরোধী, কারণ প্রত্যেকের শ্রমের দ্বারাই সকলের উন্নতি সম্ভব। সেইজন্যই

নূতন শাসনবিধিতে বলা হয়েছে, কাজ করতে প্রত্যেকে বাধ্য এবং এই উক্তিতে চমকিয়ে ওঠার মতো কিছু নেই। এতোখানি দায়িত্বপূর্ণ কথা পৃথিবীর অন্য কোনো গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বলা অসম্ভব।

শ্রম করলে অবসর প্রয়োজন। সাতঘণ্টা শ্রম এবং মজুরী-সমেত ছুটির ব্যবস্থা কোরে নূতন শাসনবিধিতে শ্রমিকদের অবসর দেওয়া হয়েছে। আবার শুধু অবসর পেলেই হয় না। নিরাপত্তা দরকার। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থাকলে শ্রমিকেরা মন দিয়ে কাজ করবে না। তাতে সোভিয়েটের ক্ষতি হবে। সুতরাং নূতন শাসনবিধিতে সামাজিক বীমার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী অসুখবিসুখে শ্রমিকেরা বেতন পাবে। ষাট বছর বয়সে পুরুষেরা এবং পঞ্চান্ন বছর বয়সে মেয়েরা পেন্সন্ পাবে। কোনো বিপজ্জনক কাজে আরও অল্প বয়সে শ্রমিকেরা অবসর গ্রহণ করতে পারবে। এই সামাজিক বীমার তহবিলের ভার ট্রেড ইউনিয়নের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আমোদ-প্রমোদ, সবকিছুতে মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিকদের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার থাকবে।

১৯২৪ সালে ও. জি. পি. ইউ. বা 'অগ্‌পু' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠন করা হয়েছিল। এই বিভাগের কাজ ছিল সংযুক্ত রিপাব্‌লিকগুলির বৈপ্লবিক শক্তিকে সংহত কোরে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। নূতন শাসন-বিধিতে এই বিভাগটির পৃথকভাবে কোনো উল্লেখ করা হয়নি। আভ্যন্তরীণ কমিশারিয়েটের উপর এখন রাষ্ট্র ও সমাজের শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত। এর অর্থ এই নয় যে ফ্যাশিষ্ট গোয়েন্দারা নির্ব্বিবাদে এখন ষড়যন্ত্র করতে পারবে। তাদের উপর অতন্দ্র দৃষ্টি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আছে। কিন্তু ১৯২৪ সালে ঘরে-বাইরে শত্রুর উৎপাত

দমনের জন্যে গোয়েন্দাগিরির যেমন প্রয়োজন ছিল আজ তেমন নেই। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরাপত্তার সমস্যাই গুরুতর। বর্ত্তমানে সমরানল-পরিবেষ্টিত সোভিয়েট-ভূমির আত্মরক্ষার সমস্যাই একমাত্র সমস্যা। তাই দূরদর্শী সোভিয়েট রাজনীতিকরা ১৯৩৬ সালের শাসনবিধিতে আত্মরক্ষার উপকরণ উৎপাদনের জন্যে একটি পৃথক কমিশারিয়েট গঠন করেছিলেন। এই সোভিয়েট-ভূমিকে, সমাজতন্ত্রের দেশকে রক্ষা করতেই হবে। সোভিয়েটের সামরিক শক্তিও আজ তাই অতুলনীয়। *

১৯০৬ সালে আনাতোল ফ্রান্স লিখেছিলেন ম্যাক্সিম্ গোর্কিকে—'The dreams of genius are coming true'—মনীষীর স্বপ্ন সত্য হোতে চলেছে। ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর একটি খণ্ডে শিল্পী ও কবির আজীবন স্বপ্ন সত্য হয়েছে। সে-সত্যের প্রকাশ ক্রমেই বৃহত্তর হোচ্ছে। তাই শয্যাশায়ী মুমূর্ষু গোর্কিকে যখন ১৯৩৬ সালের স্ট্যালিন শাসনবিধি পড়িয়ে শুনান হয়েছিল তখন নিষ্প্রভ চোখ দু'টি তুলে মৃদু হেসে গোর্কি বলেছিলেন—'এখন দেশের প্রত্যেকটি পাথরখণ্ডও গান গেয়ে উঠবে'। এ মুমূর্ষুর আবেগ বা প্রলাপ নয়, শিল্পীর তেজস্বী উক্তি। কারণ গোর্কিই বলেছিলেন—'যদি কোনোদিন সোভিয়েটের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শত্রুরা অভিযান করে, যে-শ্রেণীর জন্যে আমি আজীবন সংগ্রাম করেছি, তাহোলে আমিও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করব, শুধু জয়ের জন্যে নয়, সোভিয়েটের আদর্শ আমার আদর্শ, আমার কর্ত্তব্য বোলে।'

শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজের শক্তির উৎস আজ তাই সমরসম্ভার ছাড়িয়ে বিশ্ব-জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে।

---

* পরবর্ত্তী অধ্যায় দু'টি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

লাল ফৌজ

চোখ দু'টি মেয়েটির দিকে তুলে' সৈন্যটি বললে, 'জীবনে একটি দিনও আমি সুখী হইনি, ক্লেরা!' সৈন্যটির চেহারার দিকে চাইলে তাই মনে হয়। জীবনের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজের মধ্যে সে কুচ্‌কে গিয়েছে, সমস্ত স্পন্দন যেন থেমে এসেছে। যুদ্ধে সেও এসেছে আরও অনেকের মতো,. ভিড়ের মধ্যে মাতাল হয়ে। কি জন্যে সে জানে না, অন্যেও জানে না তার পরিচয়। মানুষ নয়, কীট সে।

· ছ'দিনের ছুটিতে ঘরে ফিরে ক্লেরার সঙ্গে দেখা। ছ'দিন পরে আবার ফিরে যাচ্ছে ফ্রন্টে। যেতে যেতে নিজের কথা ভেবে সে হাসছে, মানুষের এমন পরিবর্তন হয় কি কোরে? আজ সে মৃত, তার ভিতরের মানুষটি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। সে শুধু আজ ছাঁচে-ঢালা সৈন্য, কলের পুতুল রাইফেল ছুড়ছে।

দূরে যুদ্ধক্ষেত্র। কামান, গোলাবারুদের বিকট গন্ধ ও শব্দ। চারিদিকে ভাঙা ঘরবাড়ী ও মৃত সৈন্যের স্তূপ। পচা মানুষ ও আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ। মাঝে মাঝে কামান বিস্ফোরণে আলোকিত হয়ে উঠছে সেই বীভৎসতা, মরা মানুষের বিকৃত মূর্ত্তি। অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে এল মন। কিন্তু কয়েকটা দিনের ঘরের স্মৃতি এতো জীবন্ত যে গুন্ গুন্ গানের সুর তার অন্তর থেকে স্বতঃই বেরিয়ে এল। আর একজন তার সহযোদ্ধা তাকে উন্মত্ততা সম্বন্ধে সাবধান কোরে দিল।

ট্রেঞ্চগুলি পার হয়ে সে এল গোয়েন্দাদের মধ্যে। চারিদিকে গোয়েন্দা পুলিশ ওঁৎ পেতে বসে' রয়েছে। কারও কোনো কথা বলবার উপায় নেই। একটি নিগ্রো অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত বার কোরে বললে, 'ফরাসী সৈন্য!' সে শুধু একবার থমকে দাঁড়াল।

প্রকাণ্ড একটি সুড়ঙ্গের সামনে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখল কেউ নেই। নির্জ্জন অন্ধকার। আবার সে গান আরম্ভ করল। কিছুদূর এগিয়ে আবার ট্রেঞ্চ। কাছেই বিদ্যুতের মতো আলো চমকে উঠেছে—শেল! কড়্ কড়্ শব্দ হোচ্ছে, যেন কোনো বিকটাকার দৈত্য একটি লোহার শিকল ইস্পাতের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। হতাশায়, আবেগে না উন্মত্ততায় জানি না, আবার সে জোরে গান গেয়ে উঠলো। ঘর্ঘর ঘর্ঘর গুম্ গুম্ শব্দের মধ্যে কামানের আলোকে একবার শুধু ভেসে উঠলো ক্লেরার মুখ।

এন্. সি. ও. তাকে সম্বোধন কোরে বললেন একটি ফেটিগ্ পার্টির সঙ্গে যোগ দিতে। গান তার থামল না, দলে যোগ দিয়েও। ক্ষিপ্ত হয়ে এন্. সি. ও. বললেন, 'কুর্ত্তার বাচ্চার টুঁটিটা টিপে দে'! সকলে একবার চমকে উঠলো। দানবের মতো রাত্রের অন্ধকারে এন্. সি. ও. ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে ফেটিগ্ পার্টি ফিরে এল ট্রেঞ্চে। ক্যাপটেনের সামনে এন্. সি. ও. জবাব দিলেন, 'একজন হারিয়ে গিয়েছে'।

ক্যাপটেন বললেন, 'হারিয়ে যাওয়া অন্যায়'! তারপর এন্. সি. ও-র হাতের দিকে চেয়ে দেখলেন রক্তের দাগ। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হত্যা করা হয়েছে?'

'হুঁ, আমিই করেছি—কুর্ত্তার বাচ্চার স্ফূর্ত্তি হয়েছিল'—এন্. সি. ও বললেন।

লাল ফৌজ

এন্. সি. ও-র বীরত্বকে তারিফ কোরে ক্যাপটেন বললেন, 'বেশ, বেশ!'

'সৈন্যের সঙ্গীত' নামে অ্যাঁরি বার্বুসের একটি ছোট গল্পের টুকরো। মনে হবে ভাবপ্রবণতায় ভরা, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা থেকেই বার্বুসে এরকম অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সৈন্যদের জীবনেতিহাস।

এইরকম হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে যায়, সমুদ্রের তলায় জাহাজ ভর্ত্তি হয়ে ডুবে যায়। গানের জন্যে নয় শুধু, সামান্য অভিযোগের জন্যে, অভিযোগের আভাষ ইঙ্গিতের জন্যে। বহু এন্. সি. ও. ও ক্যাপটেন্ এই বীরত্বের জন্যে পদোন্নতির সম্মানে ও গৌরবে জাঁকজমক কোরে বিভূষিত হন, বহু পদক, তারকা ও ক্রস্ তাঁদের বুকে ঝুলতে থাকে। কিন্তু এর পাশেই আর একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি।

স্যালোনিকায় তখন বহু রুশ সৈন্য ছিল। ফরাসী সেনাবাহিনীতে সতেরবার বিদ্রোহ হয়েছে। এদিকে রুশ বিপ্লবের আহ্বান এসেছে। সৈন্যেরা বলল, তারা কোনো জারের আদেশ পালন করতে রাজী নয়। দেশে ফিরে গিয়ে তারা দেশবাসীর মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করবে। কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনল না। তাদের উপর অত্যাচার করা হোলো, অনাহারে তাদের মারবার চেষ্টা করা হোলো। অবশেষে তাদের পাঠানো হোলো আফ্রিকায়।

আফ্রিকায় তাদের উপর যতদূর সম্ভব নির্য্যাতন করা হোলো, কিন্তু কিছুতেই তারা বশ্যতা স্বীকার করল না। মুক্তির সুস্পষ্ট আহ্বান শুনলে কোনো দাসই করতে চায় না। সৈন্যেরা তো চায়ই না। ধনিকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যস্বার্থের জন্যে তারা আর প্রাণ দিতে সম্মত নয়। নূতন রুশিয়ার জন্যে তারা সংগ্রাম করবে।

তারা শেষে রুশিয়াতে ফিরে গেল। সেখানে বিশ্বাসঘাতক ডেনিকিনের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করবার চেষ্টা করা হোলো তাদের। ডেনিকিন্ বিদেশী রাষ্ট্রের বেতনভোগী সেনাপতি, উদ্দেশ্য তাঁর নূতন শ্রমিক ও কৃষকদের গবর্ণমেণ্ট ধ্বংস করা।

ডেনিকিনের জুলুমের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ করল। কিন্তু এবার তাদের নিশ্চিহ্ন করা হোলো পৃথিবীর বুক থেকে। কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত তাদের রাখা হোলো না। তবু তাদের এই দৃঢ়তা ও একতার কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা রইল।

কেন এই দৃঢ়তা ও একতা? মুক্তির আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ। এতদিন তারা ছিল কলের পুতুল, প্রাণহীন যন্ত্র, অসাড় মাতাল। রুশ-বিপ্লবে তারা নিজেদের ভিতরের অচেতন মানুষটির সাড়া পেয়েছে। তারা আজ মানুষের জীবনের সত্যকার আদর্শের খোঁজ পেয়েছে। বিপ্লবও তাই ডেনিকিন্‌কে পরাজিত করল। টুলার শ্রমিকেরা ডেনিকিন্‌কে প্রচণ্ড বাধা দিল। ডেনিকিন্ কৃষ্ণসাগরের তীরে পলায়ন করলেন, সেখান থেকে প্যারিস-এ।

ইতিহাসে এদেরই বলে 'লাল ফৌজ'—বিপ্লবজাত নূতন সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের সেনাবাহিনী। এরা সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য নয়, একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর সাম্রাজ্যস্বার্থের জন্যে এরা সংগ্রাম করে না। এদের আদর্শ আছে, এবং সে-আদর্শ সকলের আদর্শ, মানুষের আদর্শ। লাল ফৌজের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য সেনাবাহিনীর পার্থক্য এইখানে। এ-পার্থক্য বিরাট।

দশটি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সাধারণের একটি ফৌজ গড়ার আবশ্যকতা বুঝেছিল। কারণ নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। তাই পুরাতন সৈনিক ও কর্ম্মচারীর শ্রেণীসম্পর্ক বর্জ্জন কোরে নূতন যে

ফৌজ গঠন করা হোলো সেখানে সৈনিকের সঙ্গে কর্ম্মচারীর কোনো প্রভেদ নেই। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু অভিজ্ঞ বন্ধু হিসাবে কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ পালন করতে হবে। অবসর সময়ে সকলেই সমান, উচ্চপদস্থ সেনাপতির কোনো বিশেষ সম্মান নেই। যে শ্রেণী-বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী তার কোনো অস্তিত্বই নেই লাল ফৌজের মধ্যে। সমাজের মূল শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-আভিজাত্য দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকটি বিভাগেও শ্রেণী-সাম্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত হয়েছে। আজ তাই শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় শতকরা ৯৫ জন লাল ফৌজের সভ্য। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসন-বিধি অনুসারে সোভিয়েট-ভূমির আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেককে যে-কোনো উপায়ে সংগ্রাম করতে হবে। এ-কর্ত্তব্য সোভিয়েট-বাসীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা উচিত।

লাল ফৌজের গঠন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ। লাল ফৌজের প্রধান শক্তিকেন্দ্র হোচ্ছে 'ডিফেন্স কমিশার।' 'ডিফেন্স কমিশার' পিপল্‌স্ কমিশারদের কাউন্সিলের কাছে দায়ী। ফৌজের অন্যান্য কর্ম্মচারী ডিফেন্স কমিশার নিযুক্ত করলেও, প্রত্যেক সৈন্যের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। নিজেদের ব্যারাক তদারক করা, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, থাকা-খাওয়া সবই সৈন্যদের নিজেদের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সোভিয়েট ব্যারাকে শ্রমিকদের কারখানার মতো প্রাচীর-পত্র আছে, এবং কারখানার মতো এখানেও কোনো সেনাপতি বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অন্যায় ব্যবহার, অযত্ন, অবহেলা সব নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করা হয়। কেউ বিদ্রূপের যোগ্য হোলে তাকে বিদ্রূপ করা হয়, মধ্যে মধ্যে তার হাস্যকর কার্টুনও ছাপা হয়

প্রাচীর-পত্রে। কারখানার শ্রমিকদের মতো এখানেও সৈন্যদের যে-কোনো উচ্চপদে উন্নীত হবার সম্ভাবনা আছে। এমন কি সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে-কোনো উচ্চ আসন থেকেও তারা বঞ্চিত হয়নি।

লাল ফৌজ থেকে ১৯৩৪ সালে গ্রামের সোভিয়েটে ৪৭৮৭ জন, নগর সোভিয়েটে ৯০৮৩ জন, জেলা-সোভিয়েটে ২৯৭২ জন, প্রাদেশিক সোভিয়েটে ২৬৪ জন এবং ইউনিয়ন রিপাব্‌লিকের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১৮৩ জন নির্ব্বাচিত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে লাল ফৌজ থেকে ৬৫ জন সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্ব্বাচিত হয়। ১৯৩৮ সালে রুশিয়ান্ রিপাব্‌লিকের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনে লাল ফৌজের একজন অফিসার, মোলাইয়েভ্, সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতি-মণ্ডলীতে ডেপুটি চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে সেনাধ্যক্ষ মার্শাল ভোরোশিলভ্ প্রধান মন্ত্রীর সহকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্ত্তমানে লাল ফৌজের সেনাধ্যক্ষ মার্শাল তিমোশেন্‌কো।

যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে লাল ফৌজের 'ফিল্‌ড্ রেগুলেশন্'-এর একটি পরিচ্ছেদের মূলকথা এখানে উল্লেখ করা উচিত। বন্দীদের উপর অত্যাচার করবার কোনো নির্দ্দেশ সেখানে নেই। অপরাধীদের মতো তাদের মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হয়। অত্যাচার করা দূরের কথা, তাদের শিক্ষা দিতে হবে, সচেতন করতে হবে। তারা কেন যুদ্ধ করছে, কিসের জন্যে যুদ্ধ করছে তাদের জানা উচিত। এই শিক্ষা দেওয়া লাল ফৌজের কর্ত্তব্য। অসহায় সৈন্যদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করার নির্দ্দেশ লাল ফৌজের 'ফিল্‌ড্ রেগুলেশনে' দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজের প্রত্যেকটি সৈন্যের কর্ত্তব্য হোচ্ছে শত্রুপক্ষের বন্দী সৈন্যদের প্রতি

সহানুভূতি দেখানো, এবং তাদের শিক্ষা দেওয়া ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যত্নবান হওয়া। পৃথিবীর আর কোন্ সেনাবাহিনীকে এমন মানুষিক শিক্ষা দেওয়া হয়?

লাল ফৌজের প্রত্যেক সৈন্য সুশিক্ষিত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত তারা শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মূর্খ লোকের লাল ফৌজে স্থান নেই। জারের আমলে শতকরা পঞ্চাশ জনেরও বেশী সৈন্য নীরেট মূর্খ ছিল। কোনোরকম শিক্ষা বা সংস্কৃতির চিহ্ন ছিল না কোথাও। শিক্ষা পেলে পাছে তারা স্বার্থপর সাম্রাজ্যলোভীর হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বন্দুকের নলটি প্রভুর দিকে ঘুরিয়ে ধরে এই ছিল ভয়। এখন তো আর সে ভয় নেই, সুতরাং সকলেই বেশ শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জ্জিত ও বুদ্ধিমান। এ-দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও মিলবে কি?

লাল ফৌজের প্রত্যেক সৈন্য প্রথমে মানুষ, তারপর সৈন্য। পৃথিবীর একমাত্র শ্রেণীশূন্য সোভিয়েট-সমাজের স্বাধীন মানুষ তারা, এবং সেই সমাজ ও তার আদর্শ সমাজতন্ত্রকে চতুর্দ্দিকের শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তারা লাল ফৌজের অন্তর্ভুক্ত সৈনিক। প্রত্যেক সৈন্য যে মানুষ সে-সম্বন্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টও সচেতন। তাই সোভিয়েট-সমাজের সকল মানুষের মতোই তাদের সুযোগ সুবিধা আছে। আত্মোন্নতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে তাদের সামনে কোথাও বাধা নেই। অবাধে তারা সমাজের সকল লোকের সঙ্গে মিশতে পারে, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ, থিয়েটার, প্রদর্শনী, সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে। শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদীর সৈন্যের মতো সমাজ থেকে তাদের জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। বাইরের মুখর পৃথিবী থেকে তারা নির্ব্বাসিত নয়। তারা মানুষ, সমাজে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে।

লাল ফৌজের নিজের থিয়েটার ও সঙ্গীতের ক্লাব আছে। সাধারণের রঙ্গমঞ্চে লাল ফৌজ তাদের নিজেদের নাটক অভিনয় করতে পারে, এবং অন্য রঙ্গমঞ্চের যে-কোনো নাটক তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাতে পারে। এতে দেশের সংস্কৃতির মূলধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের 'কেন্দ্রীয় আর্ট কমিটির' (Central Art Committee) অধীনে সোভিয়েট সঙ্গীত রচয়িতাদের যে সংঘ (Association of Soviet Composers) আছে, তারই একটি 'সামরিক সঙ্গীতের' বিভাগ (Military Music Group) আছে। এই গ্রুপে প্রায় চল্লিশ জন্ সঙ্গীত রচয়িতা আছে। 'সামরিক সঙ্গীত' সোভিয়েট-ভূমির আত্মরক্ষার ভাবে রচিত। এ-ভাবে সুর-রচনা কোরে ব্যাণ্ড ও অর্কেষ্ট্রায় তাকে ঝঙ্কৃত করা হয়। এই সঙ্গীত-শিল্পীরা সোভিয়েটের শ্রমিক, কৃষক ও তরুণ কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখে। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতি ও সমস্যার সঙ্গে তারা প্রত্যক্ষ পরিচয় রাখে। পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার্থে সংঘভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই তারা সঙ্গীত রচনা করে। মধ্যে মধ্যে মস্কোর লাল ফৌজের বিরাট হাউসে সঙ্গীত-শিল্পী, সেনাপতি ও সৈন্যদের সমাবেশ হয়। সৈন্যরা শিল্পীদের সঙ্গে এবং শিল্পীরা সৈন্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলে মিশে, আলাপ কোরে, পরস্পর পরস্পারের মনের ভাব বুঝতে পারে। সেই ভাব শিল্পী সুরের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। সে-সুর হয় প্রাণবান্, আর লাল ফৌজের অন্তর থেকে উৎসারিত বাণী তার মধ্যে শুনা যায়—'আমরা মানুষ, আমরা স্বাধীন,' 'সোভিয়েট-ভূমি আমাদের গড়া', 'শত্রুর আমরা নিপাত চাই,' 'মানুষের আমরা মুক্তি চাই,' 'পৃথিবীর মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক পা মেলাও'।

লাল ফৌজ

এ-যুগের মানবতার প্রতিমূর্ত্তি লাল ফৌজ। যুগ-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা তাদের কর্ত্তব্য। লাল ফৌজ নবযুগের যোদ্ধা।

আজ লাল ফৌজের দায়িত্ব গুরুতর। বিশাল সোভিয়েট-ভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে তারা ঘনায়মান সঙ্কটের দিকে চেয়ে আছে। দুর্দ্দান্ত জার্ম্মান্ বাহিনীর অগ্রগতি তারা লক্ষ্য করছে। পশ্চিম ফ্রন্টে বা মধ্য-প্রাচ্যে তড়িৎগতি যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় তারা শঙ্কিত নয়। তাদের ভরসার কারণ কি? কোথায় তাদের এই দুরন্ত আশার উৎস? যে-কারণে তারা বিপ্লবের পর চারিদিক থেকে দলে দলে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিদেশী সেনাবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছিল, আজ থেকে বিশ বছর আগে, এখনো তাদের ভরসার মূল কারণ সেইগুলি। অস্ত্র-দৈন্য সত্ত্বেও লাল ফৌজ সেদিন জয়ী হয়েছিল কেন?

কারণ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের যে-নীতি ও আদর্শের জন্যে লাল ফৌজ সেদিন সংগ্রাম করেছিল, সে-নীতির পিছনে সাধারণের আন্তরিক সমর্থন ছিল। বোল্‌শেভিকরা জানে সাধারণের সমর্থন ভিন্ন কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। হোয়াইটগার্ড ও বিদেশী আক্রমণকারীদের পিছনে জনগণের সমর্থন ছিল না। তাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণের অভাব না থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে জয়ী হোতে পারেনি। লাল ফৌজের কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল।

লাল ফৌজ জয়ী হয়েছিল কারণ লাল ফৌজ জনসাধারণের বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী। জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল লাল ফৌজের প্রতি। মা যেমন তার শিশুকে ভালবাসে, জনসাধারণও তেমনি ভালবাসে লাল ফৌজকে, কারণ সকলের আদর্শই এক।

সমস্ত দেশকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সমর-শিবিরে পরিণত করেছিল। সম্মুখ-ফ্রন্টে লাল ফৌজের অস্ত্র, উপকরণ ও আহার

সরবরাহের জন্যে পশ্চাতে সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দ্বিধা করেনি। ভিত্তি দৃঢ় না হোলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না, এবং সেই ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্যে বোল্‌শেভিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। লাল ফৌজ তাই পরাজিত হয়নি।

লাল ফৌজ জয়ী হয়েছিল কারণ প্রত্যেক দেশেব বোল্‌শেভিকরা ও তাদের সমর্থকরা কল্‌চাক্‌, ডেনিকিন্‌, র‍্যাঙ্গেল্‌, ক্র্যাজনভ্‌ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকারী ও হোয়াইট্‌গার্ডদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেছিল। উক্রেইন্‌, সাইবেরিয়া, সুদূর প্রাচ্য, উরাল্‌, বেলোরুশিয়া, ভল্‌গা প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন কোরে সোভিয়েটের সমর্থকরা লাল ফৌজের জয়ের পথ সুগম করেছিল।

লাল ফৌজের জয়ের প্রধান কারণ হোচ্ছে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে শুধু একা সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়নি, পৃথিবীর শ্রমজীবীশ্রেণী তাদের সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই সহযোগিতা পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রেব পক্ষে যেমন কল্পনাতীত, সোভিয়েটের পক্ষে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকেরা গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট কোরে, আক্রমণকারীদের জন্যে অস্ত্রবহন বন্ধ কোরে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের মুখে একটিমাত্র কথা ছিল, 'সোভিয়েটে হস্তক্ষেপ কোরো না'।

লেনিন সেইজন্যই বলেছিলেন, 'আন্তর্জ্জাতিক ধনিকগোষ্ঠী যেন স্মরণ রাখেন যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মানে নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়া'।

সোভিয়েটের সামরিক শক্তি

'সামরিক শক্তি' ও 'সংগ্রাম শক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। সংগ্রাম শক্তির মধ্যে সামরিক শক্তি অন্তর্ভুক্ত। সঠিক সংগ্রাম শক্তি বলতে সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তি দুইই বোঝায়। এই প্রবন্ধ সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে, সুতরাং এর প্রতিপাদ্য বিষয় হবে সোভিয়েট ইউনিয়নের লাল ফৌজ (Red Army), লাল নৌ-বাহিনী (Red Navy) ও লাল বিমান-বাহিনীর (Red Air Force) সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বলা বাহুল্য, সম্প্রতি প্রকাশিত সমর-বিশেষজ্ঞদের পুস্তক ও রচনাবলী থেকে এই প্রবন্ধের অনেক বিষয়, বিশেষ কোরে পরিসংখ্যান গৃহীত হয়েছে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে, সেই স্মরণীয় দশ দিনে, যখন সমস্ত পৃথিবীর ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল, তখন ট্রট্স্কির লাল রক্ষীরা (Red Guards) পেট্রোগ্রাডের পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাদের উপর ছিল নূতন ইতিহাস সৃষ্টির গুরুভার। সেই সময় হয়েছিল লাল ফৌজের আবির্ভাব, উদ্দেশ্য ছিল নূতন লব্ধ ক্ষমতাকে রক্ষা করা। বোল্‌শেভিক পার্টি একটি কলমের আঁচড়ে যে নূতন নিয়ম জারী করল, শ্রমিক ও কৃষক সৈনিক নিয়ে সেই নির্দ্দেশে লাল ফৌজ গঠিত হোল। সেই ১৯১৮ সালের লাল ফৌজের সঙ্গে আজকের লাল ফৌজের তুলনাই হয় না। তখনকার লাল ফৌজ ছিল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গরিলা সৈন্যের দল; লাল রক্ষীদের অতি-দ্রুত অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে।

পোষাক পরিচ্ছদ নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, শুধু কতকগুলি অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে নূতন লাল ফৌজ গঠন করা হোলো। তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল ভবিষ্যতের আশা, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের রোমাঞ্চ—আর আদর্শগত একতা ও সৌহার্দ্দ্য। আজ সেই লাল ফৌজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দুর্দ্ধর্ষ, শুধু সংখ্যায় ও শক্তিতে নয়, নিয়মে, নীতিতে, সহিষ্ণুতায় ও চরিত্রের দৃঢ়তায়, সোভিয়েট ইউনিয়নের লাল ফৌজ আজ অতুলনীয়।

রুশিয়ার লাল ফৌজের ইতিহাস প্রধানত ট্রট্‌স্কি, ফ্রুঞ্জ, মার্শাল ভোরোশিলভ্ ও টুখাচেভ্‌স্কির নামের সঙ্গেই জড়িত। ট্রট্‌স্কি হোলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, ফ্রুঞ্জ হোলেন দ্বিতীয় সমর কমিশর এবং মার্শাল ভোরোশিলভ্ বর্ত্তমানে এর কর্ত্তা। ট্রট্‌স্কির নেতৃত্বে লাল ফৌজের প্রধান দায়িত্ব ছিল লব্ধ ক্ষমতাকে রক্ষা করা। রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-শত্রুদের উচ্ছেদ সাধনই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। ফ্রুঞ্জের নেতৃত্বাধীনে শুধু আভ্যন্তরীণ শত্রুর উচ্ছেদ সাধন নয়, বাইরের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যেও লাল ফৌজকে গঠন করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মার্শাল ভোরোশিলভের নেতৃত্বে ও সমর পারদর্শিতায় লাল ফৌজ আজ নূতন রূপে গঠিত হয়েছে। আজ আর তার আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার দায়িত্ব নেই, আজ ফ্যাশিষ্ট ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যই হোচ্ছে সর্ব্বপ্রধান। মার্শাল ভোরোশিলভ্ তাই লাল ফৌজকে নূতন কোরে গড়েছেন, তার শক্তি আজ তাই অপরিমিত।

লাল ফৌজের আদর্শের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং রুশিয়ার শিল্প ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজের গঠন-প্রণালী, স্বভাব ও শিক্ষা-পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সোভিয়েটের সামরিক শক্তি

পূর্ব্বে বাধ্যতামূলক সামরিক নিয়ম অনুসারে শ্রমিক ও কৃষকেরা সেনাবাহিনীর তালিকাভুক্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস নিজ নিজ জেলায় সশস্ত্র কর্ত্তব্য পালন করবার পর আবার নাগরিক জীবনের অধিকারী হোত। দীর্ঘ সময়ের জন্যে তালিকাভুক্ত সৈনিক সে সময়ে খুব অল্প ছিল। 'সোভিয়েট' ভিত্তিতে সেনাবাহিনীকে গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল। কমরেড সেনানায়কেরা ছিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোনো সামরিক কর্ম্মচারী ছিল না। বর্ত্তমানে রুশিয়ার সামরিক শিক্ষায় ও সামরিক পদ্ধতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এসেছে। নূতন যুগের সূচনা বলা চলে।

১৯২৪-২৫ সালে মার্শাল ভোরোশিলভের উপর সমস্ত দায়িত্ব পড়ার পর লাল ফৌজের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল। ফৌজের সৈন্য সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে হোলো ৫৬২,০০০ জন থেকে ৯৬০,০০০ জন এবং সম্প্রতি প্রায় ১৮,০০,০০০ জন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত লাল ফৌজের মধ্যেই নৌ ও বিমান-বাহিনী সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি নৌ ব্যাপারের একটি পৃথক কমিশারিয়াট্ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু নৌ-বিভাগের প্রায় ৬০,০০০ জন কর্ম্মচারী বাদ দিলেও রুশিয়ার এই সেনাবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। বর্ত্তমানে বার্ষিক সামরিক ক্লাস থেকে এই সমস্ত সৈন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। এই ক্লাসের সংখ্যা হোচ্ছে ১,৩০০,০০০ জন থেকে ১,৮০০,০০০ জন পর্য্যন্ত। মোট সৈন্য সংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৩ জন হোচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী সৈনিক এবং এরা দু'বছর থেকে চার বছর পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে নিজেদের কাজ করবার পর, বৎসরে ৮ সপ্তাহ কোরে ৪০ বছর বয়স পর্য্যন্ত 'Refresher Course' শিক্ষা নিয়ে থাকে। স্বল্পস্থায়ী সেনাবাহিনী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ এগার মাস শিক্ষা নেয় এবং এদের শিক্ষার উপযোগী বয়স হোচ্ছে ১৯ থেকে ২২ বছর

পর্য্যন্ত। রুশিয়াব এই বৃহৎ শক্তি ১৩টি সামরিক জেলা ও ২টি সামরিক কমিশারিয়াট্‌ব্যাপী বিস্তৃত এবং প্রায় ১০০টি পদাতিক ডিভিশন্ আছে। প্রায় ২০টি ডিভিশনে অন্তত ৮০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে এবং এ ছাড়াও নূতন প্রবর্ত্তিত কশাকবাহিনীও আছে। সুদূর প্রাচ্যে লাল ফৌজের আর একটি ঘাঁটি আছে এবং তার প্রধান কেন্দ্র হোচ্ছে খাবারভ্‌স্কে। এই ফৌজকে শক্তিশালী কোবে গঠন করা হয়েছে, সুদূর প্রাচ্যে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধেব জন্যে। অনেকগুলি সামরিক জেলায় এই ফৌজ ছড়িয়ে রয়েছে। বৈকাল হ্রদের পূর্ব্বদিকের রক্ষী ও কৃষক রিজার্ভিষ্টদেব বাদ দিয়েও এই ফৌজের সংখ্যা ৫০০,০০০ জনেরও বেশী হবে। পশ্চিম সীমান্তে এই প্রকার আর একটি সেনাবাহিনী প্রায় ২৪৮৫ মাইলব্যাপী ছড়িয়ে আছে—৫০০,০০০ সৈন্য. ৮০০ পোত, কয়েক হাজার ট্যাঙ্ক এবং শ্বেত-রুশিয়ায় ১১টি ডিভিশন্ ও উক্রেইনে আরও ৮টি ডিভিশন আছে। সংক্ষেপে এই হোচ্ছে রুশিয়ার লাল ফৌজের পরিচয়।

লাল ফৌজ সম্বন্ধে ম্যাক্স ওয়ার্ণারের মন্তব্য উদ্ধৃত করা উচিত। জেনারেল্ ওয়েগ্যাণ্ড্, জেনারাল্ ভন্ মেট্‌শ্, ক্যাপটেন্ লিডেল্ হার্ট প্রমুখ সমর-বিশেষজ্ঞদের মতামত আলোচনা কোরে ম্যাক্স্ ওয়ার্ণার বলেছেন যে, যদিও অল্প দিনের মধ্যে জার্ম্মানি প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে, তবু রুশিয়ার লাল ফৌজ 'technically' ও 'militarily' জার্ম্মান সৈন্য অপেক্ষা বহু দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং যদি জার্ম্মানি রুশিয়ার এই লাল ফৌজকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহোলে তড়িৎ যুদ্ধে পশ্চিম য়ুরোপে তার পক্ষে জয়ী হওয়া অলীক স্বপ্ন ভিন্ন কিছুই নয়। ম্যাক্স্ ওয়ার্ণার রুশিয়ার লাল ফৌজকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেনাবাহিনী বলেছেন। আমরা যতদূর

জানি, ম্যাক্স ওয়ার্ণারের কোনো প্রকার সাম্যবাদী সহানুভূতি নেই এবং তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন।

টুখাচেভ্‌স্কি প্রমুখ সুদক্ষ সেনানায়কদের কোতল করলে সাধারণ মানুষের প্রাণে আঘাত লাগা সম্ভব, কিন্তু যেখানে তার চাইতে অনেক বেশী গুরু দায়িত্ব থাকে সেখানে প্রাণের আবেগকে সম্বরণ করতেই হয়। 'Brutal Purge' যাকে ওয়ার্ণার আখ্যা দিয়েছেন, তার অর্থ ও গুরুত্ব তিনি বোঝেননি। কিন্তু সে আলোচনা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য হোচ্ছে যেহেতু ওয়ার্ণার একজন সাম্যবাদী নন, সেইজন্য লাল ফৌজ সম্বন্ধে তাঁর যে উচ্চ প্রশংসা, তা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হবে।' কারও অভিযোগ থাকবে না যে এই প্রশস্তি সাম্যবাদীর সোভিয়েট-দরদের নিদর্শন-স্বরূপ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর এতখানি অংশ দখল কোরে রয়েছে যে প্রয়োজন হোলে তার নৌ-বাহিনী একসঙ্গে তিনটি এ্যাক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে সমানভাবে সংগ্রাম করতে পারে। বল্‌টিক সাগর, কৃষ্ণসাগর, শ্বেতসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েট ইউনিয়নের নৌ-বহর তো আছেই, ক্যাস্‌পিয়ান সাগর ও আমুর নদীতেও কিছু কম নৌ-বহর নেই। এই প্রকার বিভাগের কিছু অসুবিধা থাকলেও সম্প্রতি সেই সব অসুবিধাকে অপসারিত করা হয়েছে।

রুশিয়ার নৌ-ফ্রন্ট্‌গুলির আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের এতদূর উন্নতি সাধন করা হয়েছে যে কতকগুলি খালের বুনানির জন্যে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে সাবমেরিণ ও ডেষ্ট্রয়ারের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। মস্কোকে এখন একটি বিরাট আভ্যন্তরীণ বন্দর বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯৩৩ সালে "ষ্ট্যালিন খাল" দ্বারা লেনিন্‌গ্রাড ও শ্বেতসাগরের মধ্যে

যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস এখন বল্টিক থেকে রুশিয়ার রণপোত মুরম্যান্স্কের নিকট বরফমুক্ত পোলিয়ারনোই ঘাঁটিতে যাতায়াত করতে পারে এবং স্পিট্জ্‌বার্গেনে রুশ শ্রমোৎপন্ন খনির কয়লা এখন প্রয়োজন হোলে বিপদসঙ্কুল বল্টিক এড়িয়েও রুশিয়ার মধ্যে নিরাপদে পৌঁছতে পারে। তা ছাড়া উত্তর-পূর্ব্ব পথে নূতন আর্টিক রুটের এখন আর সেই 'আইস্‌বার্গ' দানবের আশঙ্কা নেই এবং সে-পথ আজ আর বরফাবৃত দুর্গম পথ নয়। আজ সে-পথ বছরে অন্তত তিন মাসের জন্যেও ব্যবহারযোগ্য, কারণ সেখানে সুন্দরভাবে 'আইস্‌-ব্রেকার' ও 'এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট্‌'-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই পথে সুবিধা হয়েছে এই যে আজ সুদূর প্রাচ্যে রুশিয়ার রণপোত নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, বিমান আক্রমণের কোনো ভয় নেই এবং লোহিতসাগর বা পানামার পথ দিয়ে ঘুরে এলে যে দূর হোত এখন তার প্রায় অর্দ্ধেক পথ কমে যাবে। এই সব নানা কারণে রুশিয়ার সুদূর প্রাচ্যের নৌ-বহরের অবস্থা ১৯০৪-৫ সাল অপেক্ষা অনেক উন্নত, কারণ আর্থার বন্দরে সে মৃত্যুফাঁদ এখন আর নেই, বর্ত্তমান নৌ-বহরের ঘাঁটি হোচ্ছে ভ্‌ল্যাডিভষ্টকে। এই ঘাঁটির অস্তিত্ব যদিও ৫৫০০ মাইল দীর্ঘ পথের সীমানায়, তবু আজ ট্র্যান্স্‌-সাইবেরিয়ান্‌ রেলপথ প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত এবং অনেকগুলি 'ফিডার' লাইনও নূতন তৈরী করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোচ্ছে টার্ক-সাইবেরিয়ান্‌ রেলপথ। এই সব স্থলপথগুলি যতই আক্রমণমুখী হোক না কেন, নূতন জলপথ ও শূন্যপথ মিলে ভ্‌ল্যাডিভষ্টক্‌ এখন রুশিয়ার কাছে বিশেষ মূল্যবান। ভ্‌ল্যাডিভষ্টকে রুশিয়ার সাব-মেরিণের সংখ্যা প্রায় ৭০টি এবং প্রতি মাসে প্রায় একটি কোরে বাড়ছে। আরও সমান সংখ্যক টর্পেডোক্র্যাফ্‌ট্‌ থাকাতে জাপানী

অবরোধের পথ রুশিয়া প্রায় এক রকম বন্ধ কোরে দিয়েছে। এমন কি রুশিয়ার এই সাবমেরিণগুলি জাপানের বাণিজ্য যোগাযোগের পথে ভীষণ অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে পারে। অনুরূপ অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে পারে বল্টিকে রুশিয়ার সাবমেরিণগুলি। এই সাবমেরিণের সংখ্যাও প্রায় ষাট-সত্তরটি হবে। ১৯১৪-১৭ সালে জার্ম্মান-বিরোধী আক্রমণ বল্টিকে একমাত্র সাবমেরিণ যুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে রুশিয়ার রণপোতও বল্টিকে ১৯১৪-১৭ সাল অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্যকরী ও শক্তিশালী। লেনিনগ্রাডে যে দু'টি রণপোত, পাঁচটি আধুনিক ক্রুজার, বারটি লিডার ও পনেরটি ডেষ্ট্রয়ার রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই কোনো যুদ্ধের সময় আটক অবস্থায় থাকবে না। এগুলি জার্ম্মানির সুইডেন থেকে 'কাঁচা লোহা' ট্রাফিকের ভীষণ অসুবিধা ঘটাতে পারে। আত্মরক্ষার এই জল-অস্ত্রগুলি ছাড়াও রুশিয়া পারিপার্শ্বিকের তাগিদে সম্প্রতি আক্রমণোপযোগী বৃহৎ নৌ-বহর নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে বড় বড় রণপোত তৈরী আরম্ভ হয়েছে এবং গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন নৌ-বিভাগের কমিশার ফ্রিনভ্স্কি বলেছিলেন যে, শত্রুর সাগরবক্ষে শত্রুরই নৌবহরকে পর্য্যুদস্ত করবার জন্যে রুশিয়া একটি "Grand High Seas Fleet" গঠনে মনোযোগ দিয়েছে। রুশিয়ার তৎপরতা সম্বন্ধে চিন্তা করলে এই কার্য্যে যে সে ইতিমধ্যে বেশ অগ্রসর হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রুশিয়ার বিমানবাহিনীর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে বহু সমালোচক বহু মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিমানবাহিনীর যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তার মধ্যেও এতো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, কোনো রকম সঠিক অনুমান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বিমানশক্তিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—একটি 'operational' বিমানবহর, একে 'First Line Air-craft' বলা হয়, একটি রিজার্ভ বহর এবং আর কতকগুলি ট্রেণিং বিমান। এর সঙ্গে 'experimental' বিমানগুলিকেও যোগ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত তিন ভাগেই বিমানবহরকে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই 'Fighters', 'Bombers', 'Reconnaissance Machines', 'Sea-planes' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এর প্রত্যেকটির তিনটি বিভাগ আছে, (১) First Line, (২) Reserve এবং (৩) Training Air-craft. এখন বিভিন্ন সমালোচকদের প্রদত্ত পরিসংখ্যান দেব।

একটি বিশিষ্ট জার্ম্মান সামরিক পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ১৪,০০০ থেকে ১৭,০০০ পর্য্যন্ত রুশিয়ার মেশিন গণনা করা হয়েছে। ম্যাক্স ওয়ার্ণার বলেন যে, রুশিয়া 'could put approximately 12,000 machines into the air'—কিন্তু কেউই বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি যে এগুলি শুধু First Line Air-craft, না Reserves ও First Line-এর মিলিত সংখ্যা। ফরাসী পপুলার গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বিমান-সচিব পিয়ের কট্ গত মিউনিক চুক্তির সময় সমস্ত জাতির সামরিক শক্তি সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। তার মধ্যে রুশিয়ার বিমানবাহিনী সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ হওয়াই সম্ভব। তিনি রুশিয়ার First Line শক্তি সম্বন্ধে প্রায় ৪৫০০ থেকে ৫০০০ বিমানের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তিনি বলেছেন যে প্রায় চারভাগের একভাগকে সুদূর প্রাচ্যে নিযুক্ত থাকতে হবে জাপানকে সায়েস্তা করবার জন্যে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রায় ৩৫০০ বিমান নিয়োগ করা যেতে পারে। পি. ম্যালেভ্‌স্কি ম্যালেভিচ্

তাঁর 'The Soviet Union To-day' নামক পুস্তকের মধ্যে বলেছেন যে সম্প্রতি রুশিয়ার বিমানবহর অনেক বেড়েছে এবং First Line মেশিনের মোট সংখ্যা প্রায় ৪২০০ থেকে ৪৫০০ পর্য্যন্ত বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১২০০ থেকে ১৫০০ 'pursuit' বিমান, ১৫০০ 'Reconnaissance' বিমান, ৮০০ 'attack' বিমান, ৪০০ 'light' ও ৩০০ 'heavy' বোমারু বিমান আছে। সেনাপতি ফ্লেচারের মতে রুশিয়ার First Line মেশিনের সংখ্যা হোচ্ছে ৬২০০ থেকে ৬৫০০-এর মধ্যে। সব মতামত বিবেচনা কোরে রুশিয়ার First Line মেশিন ৪০০০ থেকে ৪৫০০-এর মধ্যে বলা যেতে পারে।

ফ্যাক্টরী, উপাদান ও কার্য্যকারিতার দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিমানবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিমান বাহিনীর নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ম্যাক্স ওয়ার্ণারের মতে ২০০,০০০ জন থেকে ২৫০,০০০ জন পর্য্যন্ত। ম্যাক্স ওয়ার্ণার বলেন যে, ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রায় ১৫০,০০০ জন বিমানচালককে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত করে। ম্যাক্স ওয়ার্ণারের কথা মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, লালফৌজের উদ্দেশ্য হোচ্ছে লাল বিমানবাহিনীর মেশিনের সংখ্যা ১২০০০ থেকে ১৫০০০ পর্য্যন্ত বাড়ান এবং প্রত্যেকটি বিমানচালকের জন্যে পাঁচজন কোরে শিক্ষিত চালক রিজার্ভ রাখা। এই হিসাব অনুযায়ী মোট বিমানচালকের সংখ্যা ১৫০,০০০ পর্য্যন্ত না হোলেও, যা হবে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিমানশক্তির অসামান্যতা নির্ভর করে তার শিক্ষিত প্যারাচুটিষ্টদের উপর। ম্যাক্স ওয়ার্ণারের মতে এই প্যারাচুটিষ্টদের সংখ্যা হোচ্ছে প্রায় ৭০,০০০ জন এবং এই সংখ্যা

বাড়িয়ে ১০০,০০০ পর্য্যন্ত করবার উদ্দেশ্য আছে। ১৯৩৬ সালের কুচকাওয়াজের সময় প্রায় ৩০০০ জন প্যারাচুটিষ্টকে হালকা ও ভারী কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে শত্রুর জমিতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন,

রুশিয়ার এই সামরিক কৌশলের উদ্দেশ্য হোচ্ছে কোনো আক্রান্ত দেশের জনগণকে সে-দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে সাহায্য করা। এরিক্ ওলেনবুর্গ নামক আর একজন সমালোচক বলেছেন যে লাল ফৌজ বিমান থেকে ট্যাঙ্ক মাটিতে নামানো অভ্যাস করেছে একটি উদ্দেশ্যে। সেটি হোচ্ছে, কোনো দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব আরম্ভ হোলে যাতে সশস্ত্র সহযোগিতা করা যায়।

এই সব সমালোচনার কিছু গুরুত্ব থাকলেও, এর অনেকখানিই অতি-রঞ্জিত ও কাল্পনিক।

সংক্ষেপে এই হোলো সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তি অর্থাৎ লালফৌজ, লাল নৌ-বাহিনী ও লাল বিমানবাহিনীর পরিচয়। মস্কোর লালফৌজের গৃহের পরিপার্শ্ব যেমন সুন্দর, তেমনি প্রাণবন্ত। মুমূর্ষু জীবনের ম্রিয়মান প্রতিবেশ সেখানে নেই। নূতন জীবনের অনুপ্রেরণা-মুখর তার শ্রী। নানাপ্রকার সমরোপকরণের কক্ষ সেখানে আছে, তা ছাড়া পাঠ কক্ষ, আমোদ কক্ষ প্রভৃতিও আছে। আলোচনা কক্ষের মধ্যে সৈনিক ও সেনা-নায়কেরা নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে। বিদেশী সামরিক পত্রিকার দপ্তর খুলে সৈনিকদলের মধ্যে নানারকম কূটতর্কের অবতারণা হয় এবং সেনা-নায়কেরা তার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা কোরে দেন। লালফৌজের নাট্যমঞ্চ আছে, সেখানে সৈনিকেরা অভিনয় করে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশিষ্ট সুদক্ষ অভিনেতারা মাঝে মাঝে লালফৌজের

সাহায্যার্থে সেখানে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে। এ-ছাড়া প্রায় সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীত শুনা যায়, চারিদিকের গভীর আবহাওয়া স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সোভিয়েট ইউনিয়নের লাল সৈনিকেরা গান করে, ভাবী কালের সুন্দর সমুজ্জ্বল সোভিয়েট রুশিয়ার বন্দনা গান।· উৎফুল্ল অন্তঃকরণের বন্ধনমুক্ত কণ্ঠস্বরে চারিদিকে নূতন প্রাণের সাড়া জাগে। লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল লালফৌজ যেন শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়েই গঠিত হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়েই আজ লালফৌজ গঠিত, কিন্তু সেই অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন, অনভিজ্ঞ কৃষকদের ও শ্রমিকের পায়ের শব্দ আজ আর লাল স্কয়ারে শুনা যায় না। এখন সেখানে শিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন ও অভিজ্ঞ কৃষক-শ্রমিকদের পদোৎক্ষিপ্ত অভিযানধ্বনি কানে ভেসে আসে তরঙ্গ-ছন্দে।

সোভিয়েটের শান্তি-নীতি

সোভিয়েট রুশিয়ার শান্তি-মূলক বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য্য সঠিক উপলব্ধি করতে হোলে বিপরীত পক্ষ ফ্যাশিষ্টদের প্রসার-নীতির রূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ফ্যাশিষ্ট প্রসারের সেই স্বৈরাচারী নীতির অভ্যুত্থান ও গতিপথে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামকে যদি বিচার কোরে দেখি এবং আন্তর্জ্জাতিক ধনিক-ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্যে সোভিয়েট রুশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিচালনার কুশলতা, সুস্পষ্টতা ও একনিষ্ঠাকে যাচাই করি, তাহোলে শুধু যে ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ-নীতির সঙ্গে তার আকাশ-মাটি ব্যবধান বোঝা যাবে তা নয়, সাম্রাজ্যতন্ত্রের শান্তির আড়রণে আবৃত ফ্যাশিষ্ট তোষণ-নীতির সঙ্গে তার যে বৃহৎ পার্থক্য তাও দৃষ্টিগোচর হবে। আদর্শবাদী ট্রট্স্কীপন্থীদের বাদ দিয়েও দেখা যায় যে, উইখাম স্টীড্, আঁদ্রে জিদ্, ওয়াল্টার সিট্রিন্ প্রমুখ বহু লেখক সোভিয়েট রুশিয়া কর্ত্তৃক অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নীতি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে তীব্র সন্দিগ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ক্রিভিট্স্কি (W. G. Krivitsky) নামক একজন মেকী ধনিকগোষ্ঠীর বেতনভোগী বেনামী (ক্রিভিট্স্কি লালফৌজের ভূতপূর্ব্ব জেনারেল বোলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর স্বরূপ ধরা পড়েছে এবং জানা গিয়েছে তিনি কোনো কালেই লালফৌজের জেনারেল ছিলেন না) লেখক ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চান এবং এই যুদ্ধ

এড়ানোর মুখ্য উদ্দেশ্য হোচ্ছে হিটলারের তুষ্টি সাধন করা। যুদ্ধ না ঘটতে দেওয়াই অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরোধই সোভিয়েট রুশিয়ার বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এ-কথা একশ' বার সত্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ কি? শান্তি সোভিয়েট রুশিয়ার আন্তরিক কাম্য, কিন্তু সেই শান্তির রূপ কি এবং সংজ্ঞাই বা কি? সোভিয়েট রুশিয়ার এই যুদ্ধবিরোধী পররাষ্ট্র-নীতির পরিণতি কোথায়? মোটামুটি এই প্রশ্নগুলির জবাব এর মধ্যে দেবার চেষ্টা করেছি।

মহাযুদ্ধের অবসানের পর রুশ-বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীকে নূতন চেতনায়, নূতন আশায় অনুপ্রাণিত করে। ইতালিয়ান সোশ্যালিষ্টদের ছিল তখন প্রবল প্রতিপত্তি, নির্ব্বাচনেও তাদের অপ্রত্যাশিত সাফল্য হয়েছিল। কারখানা ও বড় বড় জমিদারীগুলি প্রায় সব শ্রমিক-সঙ্ঘের আয়ত্তে আসে। কিন্তু জার্ম্মানির মতো ইতালিয়ান সোশ্যালিষ্টরাও বিপ্লবের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, রাষ্ট্র-শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সুবিধা পেয়েও তাই তার অধিকার তাদের হস্তচ্যুত হোলো। এই সুযোগ হারাবার পর আরম্ভ হোলো শত্রুপক্ষ ফ্যাশিষ্টদের অভিযান। দুর্ব্বল শাসকগোষ্ঠী ও ধনিকদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি লাভ কোরে বিভিন্ন কেন্দ্রে নানা নেতার কর্ত্তৃত্বে ফ্যাশিষ্ট-মণ্ডলীগুলি সোশ্যালিষ্টদের উপর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন আরম্ভ করল। দেশবাসী মুসোলিনীকে ফ্যাশিষ্ট প্রভু হিসাবে অভিনন্দন জানাল। ১৯২২-এর অক্টোবরে চতুর্দ্দিক থেকে ফ্যাশিষ্ট দলবল রোম রাজধানীতে জমা হোলো। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ইতালির রাজা মুসোলিনীকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করলেন এবং ফ্যাশিষ্টদের হাতে শাসনভার আসার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সাল থেকে ইতালির নবযুগ আরম্ভ হোলো। ওদিকে হিটলার মুসোলিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে

লুডেনডর্ফের নির্দ্দেশানুযায়ী রূঢ় আক্রমণের সময় বার্লিনে নাৎসী অভিযানের আয়োজন করলেন, কিন্তু মিউনিক থেকে কয়েক মাইল দূরে তাঁরা আটকা পড়লেন। ডজ্ প্ল্যান দ্বারা জার্ম্মান রিপাব্লিকের অবস্থা একটু ভাল হবার পর নাৎসীদের প্রভাব একটু কমল, কিন্তু পরেই আর্থিক সঙ্কটের ফলে নাৎসীদের প্রভাব আবার বাড়ল। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরের নির্ব্বাচনে হিটলারের নাৎসীপার্টি রাইখস্ট্যাকে ১০৭টি স্থান দখল করে। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ একে একে ফন প্যাপেন ও শ্লাইশারকে রাইখওয়েরের ভার দিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হোলো না, তাই ১৯৩৩-এর ৩০শে জানুয়ারী হিটলারকেই চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করতে হোলো। হিটলারের প্রধান উদ্দেশ্য তখন হোলো জার্ম্মানিকে 'Nazify' করা অর্থাৎ জার্ম্মানির প্রতি অঞ্চলে এক এক জন নাৎসী নেতার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করল ১৯৩৩-এর সাধারণ নির্ব্বাচনের ঠিক আগে জার্ম্মান ব্যবস্থাসভা রাইখস্ট্যাক হঠাৎ ভস্মীভূত হয়ে। চারিদিকে রব উঠল যে রাইখস্ট্যাক ভস্মীভূত হওয়ার মূলে রয়েছে সাম্যবাদী চক্রান্ত। এই মিথ্যা অপবাদের আশ্রয় নিয়ে নাৎসী দল লক্ষ লক্ষ ভোট সংগ্রহ কোরে নূতন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য লাভে সক্ষম হোলো। রাইখস্ট্যাক ধ্বংস ইতিহাসে ইংল্যাণ্ডের ১৯২৪-এর নির্ব্বাচনে জিনোভিয়েভের জাল চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বৃটিশ বৈদেশিক অফিসের দপ্তর থেকে একখানি চিঠি আবিষ্কৃত হয় এবং দেশব্যাপী সংবাদপত্রের মারফত প্রচারিত হয় যে বলশেভিষ্ট নেতা জিনোভিয়েভ ইংল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্টদের বিপ্লবের উস্কানি দিচ্ছেন। ফলে শ্রমিক দলের পরাজয় ঘটে, ম্যাকডোনাল্ড পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, লিবারেল সমর্থকরা রক্ষণশীল দলের শিবিরে লালজুজুর আতঙ্কে লেজ গুটিয়ে পলায়ন

করেন এবং বল্ডুইন পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদ ফিরে পান। বিদেশী গণমতের চাপে লাইপজিগে রাইখস্ট্যাক ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য বিচার হয়। সেই সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী রোমাঁ রোলাঁ জার্ম্মানদের কাছে ডিমিট্রফ ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির জন্যে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করেন।

তেজস্বী ডিমিট্রফের নেতৃত্বে আদালতে অভিযুক্ত সাম্যবাদীরা সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলে যে, সাম্যবাদীরা বিপ্লবী হোলেও রাইখস্ট্যাক ধ্বংসের মতো ছেলেমানুষী কাজ কোরে নিজেদের মূর্খ বোলে পরিচয় দিতে তারা নারাজ এবং এই ধরণের নাটকীয় সন্ত্রাসবাদকে তারা কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয় না। শেষপর্য্যন্ত রাইখস্ট্যাকের অগ্নিকাণ্ডটা নাৎসী দলেরই গোপন ষড়যন্ত্র বোলে চারিদিকে রটে' গেল, কিন্তু ততদিন হিটলারাইটদের দুরভিসন্ধি সার্থক হয়েছে। সাম্যবাদীদল বে-আইনী ঘোষিত হোলো, সাম্যবাদী নেতা থাইলম্যানকে আক্রোশে হিটলারী গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে বন্দী করলেন। জার্ম্মানির প্রত্যেক অঞ্চলে এক এক জন নাৎসী প্রতিনিধির পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হোলো।

ইতালিতে ফ্যাশিজম প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে বিশিষ্ট মতবাদ সেখানে দেখা দিল তার স্বরূপ সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধাচরণ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উদারনীতি বর্জ্জন ও ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থসংরক্ষণ। জাতির সমষ্টি-স্বার্থের কাছে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হবে। এর থেকে এল সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রের কল্পনা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন স্বীকার কোরে নেওয়াঁর আদেশ। জাতিপ্রীতি হোচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং জাতিবাদের স্ফুরণ সাম্রাজ্যবাদে, অর্থাৎ প্রসার হোচ্ছে প্রকৃত জীবনীশক্তি। জার্ম্মান ফ্যাশিজম সাম্যবাদীদের উচ্ছেদসাধন করার পর সোশ্যাল

ডিমোক্রাটদের অকর্ম্মণ্যতার স্থযোগ নিয়ে তাদের আয়ত্ত বিশাল শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, মার্ক্সের মতবাদ নির্ম্মমভাবে দমন কোরে, সশস্ত্রদলের সাহায্যে শাসন ব্যবস্থায় পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব কায়েম কোরে, গোয়েবেলস্ প্রমুখ নাৎসীদের সাহায্যে দেশব্যাপী প্রপাগ্যাণ্ডার দ্বারা জনগণকে প্রতারিত কোরে, উদ্ধত বৈদেশিক নীতি অবলম্বন কোরে, প্রসারের মধ্য দিয়ে আর্থিক তুরবস্থা দূর কোরে, ধনিকবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে।

সোশ্যালিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তার স্থযোগ নিয়ে, তাদের উপর নির্ম্মম নির্য্যাতন কোরে, সাম্যবাদীদের মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত কোরে যে জার্ম্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাশিজমের জন্ম হোলো তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন দিন ফরাসী ও বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠীর ফ্যাশিষ্ট প্রিয়চিকীর্ষার জন্যে অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে গেল। ফ্যাশিষ্টদের এই স্বৈরাচার, আক্রমণ ও প্রসারের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম কোরে এসেছে শুধু সোভিয়েট রুশিয়া। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার এই শান্তিমূলক বৈদেশিক নীতির সঙ্গে ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণ ও প্রসার-নীতির এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শান্তিবাদী ফ্যাশিষ্ট তোষণ-নীতির তুলনামূলক আলোচনা করার পূর্ব্বে কয়েকটি সাধারণ অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বল্প কথায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টে ষ্ট্যালিনের যে নির্দ্দিষ্ট পদ তার সঙ্গে ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটর হিটলার ও মুসোলিনীর কোনো তুলনা হয় না এবং জার্ম্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটরদের সমান আসনে ষ্ট্যালিনকে বিচার করা শুধু অর্থহীন নয়, অজ্ঞতার পরিচায়ক। অবশ্য পদের দিক দিয়ে কোনো বুদ্ধিমান সমালোচক তুলনা না করলেও, আঁদ্রে জিদ প্রমুখ লেখকরা সোভিয়েট রুশিয়ায়

ষ্ট্যালিনের 'deification'-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সোভিয়েট রুশিয়ায় জনগণের ষ্ট্যালিন-প্রশস্তি য়ুরোপবাসীর চোখে একটু অদ্ভুত ঠেকা স্বাভাবিক এবং সেই গণ-প্রশস্তিকে বিকৃত কোরে ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রের শঙ্কিত গণ-বিকারের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে দেখাও তাঁদের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে সোভিয়েট রুশিয়ার এই ষ্ট্যালিন-প্রশস্তি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। ষ্ট্যালিন-এর সুখ্যাতি তাঁর সোশ্যালিজমের প্রতিনিধিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আঁদ্রে জিদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে লিয়ন ফয়েৎভাঙ্গারই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন।*

আঁদ্রে জিদ প্রমুখ লেখকদের আর একটি মুখ্য অভিযোগ হোচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'regimentation of souls'-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সব সমালোচকরা ভুলে যান যে সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর সোভিয়েট ইউনিয়নে যে নূতন সংস্কৃতির যুগোদয় হয়েছে, সেখানে সকলেই তাকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টায় নিযুক্ত। প্রাথমিক অবস্থাকে পরিণত অবস্থার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা মূর্খতা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সোভিয়েট রুশিয়ায় আজ গঠনের পথে, পূর্ণ গঠিত নয়। আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার খর্ব্বতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ

* লিয়ন ফয়েৎভাঙ্গার (Lion Feuchtwagner) বলেছেন:

This esteem of Stalin is not an artificial thing; it has grown together with the results of the building of Socialism: The people are grateful to Stalin for the bread and meat, for the order and education and for the defence of all this by the creation of an army. The people say 'Stalin', and mean by it their greater well being, the growing education. The people say 'We love Stalin', and this is a natural human expression of their adherence to Socialism and its regime—(Reprinted from "Pravda" in "World Review", March, 1937).

তার শূন্যগর্ভতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে রয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যক্তি-সাপেক্ষ নয়—সমষ্টি-সাপেক্ষ। তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সমষ্টি-স্বাধীনতার মধ্যে এবং সমষ্টি-স্বাধীনতা ও সামাজতন্ত্রবাদ অভিন্ন, সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমি। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, বুর্জ্জোয়া সমাজের যে স্বাধীনতা সে হোচ্ছে দাসত্বেরই ছদ্মবেশ। সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি ও যোগসূত্র ছিন্ন কোরে যে স্বাধীনতা ব্যক্তির অবাধ ও অনিরুদ্ধ মুক্তির মধ্যে আশ্রয় খোঁজে তার প্রকৃত রূপ হোচ্ছে পরিপূর্ণ দাসত্ব ও মানুষিক অবনতি।

ষ্ট্যালিন সেইজন্যই মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌কে বলেছিলেন (২৩শে জুলাই, ১৯৩৪)—সমষ্টি ও ব্যক্তির স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী নয়, পরস্পরাপেক্ষিক। এ-দুটির মিলন ঘটবেই। একমাত্র সোশ্যালিষ্ট সমাজেই ব্যক্তি-স্বার্থের সিদ্ধি সম্ভব এবং একমাত্র সোশ্যালিষ্ট সমাজই ব্যক্তি-স্বাধীনতার আশ্রয়দাতা। সোভিয়েট রুশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, কারণ সেখানে সোশ্যালিজমের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্ফুরণ রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানসম্মত।

তারপর সোভিয়েট রুশিয়ার শান্তি-মূলক বৈদেশিক নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বাকি অভিযোগগুলির মোটামুটি উত্তর পাওয়া যাবে। ১৯২২ সালে জেনোয়া নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত চিচারিন বলেছিলেন, 'পৃথিবীর শান্তি ও আর্থিক শৃঙ্খলার জন্যে ততদিন কোনো চেষ্টাই সার্থক হবে না, যতদিন পর্য্যন্ত য়ুরোপের মাথার উপর ডেমোক্লিসের তরবারির মতো সমরাতঙ্ক ঝুলতে থাকবে। সোভিয়েটের তরফ থেকে আমি সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করছি এবং এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হোচ্ছে সকলের সামরিক বোঝা কমান।' এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদের সৃষ্টি

হয়, বিশেষ কোরে ফ্রান্সের দিক থেকে। ১৯২৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নৌশক্তির সীমা নির্ণয়ের বৈঠকে সোভিয়েট রুশিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের দিক থেকে অনুরূপ সর্ত্তে নৌশক্তি কমাবার প্রস্তাব করে, কিন্তু কিছুই ফল হয় না। ১৯২৮ সালে সকল রাষ্ট্রের পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্যে লিটভিনফ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে ফেব্রুয়ারী মাসে এক প্ল্যান দাখিল করেন। মার্চ্চ মাসে তাকে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৩৫ সালে জার্ম্মানি যখন ভের্সাই চুক্তির সামরিক সর্ত্তগুলি অগ্রাহ্য করল, লিটভিনফ তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অতিরিক্ত অধিবেশনে (১৭ই এপ্রিল) বলেছিলেন: অস্ত্রশক্তির সাম্য সমর্থন করলেও আমরা চাই যে এই শক্তি শুধু রক্ষার্থে ব্যবহৃত হোক। বর্ত্তমান সীমান্ত ও বিপন্ন রাষ্ট্রগুলির রক্ষার জন্যে সেই শক্তি নিয়োগ করা হোক। ১৯৩৫-এর মে মাসে সোভিয়েট রুশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে আক্রমণের সময় পারস্পরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিতে একটি চুক্তি করে। অনুরূপ চুক্তির জন্যে অন্যান্য রাষ্ট্রকেও আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু কোনোদিক থেকেই সাড়া পাওয়া যায় নি। ১৯৩৫-এর অক্টোবরে ইতালি কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের সময় সোভিয়েট প্রতিনিধি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইতালির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগের জন্যে তাগিদ দেন। ১৯৩৬-এর ১লা জুলাই লিটভিনফ বলেন: 'ইতালো-আবিসিনিয়ান্ সঙ্ঘর্ষের আলোচনার সময় বরাবর আমার গবর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রকার দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছে যদি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত নিরাপত্তার দাবির পাশে দাঁড়ায় সেই সর্ত্তে।' ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য স্থাপন করা স্থির করলেন, তখন লিটভিনফ লণ্ডনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলে (১৭ই মার্চ্চ) বলেছিলেন: 'সম্মিলিত প্রচেষ্টা ভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলাভঙ্গ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এই

চেষ্টা বলতে আমরা আক্রমণকারীদের কাছে সম্মিলিতি বশ্যতা স্বীকার, আক্রমণকারীকে সম্মিলিত অনুপ্রেরণা দান বা এমন কোনো সম্মিলিত চুক্তি বুঝি না যা' যে কোনো উপায়ে আক্রমণকারীকে তার ফ্যাশিষ্ট লুণ্ঠনে উৎসাহিত করবে এবং তার কার্য্যসিদ্ধির পথ সুগম করবে। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্ম্মান-ইতালিয়ান-ফ্রাঙ্কো আক্রমণ আরম্ভ হোলে রুশিয়া অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অমান্য সম্বন্ধে বারবার প্রতিবাদ করার পর অক্টোবর মাসে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করে যে অনাক্রমণ চুক্তির সর্ত্ত মেনে চলতে রুশিয়া রাজী নয় এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরা যখন এ চুক্তি অগ্রাহ্য করছে, তখন তাদেরও আর কোনো দায়িত্ব নেই। তারপর রুশিয়া স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবের আগাগোড়া নিঅঁ চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা যতরকমে সম্ভবপর গণতন্ত্রী স্পেনকে সাহায্য করেছে এবং বিদ্রোহীদের বৈদেশিক সাহায্য লাভে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। ১৯৩৭-এর ২১শে আগষ্ট চীন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে একটি নূতন অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্পেন ও চীনের সাহায্যের জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে (২১শে সেপ্টেম্বর) লিটভিনফ আক্রমণকারীদের 'সমবেত হুম্‌কি' দেবার জন্যে এবং 'সমবেত শান্তি রক্ষার'' জন্যে আবেদন করেন। ১৯৩৮-এর মার্চ্চে জার্ম্মানি অষ্ট্রিয়া দখল করবার পর লিটভিনফ বৈদেশিক সংবাদদাতাদের নিকট বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন: 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের কভেনাণ্ট অনুসারে সোভিয়েট রুশিয়ার যে দায়িত্ব সে সম্বন্ধে আমরা সব সময়ই সচেতন। ব্রিয়াঁ-কেলগ্‌ চুক্তি ও অন্যান্য যে সব চুক্তি সোভিয়েট রুশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে করেছে, তারজন্য সম্মিলিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোতে সোভিয়েট রুশিয়া কোনোদিনই পশ্চাৎপদ নয়। ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ ও আক্রমণাতঙ্ক

থেকে রক্ষার জন্যে সম্মিলিতভাবে সমস্ত রকম দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে রুশিয়া প্রস্তুত। কোনো কার্য্যকরী উপায় স্থির করার জন্যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘেই হোক্ বা তার বাইরে যে কোনো জায়গাতে হোক, সকলের সঙ্গে আলোচনা করতে আমাদের কোনো দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি নেই।' কিন্তু ২৪শে মার্চ্চ মিঃ চেম্বারলেন সোভিয়েটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মানি যখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে হুমকী দিচ্ছিল তখন লিটভিনফ বলেছিলেন: 'আমরা জেনীভা ছাড়বার কয়েকদিন আগে যখন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানতে চান তখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে আমি তাঁদের বিনা বাক্‌ছলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই যে, চুক্তি অনুযায়ী আমরা সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি ফ্রান্সের সঙ্গে একত্রে। আমাদের সামরিক বিভাগ ফরাসী ও চেক সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো কার্য্যকরী উপায় স্থির করার জন্যে বৈঠকে যোগ দিতেও রাজী আছে।' ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে জার্ম্মানি যখন পুনরায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে তখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির একটি বৈঠক আহ্বান করে। ২১শে মার্চ্চ সোভিয়েট সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়: '১৮ই মার্চ্চ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুমানিয়ার উপর আক্রমণের আশঙ্কা কোরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মতামত জানতে চান। এর উত্তরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, তুর্কী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি মিলিত বৈঠকের প্রস্তাব করেন।' এই বৈঠকের প্রস্তাবকে 'premature' বোলে মিঃ চেম্বারলেন প্রত্যাখ্যান করেন।

সাম্যরাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়াকে শুধু যে এই ভাবে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সামলাতে হয়েছে তা নয়, সোভিয়েট ও

জাপানের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে জাপানী রাজনীতিকদেরই হিসাব মতো গত কয়েক বছরের মধ্যে যে প্রায় তিন হাজার বার সংঘর্ষ হয়েছে তাও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। এই সংঘর্ষেরও কারণ ঐ একই—সোভিয়েট ও জাপানের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের বৈষম্য। কতবার জাপান সীমান্তের নদীতে মাছ ধরবার অধিকার নিয়ে দ্বীপ দখল করেছে, সোভিয়েট গানবোট নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। আমুর নদীর সংঘর্ষের সময় মাঞ্চুরিয়ার 'চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে' জাপ-শাসিত মাঞ্চুকুওর কাছে বিক্রী কোরে সোভিয়েট সংঘর্ষের তীব্রতা কমিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীর তীর্থভূমি এশিয়া, তাতে জাপান আবার সেই মন্ত্রে নবদীক্ষিত। সুতরাং রুশে-জাপানে বিরোধ অনিবার্য্য এবং সেই বিরোধ যে ক্রমেই তীব্রতর হবে তা সোভিয়েট জানে। এই সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠবার সম্ভাবনা প্রথমত সোভিয়েট প্রভাবান্বিত বহির্মঙ্গোলিয়া ও জাপানী মধ্যমঙ্গোলীয়ার সীমানায়; দ্বিতীয়ত মাঞ্চুকু-কোরিয়া ও সাইবেরিয়ার সীমান্তে। তিন বৎসর আগে ১৯৩৬ সালে (১লা মার্চ্চ) আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক রয় হাওয়ার্ডকে ষ্ট্যালিন বলেছিলেন যে, দুটি কোণ থেকে মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে আসতে পারে—একটি পশ্চিম দিক জার্ম্মানি থেকে, আর একটি পূর্ব্বদিক জাপান থেকে। তিন বছর পরে ষ্ট্যালিনের কথা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। কিন্তু তবু এতো একনিষ্ঠভাবে যুদ্ধবিরোধের ও যুদ্ধ পিছিয়ে দেওয়ার সার্থকতা কি? সোভিয়েট জানে যে জাপান-জার্ম্মানি-ইতালি একত্রে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোরে কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। একজনকে যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা নিরাপদ নয়। Athos-এর বিরুদ্ধে তরবারি ধরলে, Porthos ও Aramis-ও তার পাশে এসে দাঁড়াবে এবং সেই যুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হবে।

সোভিয়েটের শান্তি-নীতি

সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রু শুধু বাইরে নয়, ঘরেও শত্রু এবং ঘরের শত্রুই সবচেয়ে বিপজ্জনক। দেশের বাইরে ফ্যাশিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মিলিত অভিযান, অভ্যন্তরে সোভিয়েট ধ্বংসের সুগভীর ষড়যন্ত্র। সাইবেরিয়ার প্রান্তেই এই ষড়যন্ত্রের একটা বৃহৎ কেন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর সেনাপতি টুকাচেভ্স্কির সঙ্গে বাধ্য হয়ে আরও কয়েকজন সাইবেরীয় সোভিয়েটবাহিনীর সেনাপতিকে বলি দিতে হোলো। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ্, মুরালভ্, সকলনিকভ, রাডেক্, স্মির্নভ্ প্রভৃতি বহু শীর্ষস্থানীয় সাম্যবাদীদের দেখা গেল যে তাঁরা খোলস্ ছেড়ে ফেলে সোভিয়েট ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন। ট্রট্স্কির মতো ভাবপ্রবণ উগ্র সাম্যবাদীদের মধ্যে লেনিনের ভাষায় যে "infantile malady"-র লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় ষ্ট্যালিন তাতে আক্রান্ত নন। তাই নির্ম্মমভাবে সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীকে সরিয়ে দিয়ে পোলিট্‌বুরোকে নূতন কোরে গড়তে হয়েছে। তাই বিপ্লবে জয়ী হবার পর স্থির, ধীরভাবে, সুচিন্তিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের শিল্পোন্নতির দিকে নজর দিতে হয়েছে, সমরসম্ভার বাড়াতে হয়েছে। ট্রট্স্কিপন্থীরা একে 'national narrowness,' 'bureaucratic centralism' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছেন; কিন্তু ষ্ট্যালিনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাতে কর্ণপাত করেনি। তাই আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতিকে পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়েছে যুদ্ধ বিরোধের পথে। ট্রট্স্কি ও তাঁর সমর্থকদের 'চিরন্তন বিপ্লব' ও তাঁর আদর্শবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিন বলেছিলেন:

একটি দেশে বুর্জ্জোয়াদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রোলিটারিয়েটের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সোশ্যালিজমের পূর্ণবিজয় সম্ভবপর নয়। বিজয়ী দেশের প্রোলিটারিয়েট্ শক্তি

লাভের পর ও কৃষকদের দলভুক্ত করার পর, সোশ্যালিজমকে গড়ে' তুলতে হবে। কিন্তু তা হোলেই কি সোশ্যালিজমের পূর্ণজয় হোলো? এক দেশের শক্তির সাহায্যে কি সোশ্যালিজমের পূর্ণ জয় সম্ভব? ষ্ট্যালিন এর উত্তরে বলেছিলেন:

এক দেশের শক্তির সাহায্যে সোশ্যালিজমের পূর্ণজয় সম্ভব নয়। তারজন্য প্রয়োজন বহু দেশে বিপ্লবের সাফল্য। সেইজন্য বিজয়ী বিপ্লবের কর্ত্তব্য হবে অন্য দেশের বিপ্লবকে সাহায্য করা এবং অন্য দেশের প্রোলিটারিয়েটকে বিপ্লবের পথে উৎসাহিত করা ও এগিয়ে দেওয়া। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুধু যে দ্রুত নিজের আর্থিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করছে তা নয়, নিজের লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী কোরে গঠন করছে এবং যুদ্ধ-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের পথ সুগম করছে।

এইবার আশা করি সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ-বিরোধী নীতির উদ্দেশ্য অনেকখানি পরিষ্কার হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্য বুঝবার পর মেকী লেখকদের ভিত্তিহীন দৃষ্টান্তের মাপকাঠি দিয়ে সোভিয়েটের এই শান্তি-নীতিকে কেউ ফ্যাশিষ্ট তোষণনীতি বলতে রাজী হবেন না। আরও সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর একষষ্ঠ অংশে আজ সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সোভিয়েট রুশিয়া জানে যে সেই কারণেই সে সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চক্ষুশূল। আজ সেইজন্যই সকলে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাশিষ্টদের কাছে সোভিয়েট আজ কাফের। মহাযুদ্ধকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন এইজন্য যে পৃথিবীব্যাপী সংহারলীলায় শুধু যে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি হবে তা নয়, মানব-সভ্যতা ও মানব-

সংস্কৃতিও বিপন্ন হবে। সেইজন্য যুদ্ধকে প্রতিরুদ্ধ রেখে পৃথিবী-ব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই হোচ্ছে সোভিয়েটের উদ্দেশ্য ; কারণ তা হোলে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং অতিরিক্ত মূল্য না দিয়েই সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ণ বিজয় হবে। যতই আসন্ন মহাযুদ্ধকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে ততই, সোভিয়েট জানে, সাম্যবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হবে, ফ্যাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা বাড়বে এবং ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের আরও শক্তি ক্ষয় হবে। এই যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যেটুকু ফুরসৎ পাওয়া যাবে তার মধ্যে সাম্রাজ্য-বিরোধী প্রগতিপন্থী জনগণ সুসংহত হবার অবকাশ পাবে এবং ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা তাদের বুঝান সম্ভব হবে। আর ইত্যবসরে সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্দ্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্র শক্তিশালী হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদের মরণ কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যথোপযুক্ত সমর-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, এবং তাহোলে সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লবের সার্থকতা শীঘ্রই সম্ভব হবে। এই হোলো সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ-বিরোধী পররাষ্ট্র-নীতির যথার্থ তাৎপর্য্য এবং এই হোলো সমাজতান্ত্রিক শান্তি-নীতির রূপ ও সংজ্ঞা। *

* লণ্ডনের 'Daily Worker' পত্রিকার বিশেষ সোভিয়েট-সংখ্যা থেকে সোভিয়েট শান্তি-নীতির ঐতিহাসিক তথ্যগুলি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। যাবতীয় প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শান্তিরক্ষার জন্যে এবং ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত মোহড়া গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও তার কোনোদিন শিথিল হয়নি। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত চেম্বারলেন-নীতি-পরিচালিত অদূরদর্শী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ও উপদেশ ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং তাকে অভদ্র ভাবে অপমান করতেও দ্বিধা করেনি। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়েই নিজের আদর্শ নিরপেক্ষতা ও শান্তিরক্ষার

সোভিয়েট মধ্য-এসিয়া

যে-পথে বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, নির্ম্মম জেংগিস্ খাঁ ও তৈমুরের পায়ের দাগ ও ঘোড়ার রক্তাক্ত ক্ষুরের চিহ্নের কথা মনে পড়ে, যে-পথ কোনো আধুনিক কবির ভাষায়—

"যুগযুগান্তর ধ'রে দুর্ব্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্ম্মম পায়ে মাড়ান।
যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।
যে পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্ব্বার তাতারবাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত ;
করোটি-কঠিন যে পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।—"

জন্যে অবশেষে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানির অনুরোধে নাৎসীদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য হয়। য়ুরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী পুনরায় নাৎসীবাদ-সাম্যবাদের মিতালী সম্পর্কে কাল্পনিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে সস্তা, অমাজ্জিত বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করেন। অস্তমান সাম্রাজ্যবাদের পরিচালকদের মস্তিষ্ক যে কতোখানি শূন্য ও ফাঁপা হোতে পারে তার প্রমাণ আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের ঘোষণা পর্য্যন্ত যথেষ্ট পেয়েছি। সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর ষ্ট্যালিন্ ও লিটভিনফ পুনরায় তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন। "মৃত" লিটভিনফের জীবিত কণ্ঠস্বর আবার শুনা গিয়েছে। হিটলারের 'পরম বন্ধু' ষ্ট্যালিন্ ফ্যাশিষ্টদের আবার বলেছেন 'felons' ও 'cannibals'। ইতিহাস প্রমাণ করেছে আজ যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আদর্শ স্থির, অচঞ্চল, উদ্দেশ্য তার শান্তি ও ফ্যাশিজমের ধ্বংস। আজ সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির নির্ব্বুদ্ধিতা ও শূন্যগর্ভতা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি বর্দ্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্রবাদের সবল শান্তি ও কল্যাণের আদর্শ যুগ-প্রস্তরে খোদিত।

সোভিয়েট মধ্য-এসিয়া

—যুগ যুগ ধ'রে যে-পথের উপর দিয়ে অসংখ্য দস্যু ও বীর প্রলুব্ধ হয়ে গিয়েছে সমরকন্দ ও বোখারার অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ উপভোগের জন্যে, যে-পথের চারিপাশে লাদকের কস্তুরীর গন্ধ, আপেল আর আঙুরের ক্ষেত, "ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ" যে-পথের আশে পাশে আমীর বাদ্‌শাহের হারেম—সেই পথ আর—

বিচিত্র রঙে রঞ্জিত মস্‌জিদের আলোকিত চূড়া, মোল্লাদের শিরস্ত্রাণ, কোরানের একটানা আবৃত্তি, "শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায় ছায়ায় সঙ্কীর্ণ সর্পিল" পথে বোর্‌খাবৃত মেয়েদের প্রাণহীন চলাফেরায় গুঞ্জরিত বোখারা, সমরকন্দ

—সব মিলে প্রাচ্যের একটা কাল্পনিক বিলাস-রঙিন ছবি, যেন একটা মোহাবিষ্ট অতীতের স্বপ্নের ঝিলিক-দেওয়া মিছিল—হিন্দু-কুশ পর্ব্বত ডিঙিয়ে, পামিরের তুষার-পৃষ্ঠের পাশে, তুশাম্বের কলধ্বনি মুখরিত আমাদের এই এসিয়ার মধ্যস্থল।

আজ এই ছবি শুধু বিলীয়মান নয়, একেবারে বিলুপ্ত।

মধ্য এসিয়ার এই যুগান্তরের কাহিনী ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের অজ্ঞতা, সংস্কার-সংকীর্ণতা, ধর্ম্মভীরুতা, বিজ্ঞান-বিমুখতা, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ও সাম্রাজ্যবাদ-অধীনতা দেখে অনেক সুধী ব্যক্তিও হতাশ হয়ে যান এবং সমাজতন্ত্রের সাম্য ও সৌসাদৃশ্যের কথা উঠলে বা নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হোলে তাঁরা কঠিন ভাষায় জবাব দেন যে ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর কোনো রকম সমাজগঠন সম্ভব নয়। যে-দেশের লোক এমন ধর্ম্মান্ধ, নিরক্ষরতা যাদের বৈশিষ্ট্য, তথাকথিত "ভারতীয় সংস্কৃতি" যাদের বিজ্ঞান-বিরোধী, কৃষি-প্রধান সেই ভারতের গ্রাম্য-সভ্যতাকে এতো অল্প

সময়ে ডিঙিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা নিছক কল্পনা-বিলাস ভিন্ন কিছুই নয়। এ-যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি প্রয়োগ করা অর্থহীন এবং কোনো যুক্তিই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের চাইতে বেশী কার্য্যকরী নয়। এখানে সেই দৃষ্টান্তস্বরূপ জারের আমলের রুশিয়া এবং তার উপনিবেশ প্রাকবৈপ্লবিক যুগের মধ্য এসিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জারের রাজত্বকালীন রুশিয়ার অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, ধর্ম্মান্ধতা, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্যের স্বল্প-বিকাশ, শ্ল্যাভ্ ও ইহুদীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ক্রমোন্নতির কাহিনী নিশ্চয়ই আরব্য উপন্যাস নয়। সেই বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সংগঠনে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে ক্রমোন্নতি হয়েছে তার সঙ্গে সমরোত্তরকালে প্রায় ঐ একই সময়ের মধ্যে শিক্ষায়, বাণিজ্যে স্বাস্থ্যে ও সংগঠনে ভারতবর্ষের ক্রমাবনতির তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে সমাজতান্ত্রিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির পার্থক্য আকাশ-মাটি কি না। আর মধ্য এসিয়ার দৃষ্টান্ত দিলে আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বরূপ।

মধ্য এসিয়ার শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সংস্কার, আচার ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতবর্ষকে রীতিমত সভ্য দেশ বলা যেতে পারে। মধ্য এসিয়ার সামাজিক পিরামিডের চূড়ায় আমীর প্রধান, শাসক প্রধান, মোল্লা সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশক্তিমান। তারপর তাঁরই উপগ্রহ কাজী ও মোল্লার দল, সব সময়ই আমীরের তর্জ্জনীর দিকে চেয়ে আছেন। তারপর রাজভক্ত 'বে' অথবা খুদে জমিদার-গোষ্ঠী যেমন রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল তেমনি নির্য্যাতন-

প্রিয় ও নির্ম্মম। তারপর মাত্র হাজার দশেক শ্রমিক—ভিস্তি, মুচি, দরজি, কামার ইত্যাদি। শিল্প-শ্রমিক বোলে মধ্য এসিয়ায় পূর্ব্বে কিছু ছিল না এবং এই সময়ে নির্জীব একমুঠো শ্রমিকের জন্যে আমীর বা তাঁর ভক্তমণ্ডলী একটুও বিচলিত হোতেন না, সামান্য টুঁ শব্দকেও একেবারে টুটি টিপে নীরব কোরে দিতেন। তারপর এই কঠিন পিরামিডের পাদদেশে অভুক্ত, অর্দ্ধমৃত, অশিক্ষিত, ধীর শান্ত বাধ্য, ভীত বিশাল কৃষকশ্রেণী, আল্লার নামে ভয়ে যাদের হাঁটু কুঁকড়ে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, রাজদ্রোহকে যারা আল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বোলে মনে করে। মধ্যে মধ্যে স্বতোৎসারিত কৃষকবিদ্রোহ আল্লার নামে দমন করতে আমীরকে সেজন্য বেগ পেতে হয়নি। মধ্য এসিয়ার এই সামাজিক পিরামিডের তুলনায় ভারতবর্ষ সভ্য নয় কি ?

আজ অবশ্য এই পিরামিড ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। কাজী-মোল্লারা নিখোঁজ হয়েছেন এবং আমীর কাবুলে কারাকুলের ব্যবসা করছেন। রুষীয় জার হাড় পর্য্যন্ত শোষণ করবার পরেও আমীর মধ্য এসিয়ার কৃষকদের হাড়ের মজ্জা থেকে যে রত্ন ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করেছিলেন তা শুনে একজন ইংরেজ বণিক ইবলেছিলেন যে তাঁর আরব্য রাত্রির রূপকথার কথা মনে পড়ে। "চিচিং ফাঁক" বললেই আমীরের শাসকবর্গের সামনে বোখারা সমরকন্দের কৃষকেরা বুক ফাঁক কোরে দিত, তারপর চল্‌ত আকণ্ঠ শোষণ, কারণ আমীর আর তাঁর প্রিয়ভক্তেরা হারেমে পিয়ালা নিয়ে গুলবদনী সুন্দরীদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করবেন, না হয় ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে নিজের আমানতের কলেবর বৃদ্ধি করবেন, আর না হয় রুশিয়ার কোনো নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হবেন; অর্থাৎ জারকে মোটা উপঢৌকন দেবেন। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পোন্নতি ? তোবা ! তোবা ! আল্লা চাষাদের মঙ্গল করুন, ওসবে প্রয়োজন নেই, ম্লেচ্ছ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার।

সোভিয়েট সভ্যতা

এই প্রাচীন পিরামিড ভেঙে গিয়েছে রুষ বিপ্লবের প্রতিঘাতে। এই শোষণ ও শাসন বিলুপ্ত হয়েছে যুবক বোখারান্, তাজিক ও উজ্‌বেকদের অশ্রান্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। জারের সুখী পরিবারের উত্তরাধিকারী আমীরবংশ আজ মধ্য এসিয়া থেকে নির্ব্বাসিত। দুশাম্বের কলস্রোতে আজ নূতন তাজিকস্থানে, তুর্কমেনিস্থানে যৌথচাষে সোণা ফলছে অজস্র। মেয়েরা বোরখা ছেড়ে হয়েছে বিমানচালক, হারেম হয়েছে সাধারণের হাসপাতাল, মস্‌জিদের শ্যাওলাপড়া স্থানগুলোতে নূতন নূতন নগরের শ্রমিকদের বাসস্থান, বিরামাগার গড়ে' উঠছে। আমীর, মোল্লা, কাজী, "বে", মস্‌জিদ, হারেম আজ শুধু প্রাক্তন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের স্মৃতির সঙ্গে ফ্যাকাশে কালিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার পরিবর্ত্তে লাল অক্ষরে নূতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা হোচ্ছে সোভিয়েট যৌথ কৃষিসঙ্ঘ, কমিশার, কৃষক ডেপুটি, লাল ফৌজ ও কলকারখানার কলরব-মুখরিত কাহিনী। সে-কাহিনী কি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কাছে প্রিয় নয় ?

মধ্য এসিয়ার তিনটি রিপাব্‌লিকের নাম তাজিকস্থান, উজবেকিস্থান ও তুর্কমেনিস্থান। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সাতটি রিপাব্‌লিকের মধ্যে (এই যুদ্ধের পূর্ব্বে) এই তিনটিও গণ্য এবং সমানভাবে স্বাধীন। তুর্কমেনিস্থান আয়তনে প্রায় ১৭১,০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১২,৫০,০০০ হবে। উজ্‌বেকিস্থান আয়তনে প্রায় ৬৬,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। তাজিকস্থান আয়তনে প্রায় ৫৫,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। এ-ছাড়া আরও দুটি স্বাধীন রিপাব্‌লিক আছে—কারা কাল্‌পাক্ এবং কিরগিজ্ রিপাব্‌লিক। এই পাঁচটি সোভিয়েট রিপাব্‌লিক কাজাখস্থানের দক্ষিণে এবং ভারতবর্ষের সীমান্তের খুব কাছে।

সোভিয়েট মধ্য-এসিয়া

কাজাখ্স্থানের দক্ষিণে মধ্য এসিয়া। মধ্য এসিয়ার পাঁচটি স্বাধীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাম থেকেই বোঝা যায় কি কি জাত সেখানে বসবাস করে। যেমন উজ্বেক, তুর্কমেন্, তাজিক, কিরগিজ ও কারা-কাল্পাক্। এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং এর সীমান্তস্থিত স্থানগুলি হোচ্ছে পারস্য, আফ্গানিস্থান, পশ্চিম চীন। মধ্য এসিয়ার সীমান্ত থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে ভারতবর্ষের সীমান্ত আরম্ভ।

ভারতবর্ষ থেকে কয়েক মাইল দূরে তাজিকস্থান, আফগানিস্থানের পাশে। বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত রুশিয়ার জারতন্ত্র ও বোখারার আমীরের যুক্ত নিষ্পেষণে তাজিকদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। প্রাক্-বৈপ্লবিক রুষ সাম্রাজ্যবাদ ও আমীরের সামন্ত-ধর্ম্মতন্ত্রের সংযুক্ত কবলে পড়ে' তাজিকরা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি যে তারা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করবে। জারতন্ত্রের ধ্বংসের পর, অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের পর অন্তর্বিপ্লবের যে-স্রোত মধ্য এসিয়ায় প্রবাহিত হয়েছিল, যে-বহ্নি বোখারা সমরকন্দের পথে পথে ঘরে ঘরে জ্বলে' উঠেছিল তার উপশম হয় ১৯২৫ সালের শেষে। ১৯২৫ সালে তাজিকস্থান স্বাধীন রাষ্ট্র বোলে ঘোষিত হয়। এবং ১৯২৯ সালে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিকের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পূর্ব্বে জারতন্ত্রের আমলে তাজিকদের প্রত্যেক দু'শজনের একজন গড়ে কোনোরকমে লিখতে পড়তে পারত। (ভারতবর্ষে ১৯১১ সালের হিসাবে শতকরা ৬ জন লিখতে পড়তে পারত)। ১৯৩৩ সালে, অর্থাৎ মাত্র চার পাঁচ বছর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রায় শতকরা ৬০ জন তাজিক লিখতে পড়তে শেখে। (১৯৩১ সালের হিসাবে ভারতবর্ষে শতকরা ৮ জন লোক লিখতে পড়তে জানে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য এখানে লক্ষ্যণীয়।) ১৯৩৬ সালে তাজিকস্থানে প্রায় ৩০০০ স্কুল গড়ে' ওঠে, অর্থাৎ প্রত্যেক ৫০০০ জন লোকের জন্যে গড়ে একটি কোরে স্কুল। ১৯৩৯ সালে এই স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩২৮,০০০ হয়। ১৯২৪ সালে আবাদী ভূমি ছিল প্রায় ১,০০৫,০০০ একর। ১৯৩৬ সালে হয় ১,৬২৬,০০০ একর, প্রধান ফসল হোচ্ছে তূলা। অধিকাংশ তাজিক কৃষক যৌথ-কৃষিসংঘে যোগ দিয়েছে। তূলার চাষ আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে করা হয়। মাটির বুকে ট্রাক্টর চলে। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্যে ১৯২১ সালে তাজিকস্থানে প্রায় ৩০ লক্ষ রুবল্ খরচ করা হয়েছিল, ১৯৩০ সালে ১২০ লক্ষ রুবল, ১৯৩১ সালে ৬১০ লক্ষ রুবল অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক তাজিকের জন্যে ৫০ রুবল কোরে খরচের ব্যবস্থা করা হয়। (ভারতবর্ষে 'ইরিগেশনের' যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তাও মূলধনের উপর নির্ভর করে এবং তারজন্য শতকরা প্রায় ৭ টাকা কোরে সুদ আদায় করা হয়। ফলে গরীব কৃষকদের কাছে এ-ব্যবস্থা অভিশাপের মতোই দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে)।

বিপ্লবের পূর্ব্বে তাজিকস্থানে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল না। গত কয়েক বছরের মধ্যে নানারকম শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠেছে। ভার্জব্স্কে যে বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে সেখান থেকে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয়। ষ্ট্যালিনাবাদে কাপড়ের বড় বড় কারখানা চল্‌ছে এবং লেনিনাবাদে হয়েছে সিল্কের যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি কাপড়, খাদ্য ও সিমেন্টের যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্যে বড় বড় কারখানা-বাড়ী তৈরী হোচ্ছে। দু'টি ইটের কারখানা, দু'টি তেলের কারখানা, দশটি তূলা-পরিষ্কারের কারখানা এবং দশটি ছাপাখানা রীতিমতভাবে চালু করা হয়েছে। এ-ছাড়া আরও বহু নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠছে।

সোভিয়েট মধ্য-এসিয়া

বিপ্লবের পূর্ব্বে তাজিকস্থানে কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল না। গত কয়েক বছরের মধ্যে নানারকম শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠেছে। ভার্জব্স্কে বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। সেখান থেকে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয়। ষ্ট্যালিনাবাদে কাপড়ের বড় বড় কারখানা চল্‌ছে এবং লেনিনাবাদে হয়েছে সিল্কের যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি কাপড়, খাদ্য ও সিমেণ্টের যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্যে বড় বড় কারখানা-বাড়ী তৈরী হোচ্ছে। দু'টি ইঁটের কারখানা, দু'টি তেলের কারখানা, দশটি তূলা-পরিষ্কারের কারখানা এবং দশটি ছাপাখানা রীতিমতভাবে চালু করা হয়েছে। এ-ছাড়া আরও বহু নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠ্‌ছে।

আজকাল রাস্তা বলতে আমরা যা বুঝি তাজিকস্থানে তেমন কোনো রাস্তাও ছিল না। পঞ্চ-বার্ষিক প্ল্যানের পর তাজিকস্থানে এখন প্রায় ১২০ মাইল রেলপথ, ৭৫০০ মাইল হাটাপথ এবং ৩৭৫০ মাইল মজবুত মোটর পথ তৈরী হয়েছে। শুনলে অবাক হোতে হয় যে ১৯১৪ সালে তাজিকস্থানে মাত্র ১৩ জন ডাক্তার ছিল, চিকিৎসা চলত ঝাড়ফুক আর মন্ত্র পড়ে'। ১৯৩৯ সালে প্রায় ৪৪০ জন ডাক্তার তাজিকস্থানে চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েছেন। সেবাসদন বা হাসপাতাল বোলে তাজিকস্থানে কিছু ছিল না, ১৯৩৭ সালে প্রায় ২৪০টি সেবাসদন গড়ে' ওঠে। শিশু হাসপাতাল ১৯৩৭ সালে হয় প্রায় ৩৬টি। মোটামুটি এই হোলো তাজিকস্থানের ক্রমোন্নতির হিসাব।

মধ্য এসিয়ার বৃহত্তম রিপাবলিক্ হোচ্ছে উজ্‌বেকিস্থান। বিপ্লবের পূর্ব্বে শতকরা ৩ জন উজ্‌বেক্ লিখতে পড়তে জানত। ১৯৩২ সালে ৫৩১,০০০ ছাত্র হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১৩০,০০০ ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং প্রায় ৭১০,০০০ জন ছাত্র

নিরক্ষরতা ধ্বংসের প্রতিষ্ঠানে। যৌথ কৃষিপ্রথা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান এতো দ্রুত বেড়েছে যে ১৯১৩ সালে মোট উৎপাদনের আয় ছিল ২৬৯০ লক্ষ রুবল কিন্তু ১৯৩৬ সালে উৎপাদনের মূল্য হয় প্রায় ১১৭৫০ লক্ষ রুবল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৫১টি বস্ত্রের কল, তাছাড়া কয়লার খনি, তাশখন্দের কৃষি-যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা, সিমেণ্টের কারখানা, গন্ধকের খনি, অক্সিজেনের কারখানা, কাগজের কল, চামড়ার কল প্রভৃতি গড়ে' উঠেছে। উজ্‌বেকিস্থানের যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৮,০০০ ট্রাক্টর চলে। মেয়েরা বোর্‌খা পরে না, সমাজের প্রত্যেক বিভাগে তাদের সমান অধিকার। ১৯১৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ১২৮ থেকে ২,১৮৫ জন ডাক্তার বেড়েছে। পূর্ব্বে উজ্‌বেকদের অক্ষর (alphabet) বোলে কিছু ছিল না, এখন ল্যাটিনের অক্ষর থেকে তাদের নূতন বর্ণমালা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে উজ্‌বেকিস্থানে ৫টি বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ১১৮টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হোত এবং এই সংবাদপত্রগুলির বাৎসরিক বিক্রয়সংখ্যা প্রায় ১০০০ লক্ষ কপি।

তুর্কোম্যান্ রিপাব্‌লিক্ ক্যাস্‌পিয়ান সাগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং একশ' ভাগের ৮৫ ভাগ শুধু বালুকাময় মরুভূমি। তুর্কমেনিস্থানে নূতন নূতন নগর গড়া হয়েছে এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে' উঠেছে। তুর্কমেনিস্থানের রাজধানী আস্‌খাবাদে বৃহৎ কাপড়ের কল ও কাচের কারখানা তৈরী হয়েছে। নেবিত্‌ডাঘ পর্ব্বতের পাশে তেলের একটি কেন্দ্র সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। তুর্কমেনি-স্থানের নগরে নগরে কৃষি-গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করছেন যে, ৮৫ ভাগ অনুর্ব্বর মরুভূমিকে কোনো কাজে লাগানো যায় কি না। কিছু কিছু তাঁরা সফলও হয়েছেন, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তুর্কোম্যানের মরুতে কিছু ফলবে। পূর্ব্বে তুর্কোম্যান

ভাষায় একখানি বইও ছিল না, সম্প্রতি প্রায় ২০ লক্ষ বই দেশীয় ভাষায় ছাপা হয়েছে।

তিয়েন্-শান্ পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে একেবারে মধ্য এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে কিরগিজ রিপাবলিক অবস্থিত। কিরগিজ্স্থানের নূতন নগরে কাপড়ের ও চিনির কল সব গড়ে' উঠেছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কয়লাখনির কাজ চলছে। ভ্রাম্যমান কিরগিজ্রা আজ পর্ব্বতের গুহা ছেড়ে নগরে বসবাস করছে এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় মধ্য এসিয়ার অন্যান্য রিপাব্লিকের মতো স্কুল হাসপাতাল প্রভৃতি ছাড়াও শিল্প-উৎপাদন প্রায় ৯৫ গুণ বেড়েছে। এক কথায় সম্পূর্ণ একটি নূতন দেশ ও সভ্যতা গড়া হয়েছে বলা চলে।

এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হোচ্ছে এই বৃহৎ ব্যয়ের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয়ে থাকে। অনুন্নত দেশ ও জাতিকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করতে হোলে যে বিশাল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তা কেমন কোরে বন্দোবস্ত করা হয়। এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের পার্থক্য বোঝা যাবে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য হোচ্ছে অনুন্নত দেশকে যেকোনো উপায়ে শোষণ কোরে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের ধনিকদের পুঁজিবৃদ্ধি করা। এ-ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের আর দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই, থাকতেও পারে না। সমাজ-তন্ত্রবাদের আদর্শ হোচ্ছে অনুন্নত দেশ ও জাতিকে যতো দিক থেকে সম্ভব ক্রমোন্নতির সুযোগ দেওয়া এবং সে-সুযোগ সম্পূর্ণ স্বস্তি ও স্ফূর্ত্তির মধ্যে। অর্থাৎ শোষণ কোরে গলগণ্ডের মতো ফেঁপে নয়। উন্নত দেশ ও জাতির আয় ও ঐশ্বর্য্য থেকে তাদের সাহায্য কোরে এবং তার পরিবর্ত্তে কোনো উপযুক্ত প্রতিদানের প্রত্যাশা না কোরে তাদের উন্নতির পথ সুগম করাই হোচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিম্নোদ্ধৃত ব্যয়-ব্যবস্থা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ

১৯২৭-২৮ সালের সোভিয়েট বাজেট (দশ লক্ষ রুবলের হিসাব)

		আর, এস্ এফ, এস, আর	উক্রেইন	হোয়াইট রুষিয়া	ট্রান্স-ককেসাস্	উজ্‌বেক	তুর্কোমান
১।	গবর্ণমেণ্ট ...	০·৬৯	০·৮৬	১·০৬	২·২৩	১·৬০	২·৪৫
২।	অর্থ নৈতিক বিভাগ ...	১·০৮	০·৮৮	১·৫৭	১·১৩	১·০৪	১·৪৬
৩।	সমাজ, সংস্কৃতি ...	২·১৬	১·৯২	২·৫৭	৩·৫৯	২·৪৮	৩৮৪
৪।	জাতীয় শিল্প ...	১·৬৫	১·৬২	২·৩৭	৪·৯৫	৩·৩৯	৮·৯০
৫।	লোকাল বাজেটে দান ...	৫·৮৭	৫·৫৬	৫·৫৭	৬·৭০	৫·৭৭	৫·৫৮
৬।	অন্যান্য খরচ ...	০·০৪	—	—	০·৫৩	০·২০	—
	মোট ...	১১·৭৬	১০·৮৪	১৩·১৪	১৯·১৩	১৪·৪৮	২২·২৩

এখানে ছয়টি রিপাব্‌লিকের হিসাব দিতে হোলো, কারণ ১৯২৭-২৮ সালে তাজিকস্থান সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯২৭-২৮ সালের বাজেট উদ্ধৃত করা হোলো কারণ প্রাথমিক যুগের বাজেট্ এদিক দিয়ে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ব্যয়-তালিকা ও পরিমাণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় ব্যয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রিপাব্‌লিক দু'টি—রুষিয়ান্ ও উক্রেনিয়ান্—সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ পেয়েছে। সব চেয়ে ক্ষুদ্র ও অনুন্নত রিপাব্‌লিক্‌গুলি—উজ্‌বেকিস্থান ও তুর্কমেনিস্থান—পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। এখানে মনে রাখা উচিত যে, রিপাবলিকগুলিকে সুদের পরিবর্ত্তে ঋণ দেওয়া হোচ্ছে না। ঋণ বা ঋণশোধের দায়িত্ব নেই। একমাত্র দায়িত্ব হোচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিক্ ও জাতিগুলিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ কোরে সমস্তরভুক্ত করা।

জারের শাসনকালে শিল্পকেন্দ্র ছিল মস্কো, লেনিনগ্রাড্, ইভানভ্ প্রভৃতি কয়েকটি এলাকা। অর্থনৈতিক মানচিত্রে এই এলাকাগুলিকে

মনে হোত দ্বীপের মতো। শিল্পের পুঁজি এখানে জন্মগ্রহণ কোরে এখানেই বৃদ্ধি পেত এবং পরে দানবের মতো হাত পা মেলে ছড়িয়ে পড়ত অনুন্নত উপনিবেশগুলিতে। অনুন্নত উপনিবেশগুলিকে কৃষিপ্রধান রাখতে হোত পেটভাতার পারিশ্রমিক দিয়ে কাঁচামাল সরবরাহের জন্যে। এইভাবে শ্রমের অপব্যয় কোরে, শিল্পের বিস্তারকে হত্যা কোরে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিনাশ কোরে, শিক্ষাকে ধ্বংস কোরে সাম্রাজ্যবাদ জীবনধারণ করেছে অপূর্ব্ব বিলাসিতায়। তাজিক ও উজ্‌বেক কৃষকেরা চাষের পরিবর্ত্তে আহার পায়নি, উৎপাদনের রসদ সংগ্রহ করবার পরিবর্ত্তে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক পর্য্যন্ত পায়নি। আজ তাজিক, উজবেক, তুর্কম্যান, কিরগিজ্‌ সকলেই মুক্ত ও স্বাধীন, নিজেদের শাসক ও শুভাকাঙ্খী নিজেরাই। নিজেদের জীবনকে তারা সম্মিলিত চেষ্টায় সুন্দরতর কোরে গড়ছে। অনুন্নতের কলঙ্কচিহ্ন তারা মুছে ফেলেছে এবং যে আলোকবর্ত্তিকা তারা জ্বেলেছে, তার দীপ্তি পামির ও হিন্দুকুশের তুষারপৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, দক্ষিণে, পশ্চিমে পারস্য, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ ও পশ্চিম চীনে প্রতিভাত হোচ্ছে পরাধীন অসংখ্য মানুষের মনে।

সুমেরু অভিযান

(১)

এযুগের বহু সুধীজনের মুখ থেকে শোনা যায় যে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রভুত্ব প্রভৃতি যেসব প্রবৃত্তি বর্ত্তমান সভ্যতার পথে কাঁটা হয়েছে, তাদের মূল রয়েছে মানুষের অন্তর-প্রকৃতিতে এবং মানব-প্রকৃতি যেহেতু অপরিবর্ত্তনীয় সেইজন্য ঐ প্রবৃত্তিগুলিরও আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। এই হিংসা, বিদ্বেষ এবং প্রভুত্বের মনোভাব থেকেই আক্রমণের নেশা মানুষের আসে এবং আক্রমণের নেশাই যুদ্ধে রূপ নেয়। লোভ থেকে হিংসা এবং হিংসা থেকে জিঘাংসা জাগে। অতএব বহু মনীষী সিদ্ধান্ত করলেন যুদ্ধবিগ্রহে মানুষ পরস্পরকে হত্যা করবেই এবং পৃথিবী থেকে এইভাবে দুর্ব্বলের উচ্ছেদ অনিবার্য্য। নিরুপদ্রব শান্তি মানুষের পৃথিবীতে সম্ভব নয়, তবে ধ্বংসের ভীষণতার বা বর্ব্বরতার উগ্রমূর্ত্তি কিছু মার্জ্জিত হোতে পারে এই পর্য্যন্ত। একথা আমরা স্বীকার করি না এবং মানুষের উপর এই লজ্জাকর প্রবৃত্তির চিরন্তন দায়িত্ব চাপানোকে আমরা ঘৃণা করি। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রভুত্ব নিয়ে মানুষের আবির্ভাব হয়নি, বাইরের পৃথিবী বা প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেই ঐ সব ভাব বা প্রবৃত্তি মানুষের মনে অঙ্কুরিত হয়েছে। সম্পত্তির জন্ম যেদিন থেকে হয়েছে এ-পৃথিবীতে, যেদিন থেকে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের আদিম যৌথজীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, সেইদিন থেকে সুরু হয়েছে স্বার্থে স্বার্থে বিরোধ, প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিতে সংঘাত এবং সেই বিরোধ ও সংঘাতের প্রত্যক্ষ রূপ দেখেছি আমরা লড়াইয়ে,

যুদ্ধে, মহাযুদ্ধে। তাই এই জিঘাংসার স্বাভাবিকতা মানুষই আবিষ্কার করেছে, যুক্তি দিয়ে অনুমোদন করেছে এবং প্রতিপন্ন করেছে যে সংহার-প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক, শক্তিমানের জয় ও দুর্ব্বলের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, কারণ এমন যুক্তির অবতারণা না করলে, এমন মন-ভুলানো সিদ্ধান্তে না পৌঁছলে, এমন সান্ত্বণার প্রলেপ মানুষের ক্ষুব্ধ অন্তরে না বুলিয়ে দিলে, কেমন কোরে শ্রেণী-প্রভুত্ব বজায় রাখা চলবে, কেমন কোরে স্বার্থে স্বার্থে নিষ্ঠুর রক্তারক্তিকে সমর্থন করা চলবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ, দ্বন্দ্ব বা সংঘাতই মানুষের সভ্যতার উৎস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধই সভ্যতার মূলকথা, বা জন্মকথা। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত যা কিছু সব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। প্রত্যেক পদে পদে প্রকৃতির বাধাবিপত্তি আদিম অজ্ঞ মানুষকে জীবনধারণের কাজে হয়রাণ করেছে, তাই প্রথম খড়গ ধরেছে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

'প্রকৃতিকে জয় করতে চাই', 'জীবনকে সহজ ও সুন্দর করতে চাই'—যে মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠ থেকে একদিন এই বাণী উৎসারিত হয়েছে, আজ তারই বিকৃত, বীভৎস সুর ধ্বনিত হোচ্ছে শাসকশ্রেণীর 'সাম্রাজ্য চাই', 'সকলের জীবনকে কুৎসিত কোরে নিজের জীবনকে সুন্দর করতে চাই', 'ক্ষমতা চাই' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে। আজ সংস্কৃতির পূজারীরা তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মরণকান্না কাঁদছেন, সভ্যতার আর মুক্তি নেই বোলে বিলাপ করছেন। দুঃখের বিষয় সেই বিলাপ শাসকশ্রেণীকে উৎসাহিত করছে, কারণ পরোক্ষে সেই বিলাপ রাগিণী মানুষকে যে পঙ্গু, নিরাশ ও ভবিতব্য-বিশ্বাসী করছে তাতে সন্দেহ নেই।

একমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তিতে বিজ্ঞান, সভ্যতা ও

মানুষের এই বন্ধন থেকে মুক্তি সম্ভব। প্রশ্ন হোতে পারে তার প্রমাণ কি? তার জ্বলন্ত প্রমাণ সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার পরিবর্ত্তে সেখানে সমাজতন্ত্র ক্রমে ক্রমে শাখাপত্র বিস্তার করছে। এই বৈষম্যবর্জ্জিত, শোষণশূন্য, শ্রেণীবিরোধহীন নূতন সমাজের নূতন প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের বিজ্ঞান ও মানুষের মৈত্রী, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই প্রীতিবন্ধন, সমাজতন্ত্রের এই ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য সম্মিলিত মনোভাব এর নিদর্শন শুধু যৌথ কৃষিপ্রথা বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবিত সাফল্য নয়, তার চাইতেও উজ্জ্বলতর প্রমাণ হোচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন বৃহৎ সুমেরু রাজ্য ও সুমেরু সভ্যতা। সেই সুমেরু রাজ্য ও সভ্যতা গঠনের ইতিহাস পড়লে পৃথিবীর সমস্ত রোমঞ্চকর কাহিনী তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। পৃথিবীর যে-অংশটিকে এতদিন পর্য্যন্ত ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকের জন্যে সভ্য মানুষ বাতিল কোরে রেখেছিল, তুষার, ঝঞ্ঝা, বরফ, শীত, জন্তু-জানোয়ার, অসভ্য মানুষের সন্ত্রাসে বিজ্ঞান যেখানে যাত্রা করবার ছাড়পত্র পর্য্যন্ত পায়নি, শুধু কয়েকজন দুঃসাহসী ভ্রমণ-বিলাসীর ক্ষীণ প্রচেষ্টার কাহিনী যার সঙ্গে জড়িত, সেই সভ্য জগতের বাইরে অবস্থিত দুর্গম সুমেরু অঞ্চল আজ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের মুক্ত মানুষ, স্বাধীন বিজ্ঞান ও সম্মিলিত মনোভাবের জন্যে সভ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মানুষের প্রকৃতি যে মানুষের শত্রুতা করা নয়, প্রকৃতিকে শত্রু বোলে সংগ্রামে আহ্বান করা, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হোচ্ছে এই সুমেরু সভ্যতা গঠনের অভিযান কাহিনী। পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যেসময় পারস্পারিক ধ্বংসের প্রস্তুতির জন্যে বিব্রত, স্পেনের জনসাধারণের উপর যে সময় ইতালী ও জার্ম্মানির বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ

করেছে, সেই সময় চল্লিশ হাজার সোভিয়েট নরনারী, তরুণ-তরুণী রাসায়নিক, উদ্ভিদ ও ভূ-বৈজ্ঞানিক, পদার্থবিদ্ সকলে মিলে যাত্রা করেছে সুমেরু দেশে প্রকৃতির নির্ম্মম শত্রুতাকে পরাজিত করতে। সেই ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত মাত্র সাত বছরের মধ্যে চল্লিশ হাজার মানুষ অসীম অধ্যবসায় ও বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্ট সহ্য কোরে সুমেরু অঞ্চলে বিমানপথ, জাহাজপথ, নগর, স্কুল, কারখানা, থিয়েটার, বেতার প্রভৃতি গঠন কোরে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তা 'ঐন্দ্রজালিক' বললেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ, হিংসা বা জিঘাংসা যে মানব-স্বভাব বা মানব-সভ্যতার মূল কথা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই যে সত্য, প্রকৃতি বনাম মানুষের সংগ্রামই যে সভ্যতার মূল, তা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসীরা পৃথিবীর সামনে আজ প্রমাণ করেছে। এই সুমেরু অঞ্চল একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ নয়, আয়তনে এই নূতন সুমেরু সাম্রাজ্য প্রায় ভারতবর্ষের দেড়গুণ এবং ইংল্যণ্ডের ত্রিশগুণ বড়ো। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নূতন রাজ্য শুধু যে সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে তা নয়, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভূখণ্ডের সঙ্গে অন্যান্য দেশবিদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, তাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিস্ময়কর। এই যুগান্তরী সুমেরু সভ্যতা গঠনের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ডাঃ শ্মিড্ট্-এর ভাষায় একে বলা যেতে পারে, "It is a modern socialist equivalent of the East India Company," পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা গঠনের যুগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে তুলনা কোরে সোভিয়েটের এই অভিযানকে এ-যুগের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গঠনের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে এই দৃষ্টান্ত, এই

কাহিনী একমাত্র দৃষ্টান্ত ও অতুলনীয় কাহিনী বোলেই সকলের কাছে সশ্রদ্ধ অনুধাবনের দাবি রাখে।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সুমেরু অভিযানের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ডাঃ শ্মিড্ট্ ১২০ জন লোক, ৬ জন স্ত্রীলোক এবং ছু'জন শিশু নিয়ে লেলিনগ্রাড থেকে 'চেলুশ্‌কিন' নামক নৌকায় কোরে যাত্রা করলেন, তখন পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রচারিত হোলো যে, "উত্তর এশিয়ায় এই সর্ব্বপ্রথম মালবাহী যাত্রী নৌকায় অভিযান।" নভেম্বর মাসের প্রথমেই মাত্র চার মাসের মধ্যেই যাত্রীরা সংবাদ দিলেন যে একটি ঋতুর সময়ের মধ্যেই তাঁরা উত্তর-পূর্ব্বের পথ অতিক্রম করেছেন। তারপরেই বেতারে সংবাদ পৌঁছল: "আমরা বেরিং প্রণালীর সামনে পৌঁছেছি।" তার একদিন পরেই সংবাদ এল, "আমাদের অভিযানের সাফল্যের মাত্র ছ'ঘণ্টা আগে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শীত পড়াতে আমরা একরকম অচল হয়ে পড়েছি।" এই ক'জন নির্ভীক চেলুশ্‌কিন্ আরোহীদের আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছে বিরাট সব বরফের চাঁই, চারিদিকে শুধু উঁচু-নীচু বরফের স্তূপ। গ্রাস করবার জন্যে মুখ হাঁ কোরে রয়েছে। বাতাসের বেগও গিয়েছে ঘুরে। আবহাওয়ার উষ্ণতাও একেবারে পড়ে' গিয়েছে। চারিদিক থেকে বরফের সব চাঁই ক্রমেই যেন কাছে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সুমেরুর ভীষণ রাত্রি নামল। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকার আর কুয়াশার সীমাহীন থৈ থৈ, তার মধ্যে স্ত্রী, শিশু ও আর কয়েকজন যাত্রী নিয়ে দুর্দ্দান্ত শ্মিড্ট্। নৌকাখানা উত্তরে আর পশ্চিমে নড়াচড়া করে, যাত্রাস্থানে যেন আপনা হোতেই ফিরে যেতে চায়। পূর্ব্ব সাইবেরিয়ান্ সাগরের জমাটবাঁধা বরফ কিন্তু তাদের নির্ম্মমভাবে বন্দী কোরে ফেলেছে, কিছুতেই মুক্তি দিতে চায় না। ফেব্রুয়ারী

মাসে, ১৯৩৪ সালে, সংবাদ এল যে 'চেলুশ্‌কিন' বরফজলের তলায় সমাধিস্থ হয়েছে এবং যাত্রীরা ভাসমান এক বিরাট বরফের স্তূপের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে নির্ব্বাসিত হয়েছে। তারপর আরও কঠিন ও করুণ কাহিনী। প্রায় ষাটদিন যাবৎ যাত্রীরা বরফের উপর তাঁবু ফেলে রইল। চাঁই চাঁই বরফ ধসে' পড়ে, গলে গলে যায়, খাবার আস্তানা যায় দু'টুক্‌রো হয়ে ভেঙে, শোবার স্থান যায় তলিয়ে। নির্ভীক যাত্রীরা যতবার কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান তৈরী করে বিমানের অবতরণের সুবিধার জন্যে, ততবার অবিশ্বাসী বরফস্তূপে ফাটল ধরে আর অফুরন্ত জলস্রোতে সব ভেসে যায়। তাদের সাহায্যের উপযোগী লোকজন বা জিনিষপত্তর নিয়ে কোনো বিমান সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনো ঘাঁটি থেকে উড়ে আসতে পারে না। প্রায় বিশবার এইভাবে তাদের বিমান অবতরণের স্থান তৈরীর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ১৫ ডিগ্রী শীতের মধ্যে তাঁবু ফেলে বেতারচালক শুধু শ্মিড্‌ট্‌-তাঁবুর দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বিপদের কথা পৃথিবীকে জানাতে থাকে। আর পৃথিবীর লোকে ভাবে দুঃসাহসিক অভিযান এখানেই শেষ হোলো বুঝি। বৃদ্ধ অধ্যাপক, সোভিয়েটের সুমেরু অভিযানের নায়ক ডাঃ শ্মিড্‌ট্‌, কিছুতেই দমতে চান না। সহযাত্রীদের তিনি অবিরাম উৎসাহ দিতে থাকেন। কি অদ্ভুত শক্তি এই বৃদ্ধের? নিজে একজন বোল্‌শেভিক, ভগবানে বিশ্বাস করেন না, অতএব সহযাত্রীদের ভগবানের আশ্বাসবাণী বা প্রার্থনা শোনানো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। সহযাত্রীরাও তা শুনতে চাইবে না। একমাত্র তারা নিজেদের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখে এবং বরফে ও তুষারের ভাষাতীত বৈরিতার জন্যে যখন শক্তি ও বুদ্ধি শৃঙ্খলিত, তখন উপরের মেঘলোক পানে না চেয়ে থেকে তারা চেয়ে ছিল দূরে তাদের সহকর্মীদের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধির

সহায়তার দিকে। কিন্তু সে-সাহায্য পাবার আর উপায় কি? সেই অন্ধকার আর তুষারবেষ্টিত বরফ-দ্বীপের মধ্যে অধ্যাপক শ্মিড্‌ট্‌ সকলকে বললেন নিয়মিত ব্যায়াম কোরে শরীর ঠিক রাখতে। ভয় পেলে চলবে না। বৃদ্ধ অধ্যাপক বুঝিয়ে দিলেন যে, বোল্‌শেভিকদের অভিধানে ভয় ও বিফলতা বোলে কিছু থাকতে পারে না। জয় তাদের নিশ্চয় হবে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই দুর্য্যোগ আর বিপদের মধ্যে বৃদ্ধ শ্মিড্‌ট্‌ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, আধুনিক মনস্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সহকর্ম্মীদের কাছে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করলেন। যে সমস্ত অশিক্ষিত ছুতোরেরা ক্যারেলিয়ার জঙ্গলে থেকে তাঁর সঙ্গে ঘর তৈরীর জন্যে অভিযানে এসেছিল, তাদের তিনি লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন। তারা সব অঙ্ক কষতে শিখল, জ্যামিতিক মাপ শিখল, পড়তে লিখতে শিখল। দুঃখকষ্ট, নিদারুণ অভাব ও আবহাওয়ার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কাজের ছোঁয়া লেগে কোথায় যে উবে গেল, তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মী ভাইবোনেরা তার হদিশই পেল না। শিক্ষার নেশায় তারা সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে বিভোর হয়ে রইল। জয়ের আশায় ও বিশ্বাসে সাময়িক বিপর্য্যয় তাদের অবসন্ন করতে অপারগ হোলো।

এইভাবে দিন কাটাতে থাকলেন ডাঃ শ্মিড্‌ট্‌ তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে তীর থেকে শত শত মাইল দূরে বরফের এক নির্জ্জন তুষার-ঝঞ্ঝাহত দ্বীপে, সামান্য উষ্ণ বাতাসের স্পর্শে যা গলে' সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মার্চ্চ মাসে সোভিয়েট থেকে বিমান উড়ে এল তাঁদের তাঁবুতে, বহু সহকর্ম্মী সাহায্যের প্রচুর জিনিষপত্তর নিয়ে উপস্থিত হোলো। দু'একটা বিমানে সকলের স্থান হোলো না। সুতরাং লিয়াপিডেভ্‌স্কি মেশিনের পেট্রল ট্যাঙ্কের মধ্যে অনেককে

ভর্ত্তি করা হোলো এবং তাদের নিয়ে বিমান উড়ে ফিরে এল সোভিয়েট ভূমিতে। সেই প্রত্যাবর্ত্তনের দিনে সমস্ত সোভিয়েট-বাসীরা পরিপূর্ণ অবসর নিয়ে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কোরে উৎসব করেছিল। তাদের যে নির্ভীক সহকর্ম্মীরা এইভাবে প্রকৃতির রুদ্ধদুয়ারে আঘাত কোরে এসেছে, যে নূতন পৃথিবীর বারতা তারা বয়ে নিয়ে এসেছে, যে নূতন সভ্যতার ভিৎ তারা গড়ে' এসেছে, অদূর ভবিষ্যতে তারা দলে দলে এগিয়ে গিয়ে সেই রুদ্ধদুয়ার অর্গলমুক্ত করবে, সেই নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করবে, সেই নূতন সভ্যতার সৌধ গঠন করবে, এই তাদের সকলের সম্মিলিত আনন্দোৎসবের কারণ।

সোভিয়েট সহকর্ম্মীদের সেই আশা সফল হয়েছে, চল্লিশ হাজার কর্ম্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। কি পৃথিবী তারা আবিষ্কার করেছে, কি সৌধ তারা গঠন করেছে, কি রাজ্য তারা হাতে গড়েছে, তা আমাদের জানা উচিত। তারই সামান্য আভাষ নিতে গিয়েছিলেন বিলেতে 'টাইমস' পত্রিকার লেখক মিঃ এইচ. পি. স্মল্‌কা একবার ডাঃ শ্মিড্‌ট্‌-এর সঙ্গে দেখা কোরে। হাতে ছিল তাঁর মেরু এসিয়ার মানচিত্র। ডাঃ শ্মিড্‌ট্‌ তাঁর নিজের নূতন মানচিত্র মৃদু হেসে খুলে দেখালেন। সেই নূতন মানচিত্র দেখে মিঃ স্মল্‌কা বলেছেন :

'আগামীকালের আমেরিকার মতো সাইবেরিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো, আর সেই "রেড কলাম্বাস্"-এর রূপকথা শুনে আমরা অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম।' স্মল্‌কার এই অবিশ্বাস দূর হয়ে গিয়েছিল কারণ স্বয়ং তিনি সোভিয়েট মেরুরাজ্যের নায়কের আমন্ত্রণে নূতন সোভিয়েট সুমেরু রাজ্য পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর

বিশ্বাস ও বিস্ময় বর্ণনা করেছেন "Forty Thousand Against the Arctic" নামক পুস্তকের মধ্যে। সুতরাং 'রেড কলাম্বাস্'-এর কথা বিশ্বাসযোগ্য। আমরা তাঁর মুখ থেকেই প্রথমে শুনব এই সুমেরু রাজ্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, তারপর বিশদভাবে আলোচনা করব তাঁর বৈজ্ঞানিক অভিযান, সুমেরুর অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং নূতন সুমেরু সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এ-যুগের ইতিহাসে এটা একটা যুগান্তরী ঘটনা।

(২)

সোভিয়েট সুমেরু রাজ্যের নায়ক বৃদ্ধ ডাঃ অটো স্মিড্‌ট্‌ শিশুর মতো সরল হাসি হেসে বলতে আরম্ভ করলেন তাঁদের নূতন পরিকল্পনা ও পরীক্ষার কথা। বর্ণনা শুনলে হতবাক হয়ে থাকতে হয়ঃ "মেরুপ্রদেশে সোভিয়েট রুশিয়া এক বৃহৎ আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সেই আদর্শ পালনের জন্যে সাহস যেমন দরকার তেমনি দরকার শক্তি, ব্যবসাবাণিজ্য, স্থলপথে, জলপথে, ও আকাশ-পথে যানবাহন, জাহাজ ও বিমান চলাচলের সুবন্দোবস্ত—এর কোনোটাই সেই পরিকল্পনা থেকে বাদ যায়নি। মেরুঅঞ্চলে আমরা যেমন নূতন নূতন কারখানা ও খনি গড়ছি, তেমনি শস্যক্ষেত, বিমানঘাঁটি, স্কুল, হাসপাতাল্‌ সবই তৈরী করছি। বাইরের জগতের ধারণা আছে যে, পৃথিবীর একটা পোড়ো জায়গা, মানুষের উপকারে আসতে পারে না। এটা যে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তা আমরা প্রমাণ কোরে দিয়েছি। শীত মানুষের বসবাসের একটা প্রচণ্ড বাধা নয়। সাধারণত মেরুঅঞ্চলে ঠাণ্ডা ৪০' ডিগ্রীর নীচে নামে না। এ রকম ঠাণ্ডা রুশিয়ার উক্রেইন্‌ ও উরাল অঞ্চলেও পড়ে। মেরুঅঞ্চলের ঠাণ্ডা নিম্নতম ডিগ্রীতে নামে না কখনো, সুদূর প্রাচ্যে ওখটস্ক্‌ সাগর থেকে নব্বুই মাইল দূরে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। মেরুঅঞ্চলের ঠাণ্ডা মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব। মেরুগ্রীষ্মে গাছপালা যে দিবারাত্রি সূর্য্যের আলো পায় তাতে তাদের শীতকালের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। খুব সুন্দর সুন্দর ফুল হয় মেরু অঞ্চলে—ভায়লেট, ফরগেট-মি-নট, আরও অনেক কিছু।

ভল্‌গার চাইতে মেরুঅঞ্চলে কপিশাক অনেক ভাল হয় এবং আমাদের সুমেরু নগরের অধিবাসীরা টাটকা শাকসবজী খেয়ে জীবনধারণ করে, যা অন্যান্য নগরবাসীরা কল্পনাও করতে পারে না। টমাটো, শস্য, মূলা প্রচুর পাওয়া যায়। এখন আমরা যবগমের চাষ করছি। এসিয়ার সমস্ত উত্তর কোলটা আমাদের। সুমেরু অঞ্চলের প্রায় অর্দ্ধেক সোভিয়েটের, আর্টিক সাগরের অর্দ্ধেক তীর আমাদের, প্রায় ৬০০০ মাইল হবে। বরফের নীচে আরও যে সব মূল্যবান জিনিষ আছে তার সন্ধান বাইরের ভূবৈজ্ঞানিক বা ভৌগোলিকরা পায়নি, যেমন সোণা, রূপো, নিকেল, প্ল্যাটিনাম, তেল, কয়লা, টিন, মাছ, কাঠ—এক কথায় সমস্ত পৃথিবী কুড়োলে যা মেলে তা সবই এখানে আছে এবং সোভিয়েট তার একমাত্র অভিভাবক। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় নদীগুলি এখন আমাদের আয়ত্তে—ওবি, লেনা, ইয়েনিসাই। এইসব নদীর উপর দিয়ে এখন আমরা রীতিমতভাবে মালপত্তর নিয়ে যাতায়াত করব—সমুদ্রের মুখে জাহাজে তাদের চালান দেব বাইরে—এবং এইভাবে হাতে হাত মিলিয়ে দেব য়ুরোপের সঙ্গে আমেরিকার, সাইবেরিয়ার সঙ্গে প্রশান্ত ও আত্‌লান্তিক মহাসাগরের—যাকে কিছুদিন আগেও সকলে এসিয়ার পশ্চাৎভাগ বোলে তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছে।

"সুমেরুর জলপথে ও আকাশপথে জাহাজ ও বিমান চলাচলের সুবিধার জন্যে কূলে কূলে আমরা বেতার ষ্টেশন বসিয়েছি। দুর্ভেদ্য জায়গাগুলিতে রেখেছি আইস্‌-ব্রেকার। আমাদের জাহাজগুলির পথ তারা সুগম কোরে দেয়। এইরকম আমাদের ৫৭টা ষ্টেশন আছে। প্রত্যেক ষ্টেশনে আছে সাহসী সব তরুণ বৈজ্ঞানিক। কি শীত কি গ্রীষ্ম, কাজের তাদের বিশ্রাম নেই, মনপ্রাণ দিয়ে

বৈজ্ঞানিকের মতো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তারা নিজেদের কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, পৃথিবীকে জানাচ্ছে সুমেরুর আবহাওয়ার সংবাদ—যে-সুমেরুকে পৃথিবীর আবহাওয়ার 'গুদাম' বলা হয়।

"নূতন নূতন সব সুন্দর মেরুসহর গড়ে' উঠছে। ইগারকা নামে একটি সহরে প্রায় ২০,০০০ লোকসংখ্যা হবে, তার মধ্যে প্রায় ১২,০০০ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাদের জীবনের সঙ্গে অন্যান্য সোভিয়েট রুশবাসীর জীবনের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তাদের সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘর, রেস্তোরাঁ, কিন্ডারগার্টেন, ক্লাব সব কিছুই আছে। নগরগুলির সঙ্গে বিমান যোগাযোগ আছে এবং একশখানা বিমান নিয়ে প্রায় দশ হাজার মাইল পথ ইতিমধ্যেই আমরা নিয়মিতভাবে যাত্রী বইবার মতো কোরে ফেলেছি।

"বছরে তিনমাসের জন্যে আমাদের প্রচেষ্টাতেই আজ উত্তর-পূর্ব্বের পথ উন্মুক্ত। বহুদিনের পুরাতন স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে, কারণ আজ য়ুরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে জলপথের যোগাযোগ আমরা স্থাপন করছি। বিগত তিন শ' বছরের মধ্যে চেলুশকিন অন্তরীপের মধ্য দিয়ে মাত্র ন'খানি নৌকা গিয়েছে, কিন্তু শুধু ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালেই পর পর আমাদের এগারোখানা মালবাহী নৌকা সেখানে পৌঁছেছিল।

"এই সুমেরুরাজ্য গঠনের জন্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন 'কম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছে—তার নাম হোচ্ছে, 'গ্ল্যাভনেই উপ্রাভ্‌লেনিয়া সেভারনোভো মর্স্কোভো পিউটি' (Glavneye Upravlenya Severnovo Morskovo Puty), যাকে এক কথায় আমরা বলি 'গ্ল্যাভসেভ্‌মরপুট' (Glavsevmorput)।

"সুমেরু অঞ্চলে লোকের বাস খুব পাতলা। মাত্র দশ লক্ষ

লোক বাস করে এবং যেখানে ইংল্যাণ্ডে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৫১ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জন সেখানে সুমেরু অঞ্চলে প্রতি ছয় বর্গ কিলোমিটারে মাত্র একজন লোকের বাস। বিস্তর জায়গা আমাদের শূন্য পড়ে' রয়েছে। বছর দশেকের মধ্যে আমরা আরও দশ লক্ষ আন্দাজ লোক পাঠাব—এইসব জায়গাকে উন্নত করবার জন্যে এবং বসবাসের জন্যে।

"এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্যেও আমরা কিছু কম করিনি। রুশবিপ্লবের আগে এরা যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, সেই অবস্থায় থাকলে এতদিনে এরা লুপ্ত হয়ে যেত। আজ তাদের জন্মসংখ্যা অনেক বেড়েছে, তাদের বর্দ্ধিষ্ণু মানুষের মতো সবল কোরে আমরা বাঁচিয়ে তুলেছি। তাদের শিক্ষাও যে অনেক বেড়েছে ও বাড়বে তা আধুনিক উৎপাদন অস্ত্রের ব্যবহার থেকেই বোঝা যাবে। কোনো রোগের বালাই নেই। যেমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সুমেরুর, তেমনি তার স্বাস্থ্য। বাইরের পৃথিবীর যক্ষ্মারোগীর নার্সিংহোম হবার উপযুক্ত এতো সুন্দর দেশ আর কোথাও মিলবে না। শত্রু সুমেরু আজ সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছে।"

এতদূর শুনবার পরে মিঃ স্মল্‌কা ধৈর্য্য হারিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি মনে করেন যে, কোনো বিদেশী লোক বিনা পার্টি টিকিটে গেলেও, বা মেরুবিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হোলেও, আপনার এইসব গল্পের ছবি সত্যই চোখে দেখতে পাবে?"

বৃদ্ধ স্মিড্‌ট্‌ মুচকি হেসে বললেন: "বেশ তো—গল্প শুনে বিশ্বাস করবার কোনো প্রয়োজন নেই, আর তা করতেই বা বলছে কে? আপনি বিনা পার্টি টিকিটে গিয়েই একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন, আমি ব্যবস্থা কোরে দেব।"

তারপরই মিঃ স্মল্‌কার একখানা অনুমতি-পত্র মিলল: "পত্রবাহক একজন বিদেশী সাংবাদিক, নাম মিঃ স্মল্‌কা। ইনি সুমেরু পরিভ্রমণে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য হোচ্ছে সুদূর উত্তরে আমাদের নানারকম কাজকর্ম্ম দেখা। এই সব কাজকর্ম্মের বিষয়ে ইনি একখানি বই লিখবেন এবং তার জন্যে তিনি কতকগুলো বিষয় দেখতে ও জানতে চান। মিঃ স্মল্‌কা যা যা দেখতে ও জানতে চান, যেন সযত্নে তার সব বন্দোবস্ত করা হয়, এবং রাজ্‌নোইয়ার্স্ক্, ইগারকা বন্দর, চেলুশকিন অন্তরীপ, ডিকসন দ্বীপ ও মুরমানস্ক অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশবার সুযোগ ও অনুমতি যেন তাঁকে দেওয়া হয়। চলাফেরার জন্যে যানবাহনের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।"

উত্তর সাগর, কিয়েল খাল, বল্টিক, ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের উপর দিয়ে ক্রোড়পতি মার্কিণ সহযাত্রীদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন দিনগুলি স্মল্‌কার একে একে কেটে গেল, তিনি পৌঁছলেন লেনিনগ্রাডে। কাউণ্ট সেরেমেটেভের প্রাক্তন প্রাসাদে তিনি উপস্থিত হোলেন। ভিতরে ঘোরানো সিঁড়ির যেন গোলকধাঁধা, কাঠের পার্টিশন দিয়ে খাবার ঘর, শোবার ঘর, নীচের ঘর সব ভাগ করা। এইখানে একদিন চলেছে অবৈধ প্রণয়ের পাশবিক উল্লাস, প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাতালের উন্মত্ত অট্টহাসি, ধুলোয় লুটিয়েছে বিলাসের মলিন ফুলের পাঁপড়ি। তারপর কয়েক বছর এই প্রাসাদ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে। আর তারপর আজ সেখানে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সোভিয়েট তরুণ তরুণীরা নীল সাদা পোশাক পরে' ডেস্কের পাশে ঝুঁকে বসে রয়েছে, সামনে তাদের খোলা রয়েছে মানচিত্র। কেউ অনুবীক্ষণ যন্ত্র ঘুরিয়ে দেখছে, আলোর সামনে কারো হাতে টেষ্ট-টিউব, কেউ ছোট ছোট

পাথর ও মাটির নমুনার উপর ঠুক ঠুক কোরে হাতুড়ি ঠুকছে, কেউ হিসাব করছে, আবার কেউ বা ডায়গ্রাম আঁকছে। কাঁচের বাক্সের মধ্যে রয়েছে জাহাজের নমুনা, জন্তু জানোয়ারের আকৃতি। দেয়ালের গায়ে একদিন যেখানে লাল সিল্কের ঝালর ঝুলত আজ সেখানে ফ্রেমে ঢাকা সব মানুষের ছবি টাঙানো। এই হলটিরই নাম হোচ্ছে 'Arctic Institute,' সোভিয়েট রুষিয়ার সুমেরু বৈজ্ঞানিক য়ুনিভার্সিটি। নূতন প্রাসাদ গড়বার অবসর হয়নি বোলেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাসাদকেই নূতন কাজের উপযুক্ত কোরে নেওয়া হয়েছে।

ইনষ্টিটিউটের ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মিঃ স্মল্‌কা দেখলেন একটি মেয়ে সমুদ্রের জলে কতটা লবণ আছে তারই রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যস্ত। আর্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের জল সেখানে রয়েছে। তারই পাশে বসে' আর একজন তরুণ, উত্তাপ হিম ও কুয়াশার তালিকা মিলিয়ে গবেষণা করছে আবহাওয়া সম্বন্ধে। তারই পাশে আর একটি হলঘরের মধ্যে সুদূর উত্তরের বিভিন্ন স্থানের মাটি আর পাথর নিয়ে ভূবৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছেন। তার পাশে প্রাণী-বৈজ্ঞানিকের ঘরে শ্বেতপ্যাঁচা, নানা রকম পাখি, ছোট ছোট পেন্‌গুইন, শিয়াল, খরগোস ও কাঠবেড়াল সব রয়েছে শেল্‌ফে। একটি স্পিরিটের শিশির মধ্যে ররেছে সুমেরুর ভল্লুকের 'ভ্রূণ'। এই সমস্ত গবেষণার সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে মিঃ স্মল্‌কা অতি সুন্দর ভাষায় বলেছেন :

'ইনষ্টিটিউটের সাড়ে তিন শ' জন কর্ম্মীর কাছে এইসব জিনিষ ও গবেষণা হোচ্ছে পৃথিবীর বরফ-শিরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল।' ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে অধ্যাপক স্যাময়েলভিচ্ উত্তর দিয়েছিলেন : 'We supply the scientific armoury

for the battle against nature'—আমরা সুমেরুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র এখান থেকে সরবরাহ করি।

এই ইনষ্টিটিউটের সভ্য হওয়া সোভিয়েটবাসীদের কাছে গৌরবের বিষয়। শিক্ষিত সোভিয়েট তরুণতরুণীরা ইন্‌ষ্টিটিউটে যোগ দেওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে, এমন কি সুদূর সমবায় কৃষি সমিতি থেকেও ঘন ঘন পত্রের মারফত অনুরোধ আসে বক্তৃতা দেবার জন্যে। মিঃ স্মল্‌কা এই রকম অনেকগুলি চিঠি স্বচক্ষে দেখেছেন। নকল রবার তৈয়ারীর রেড্‌ অক্টোবর ফ্যাক্টরী থেকে এই মর্ম্মে একটি চিঠি এসেছেঃ 'উত্তর সাইবেরিয়ায় ফার তৈরীর উন্নতি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে চাই।' 'অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে আর একখানি চিঠি এসেছে সুদূর গ্রামের একটি সোভিয়েট কৃষি সঙ্ঘ থেকেঃ 'অধ্যাপক উইজি কি একবার অনুগ্রহ কোরে আমাদের এখানে আসতে পারবেন? আমরা তাঁর মুখ থেকে সুমেরু অভিযানের ইতিহাস শুনব। যদি তিনি আসেন তাহোলে আমরা একখানা গাড়ীও পাঠাতে পারি।' এমনি আরও অনেকগুলি স্বাক্ষরিত চিঠি মিঃ স্মল্‌কা পড়েছেন। সোভিয়েট রুষিয়ার যৌথ-চাষীরা পর্য্যন্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্যে যে কতদূর উৎসাহী তার এর চাইতে আর কি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে?

ইনষ্টিটিউটে তখন প্রায় ২২৩ জন ছেলে এবং ৮৭ জন মেয়ে ছিল। প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ৪২-এর মধ্যে। এসিয়ার উত্তরের ছাব্বিশটি বিভিন্ন জাতি থেকে এই ছেলেমেয়েদের বেছে নেওয়া হয়েছে। তরুণ কম্যুনিষ্টরা উত্তর সাইবেরিয়ার টুণ্ড্রা ও টাইগা অঞ্চলে পর্য্যন্ত এই নূতন সভ্যতার বাণী প্রচার করেছে এবং তাদের নিয়ে জাতিবিদ্‌ ও ভাষাবিদ্‌রা গবেষণা করছেন। আমেরিকা থেকে অধ্যাপক বোয়াস্‌ প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা আজ সেখানে জাতি ও ভাষা

বিষয়ে অধ্যয়নের জন্যে যাচ্ছেন এবং তরুণ কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে ঐ বিষয়ে রসদ সংগ্রহ করছেন, তাদের মুখ থেকে বক্তৃতা শুনছেন। কিছুদিন আগেও এই সব বিশেষজ্ঞরা এই সব দেশকে আজব রূপ-কথার দেশ বোলে ভাবতেন। আজও তাঁরা যা চোখে দেখছেন তা রূপকথার মতোই শুধু বিস্ময়ে ভরা।

মিঃ স্মল্‌কা নিজের চোখে দেখেছেন এই সব অঞ্চলের অধি-বাসীরা নানারকম খেলা খেলছে, সিনেমায় যাবার জন্যে, বিমান-ভ্রমণের জন্যে, বিজ্ঞান ও আধুনিক যন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। জীবনের এত সুন্দর সহজ স্ফূর্ত্তি তিনি বিলাতে বা নিউ ইয়র্কেও দেখেননি। এ যেন সত্যই রূপকথার মায়াপুরী, স্মল্‌কার ভাষায়, The Tent of Miracles। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের স্পর্শ এ-দেশের বুকেও লেগেছে, অথচ আশ্চর্য্য এই যে প্রস্তর যুগের সেই অন্ধকার থেকে তারা এখনো পরিপূর্ণ মুক্ত হোতে পারেনি। আজও তারা ডাকিনী যোগিনী ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে, আজও তারা নানারকম ধর্ম্ম ভীরু। একদিকে তারা যেমন বসে' ভূতপ্রেতের গল্প বলছে, অন্যদিকে তেমনি শিশুর মতো সরল বিস্ময়ে অবাক হয়ে কান পেতে শুনছে মোটর, ট্রেণ, বিমান প্রভৃতি যানবাহন এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। তরুণ কম্যুনিষ্টদের কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা অক্লান্ত কর্ম্মীর মতো শুধু কাজ কোরে যাচ্ছে। তাদের অগাধ বিশ্বাস যে যে-সভ্যতার বাণী তারা প্রচার করছে, যে সংস্কৃতি ও সমাজের ভিৎ তারা গঠন করছে, তার অনাবিল স্পর্শে একদিন ভূতপ্রেত অন্তর্ধান করবে, পৃথিবীর বাতিল-মানুষেরা আবার এই সভ্য পৃথিবীরই মানুষ হবে।

মিঃ স্মল্‌কা একদিন এখানকার একজন বাসিন্দার সঙ্গে এক

অদ্ভুত তর্কের মধ্যে পড়েছিলেন। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে এখনো ভৌতিক বিশ্বাস কত প্রবল তারই নিদর্শনস্বরূপ মিঃ স্মল্কা তর্কটির নমুনা উল্লেখ করেছেন। লোকটি বলছিলঃ 'জানো, এই যে সব মরা যন্ত্র মানুষ বা জন্তুর সাহায্য না নিয়েই নড়েচড়ে বেড়ায়, এদের চালায় কে? এই সব যন্ত্রের ভেতর ভূত আছে, আর রুষভাইরা সেই সব ভূতকে সায়েস্তা করবার এবং নাচাবার কায়দা খুব ভালভাবে শিখেছে। অদ্ভুত ক্ষমতা এই রুষভাইদের, এমনভাবে ভূত জব্দ করতে আমরা কোনো ওস্তাদ্ ওঝাকেও দেখিনি। তারা বলে এই ভূতগুলো হোচ্ছে কয়লা আর পেট্রল। কিন্তু আমাদের শিক্ষকও তো স্বীকার করেছে যে এই সব কয়লা ও তেল' একদিন গাছে আর মাটির তলায় ছিল। কে জানে তাদের আত্মা ভূত হয়ে গেছে বা মাটির তলায় লুকিয়ে আছে কি না! গাছপালা জন্তু-জানোয়ারের ভগবান, আর রাস্তায় যারা গাড়ী চালায়, আকাশে যারা ইস্পাতের পাখী উড়ায়; সেই সব ভূতের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? কার কথা সত্যি? যারা একদিন রাতে নাচের হুল্লোড়ের মধ্যে এই ভূতের গল্প বলত না এই সব, রুষভাইদের বিজ্ঞান-ভূতের কথা?' এই ধরণের তর্ক বা যুক্তি শুনে অনেকে ভাববেন যে, যারা এরকম ভূতপ্রেতে আজও বিশ্বাস করে তারা আর সভ্য কি, আর সোভিয়েটও বা তাহোলে কি সভ্যতা গড়ছে সেখানে। কথাটা ঠিক, কিন্তু একেবারে যারা অশিক্ষিত বর্ব্বর ছিল, এই সভ্য পৃথিবীর মানুষ যাদের কোনোদিন মানুষের ইতিহাস-ভূগোলের মধ্যে স্থান দেয়নি, যারা এতদিনে হয়তো প্রকৃতির নির্ম্মম বৈরিতায় এ-পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যেত, তাদের কয়েক বছরের মধ্যে আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ করবার মত "ভৌতিক" শক্তি সোভিয়েটের নেই, আর যে সব দেশ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে

সেইখানেই যখন আজও "প্ল্যানচেট্"-এর দৌরাত্ম্য যায়নি, তখন সুদূর সুমেরুর অধিবাসীরা যদি একটু আধটু ভূতের গল্প আমাদের শোনায় তো শোনাক না! ক্ষতি কি? কিন্তু সোভিয়েটের তরুণ কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস আছে যে একদিন এরা আধুনিক সভ্য জগতের মানুষ হবে। মিঃ স্মল্কা বলেছেন:

> "I saw and heard much among those students and their teacher-friends who think that the jump from Stone Age to the twentieth century is possible at a few year's notice."

তবু তাদের বিশ্বাস আছে যে প্রস্তর যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগে নিয়ে আসতে বিশেষ সময় নষ্ট হবে না, কয়েক বছরেই হবে।

মিঃ স্মল্কা পশ্চিম সাইবেরিয়ার 'রাজধানী' নেভোসিবিরস্ক্-এ পৌঁছলেন। পথে বহু ইস্পাতের ব্রীজের উপর দিয়ে ট্রেণ গেল। স্মল্কার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শ্লাাখ্ম্যান্। শ্ল্যাখম্যান যাচ্ছিলেন ইর্কুটস্ক্-এর চিকিৎসাসঙ্ঘের কর্ত্তার পদ গ্রহণ করতে। ওবি নদীর তীরে নূতন নগরটির দিক দিয়ে ইঙ্গিত কোরে শ্লাখম্যান বললেন স্মল্কাকে: "এই হোচ্ছে এসিয়ার চিকাগো। পূর্ব্ব-পশ্চিমের রেল লাইনের জংশন; উত্তরাভিমুখী সমস্ত নদীর মোহনা; চারিদিকের গম, কুজনেট্জক্-এর লোহা ও কয়লা, তুর্কিস্থানের তূলার গুদাম। এইখানে নেমে আপনি আত্লান্তিকে বা প্যাসিফিকে যেদিকে খুসী ট্রেণে যেতে পারেন, নদীপথে আর্টিকেও যাওয়া যেতে পারে।" স্মল্কা জিজ্ঞাসা করলেন: "কিন্তু বড় বড় আকাশস্পর্শী অট্টালিকা কোথায়?" "এ হোচ্ছে আগামী কালের আমেরিকা।"

(৩)

সুমেরুর নগরগুলি রুষবিপ্লবের বন্যার পর নূতন কিশলয়ের মতো অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার সুমেরুবাসী রুষিয়ার অক্লান্ত কর্ম্মীদের সহায়তায় নগরগুলি গড়ছে। মুখচোখ তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, তাই কাজে তাদের প্রেরণার অভাব নেই। প্রত্যেকটি নগরের প্রভূত ঐশ্বর্য্য, বরফ আর মাটির তলা থেকে তাদের আহ্বান জানায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের জন্যে। সংগ্রাম তারা করে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিস্তীর্ণ সুমেরু অঞ্চলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি সাধারণ শ্রমিক থেকে আরম্ভ কোরে ছোট ছোট নগরের অভিভাবকদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে ঃ "আমরা যখন স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে এসেছি তখন ব্যক্তিগত লাভক্ষতির বিষয় বিবেচনা আমরা করি না। এ-কাজ তো একদিনের কাজ নয় বা একলার কাজ নয়। এ-কাজ যেমন আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে করছি—বৈজ্ঞানিক্ থেকে আরম্ভ কোরে শ্রমিক পর্য্যন্ত—তেমনি দীর্ঘদিন কেটে যাবে এ-কাজ সুন্দরভাবে শেষ করতে। তবু করছি আমরা কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর এই অস্পৃশ্য কোণটিকে যদি আমাদের স্পর্শে একবার সজীব কোরে তুলতে পারি, যদি প্রকৃতির বধিরতা ঘুচিয়ে একবার মানুষের আহ্বানে তাকে সাড়া দেওয়াতে পারি, তাহোলেই ভবিষ্যতের মানুষের জীবনের স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্যের কথা ভেবে আমরা আজ আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব। এই

আমাদের কাজের একমাত্র উদ্দীপনা—আমরা জানি যে শুভাকাঙ্ক্ষী বাপমায়ের কর্ত্তব্য করছি আমরা।" এই একই কথা মেয়েপুরুষের সকলের মুখে ছোটবড় সমস্ত নগরে শোনা যাবে—এরা সব হোচ্ছে—'a generation of good parents.'

নর্ডভিক নগর। সুদূর উত্তরে খাটাংগা নদীর উপত্যকা কয়েকদিন পূর্ব্বেও মানুষের জ্ঞানের অন্তরালে ছিল। যাযাবর বাসিন্দাদের কোনো স্থায়ী বসবাস ছিল না। ভ্রাম্যমাণ জীবনের তাড়নায় কোনো সঙ্ঘবদ্ধ বা সুসঙ্গত সভ্যতা গড়বার প্রয়োজন হয়নি। নদীর নীচের দিকটা ইয়াকুটায়ের, উপরের দিকটা ক্রোজ্‌নোইয়ার্স্কের তত্ত্বাবধানে। শাসনকেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত বোলে এই অঞ্চলে শৃঙ্খলার অভাব এত বেশী। কিন্তু এর গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। গবেষণা কোরে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে এখানে প্রচুর কয়লা, তেল ও পাথুরে লবণ জমা আছে। সুদূর প্রাচ্যে এবং মুরমানস্ক্‌ অঞ্চলে মৎস্য ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে লবণ সরবরাহের সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে। এতদিন পর্য্যন্ত ওডেসা থেকে সুদূর প্রাচ্যে লবণ আমদানী করা হোত, এবং সেই লবণ ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর ও হরিৎ সাগরের উপর দিয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এসে পৌঁছত, আর না হয় আত্‌লান্তিক পার হয়ে পানামা খালের ভিতর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিত। প্যাভ্‌লোডর লবণও সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল সুদীর্ঘ রেলপথের উপর দিয়ে ব্লাডিভস্টকে পৌঁছত এবং সেখান থেকে তাকে চালান দেওয়া হোত জাহাজে কোরে—শাখালিয়েন্‌, ক্বাম্‌চাটকা ও চুকোট্‌কা উপদ্বীপে। খাটাংগা নদীর লবণ পূর্ব্বে বা পশ্চিমে লেনা ও কোলিমা নদীর উপর দিয়ে পাঠান যেতে পারে। তাতে যে শুধু দূরত্ব কমবে

তা নয়, খরচও অনেক কম হবে। এই উপত্যকা থেকে যে পরিমাণ লবণ বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেছেন তাতে আর্টিকের পূর্ব্বদিক এবং সুদূর প্রাচ্যের মৎস্য ব্যবসার জন্যে দেড়শ' থেকে দু'শ বছরের লবণ পর্য্যন্ত সরবরাহ করা যাবে। সেইজন্য ১৯৩৬ সালে যে দু'কোটি রুবল এই অঞ্চলের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা সবদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। নর্ডভিক নগরকে এই নূতন প্রচেষ্টা বা শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে' তোলা হোচ্ছে। ঘরবাড়ী, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমস্ত আধুনিক নগরের মতো সুন্দর কোরে তৈরী করা হোচ্ছে। পরিকল্পনা আছে যে নর্ডভিককে অন্তত ৪০,০০০ লোকের স্থায়ী বসবাসের উপযুক্ত নগর করা হবে। এ হোচ্ছে চার বছর আগের কথা, এবং সেই সময় মিঃ স্মল্‌কা নর্ডভিক থেকে ফিরবার সময় সেখানকার কর্ম্মীদের ও নগরগঠনকারীদের আহ্বান কোরে বলেছিলেনঃ 'নর্ডভিক নগরগঠনকারী কর্ম্মীবৃন্দ! আপনাদের এই নূতন উদ্যমের সাফল্য আন্তরিক কামনা কোরে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। আজ যে জলকাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের সম্বোধন করছি আমি বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে আপনারা একদিন একে যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত পথ কোরে গড়ে' তুলবেন। দূরে যে সমতলভূমি পড়ে' রয়েছে সেখানে হবে আপনাদের ষ্ট্যালিন স্কয়ার এবং সুমেরুর শীতের অন্ধকারকে অগ্রাহ্য কোরে একদিন সেখানে আপনারা সার্চ্চলাইট জ্বেলে নভেম্বর প্যারেড করবেন। ডানদিকে গড়ে' উঠবে আপনাদের বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান, তার পিছনে 'প্রসপেক্ট ওটো স্মিডট্'-এ মোটর ট্র্যাক্টর সব তৈরী হবে, সেখান থেকে আপনারা যাবেন নির্ব্বিঘ্নে নর্থ লাইট তেলের খনিতে, 'পোলার স্টার লবণ খনিতে। আর ভবিষ্যতে এইখানে আইস

বিয়ার রেস্তোরাঁয় একদিন নৈশভোজনের সময় আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের বলব যে, আমিই একমাত্র ভাগ্যবান বিদেশী সাংবাদিক যে এই নগর পত্তনের সময় এখানকার কর্ম্মীদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিল। আমার আশা আপনারা ব্যর্থ হোতে দেবেন না এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে আমি আজ যাচ্ছি।" তারপর চার বছর কেটে গিয়েছে। মিঃ স্মল্‌কা আজ তাঁর আকাঙ্খা পূরণের জন্যে পুনঃযাত্রা করলে নর্ডভিকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও বেশী আশান্বিত হবেন।

তুদিনকা ও নরিলস্ক। খেয়ালী প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ইয়েনিসাই নদীর তীর দিয়ে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলা দিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হয় তুদিনকায় এবং সেখান থেকে খনিকেন্দ্র নরিলস্ক-এ। নদীর তীরে তীরে ব্যারেল ব্যারেল পেট্রল, রেললাইন, বিমান যন্ত্রের আসবাবপত্তর ছড়িয়ে রয়েছে, দুর্গম সুমেরুযাত্রীদের অভিযানের ও সংগ্রামের নিদর্শন সব। মধ্যে মধ্যে কাঠের প্রাচীরের গায়ে রঙিন পতাকায় এবং বোর্ডের উপর লেখা রয়েছে নানারকমের বাণী—"পৃথিবীর সু-উত্তরের রেললাইন গড়ছি আমরা", "কমরেড, সুমেরুকে আমরা জয় করব", "সমাজতান্ত্রিক নিয়মে উৎপাদন বৃদ্ধি করবার পদ্ধতি হোচ্ছে স্ট্যাখানোভিজম্", "পৃথিবীর শ্রমিক ভাইরা সঙ্ঘবদ্ধ হও", ইত্যাদি।

তুদিন্‌কা থেকে ৭০ মাইল পূর্ব্বে হোচ্ছে নরিল্‌স্ক্। প্রচুর নিকেল জমা আছে নরিল্‌স্ক্-এর মাটির নীচে। নিকেল সোভিয়েট ইউনিয়নের অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু আজ এই পার্ব্বত্য অঞ্চলটিতে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা যে নিকেলের সন্ধান পেয়েছেন তা মাটি থেকে তুলতে পারলে কানাডার নিকেলের উপর সোভিয়েট ইউনিয়নের আর নির্ভর করবার প্রয়োজন হবে না। তা ছাড়া নরিলস্ক-এ কয়লা, সোনা, তামা, প্ল্যাটিনাম আছে প্রচুর। ইয়েনিসাই

সুমেরু অভিযান

নদীর উপর দিয়ে ষ্টীমার কোরে গিয়ে কারা সাগরের কূল দিয়ে যেতে হবে আইস্ ব্রেক্রারে পূবদিকে পিয়াসিনার মুখ পর্য্যন্ত। পিয়াসিনাতে জল কম বোলে বড় বড় নৌকায় যেতে হবে পিয়াসিনা ও নরিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত, তারপর নরিল্কা হ্রদের উপর দিয়ে ভালিয়ক পর্য্যন্ত। নরিল্স্ক পর্ব্বত থেকে ভালিয়ক্ মাত্র কয়েক মাইল দূরে। এই সুদীর্ঘ ১৬০০ মাইল জলপথে যাতায়াতের নানা অসুবিধার জন্যে দুদিন্কা থেকে নরিল্স্ক পর্য্যন্ত রেললাইন তৈরী করা হোচ্ছে। এতদিন রেললাইন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ইয়েনিসাইয়ের মুখে সুন্দর কোরে বন্দর গড়া হোচ্ছে। নরিল্স্কের কয়লাতে নরিল্স্কের নিকেল নিয়ে যাতায়াত করবে ট্রেন—ষ্টীমারকেও আর মাঝপথে তক্তা বোঝাই করতে হবে না বয়েলার গরম করবার জন্যে। কারা সাগরের পথের জাহাজগুলির মুরমান্স্কে আর একদমে কয়লা ভর্ত্তি করতে হবে না, নরিল্স্কে কয়লা মিলবে। দুদিন্কা থেকে নরিল্স্ক পর্য্যন্ত রেললাইন গঠনের এই হোচ্ছে কারণ। তা ছাড়া শুধু নরিল্স্কতে ১০,০০০ লোক খনিতে খাটবে আর পাঁচ হাজার রেলে ও বন্দরে। কয়েক বছরের মধ্যে দুদিন্কা ও নরিল্স্ক প্রায় ৩৫,০০০ বাসিন্দা নিয়ে সুন্দর নগর হয়ে গড়ে' উঠবে, আধুনিক জীবনের কোনো অভাবই বিজ্ঞানের সহায়তায় সেখানে থাকবে না। আশ্চর্য্য এই যে বহু চোর, খুনী, ষড়যন্ত্রকারীদের এখানকার কাজে লাগানো হয়েছে এবং কাজের ভিতর দিয়ে তারা যেমন দুর্দ্দান্ত সুমেরুর রূপ বদলাচ্ছে তেমনি নিজেদের প্রকৃতিকেও পরিবর্ত্তন করছে। তরুণ কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাস করে যে এরা যেমন একদিন আবার ভাল মানুষ হবে তেমনি সুমেরুর অশান্ত প্রকৃতিও আর দুরন্ত থাকবে না। মানুষ সম্বন্ধে এরকম ধারণা বা শ্রদ্ধা কোথায় দেখা যায় ?

ইগার্কা। ইগার্কার প্রাকৃতিক সম্পদ হোচ্ছে কাঠ। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে প্রায় ৫ লক্ষ গাছ কাটা হয়েছিল—যা দিয়ে লণ্ডন থেকে কাইরো পর্য্যন্ত পথ ছেয়ে দেওয়া যায়। বছরে প্রায় ৫ কোটি গাছ জন্মায় এই অঞ্চলে। এখানকার কাঠ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লাল পাইনগুলি এত সুন্দর, সরল ও সুদীর্ঘ যে একটি গাছ কেটেই জাহাজের মাস্তুল বানানো যায়। সেলুলোজ, কাগজ ও নকল সিল্কের জন্যে শ্বেত পাইনও খুব আবশ্যকীয়। ক্যানাডার কাষ্ঠসম্পদ আগামী দশ বছরের মধ্যে যদি নিঃশেষিত হয়ে যায় তা হোলেও সাইবেরিয়া কয়েক শতাব্দী ধরে' সমস্ত পৃথিবীর চাহিদা মেটাতে পারে। ইগার্কার কাঠ এত বেশী মূল্যবান যে লণ্ডনের ব্যবসাদারদের শুধু ইগার্কার কাঠ দেওয়া হয় না, তার সঙ্গে রুষিয়ার অন্যান্য কাঠও নিতে হয়। লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ী তৈরী করা যায় এই কাঠ দিয়ে, হাজার হাজার জাহাজ এবং পৃথিবীর সমস্ত পত্রিকা ও পুস্তক, ছাপাখানার সমস্ত কাগজ এখান থেকেই সরবরাহ করা যায়।

এই ইগার্কাকে বলা হয় সুমেরুর রাজধানী। আধুনিক সভ্যনগরের সবকিছুই এখানে আছে—হোটেল, রেস্তোঁরা, টাউন হল, নাচের হল, থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব, স্কয়ার, খেলার মাঠ ইত্যাদি। সবগুলিই আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত। আর বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে যে নগরের পথগুলি সব কাঠের তৈরী, সেতুর মতো মাটি থেকে উঁচুতে। ঘরবাড়ীও প্রায় সব কাঠের নক্সা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কতখানি আলোক এখানে এসে পৌঁছেচে তার দৃষ্টান্ত একটা টাউন হল বা গোটা কয়েক হোটেল না উল্লেখ কোরেও অন্য সামান্য ব্যাপারেও করা যেতে পারে। যেমন এখানকার যে-কোনো নাপিতের দোকানে পর্য্যন্ত প্রবেশ করলে

দেখা যাবে সামনে দুটো পোস্টার টাঙানো রয়েছে, একটা নাপিতের জন্যে আর একটা প্রবেশকারীদের বা 'ভিজিটারদের' জন্যে। নাপিতের জন্যে লেখা রয়েছে ঃ (১) সাবধানে কামাবে, যেন না কাটে—হঠাৎ কাটলে যত্ন কোরে আওডিন লাগিয়ে দেবে, (২) কাজে লাগবার আগে গরম জলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে, (৩) কাজের সময় কথা বলবে না, (৪) স্টেরিলাইজড ব্রাশ ব্যবহার করবে, (৫) প্রত্যেকবার কামাবার পর সব পরিষ্কার কোরে নেবে, ছুরি কাঁচি ফুটন্ত জলে কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে এবং চিরুনি বা রবারের জিনিষ শুধু গরম জল আর সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবে, (৬) পরিষ্কার পোষাক পরে' থাকবে, (৭) নূতন লোককে নূতন পরিষ্কার তোয়ালে দেবে। ভিজিটারদের জন্যে লেখা আছে ঃ (১) কামাবার পর গরম জলে সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত ; (২) বাড়ী ফিরে গরম জলে সাবান দিয়ে মাথা পরিষ্কার করা উচিত ; (৩) ভিতরে ধূমপান করা অন্যায় ; (৪) কোনো অসুখ থাকলে দোকানে প্রবেশ করা অপরাধ। এর কোনো একটা নিয়ম যদি কেউ অমান্য করে তা হোলে স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকে জানালে তার প্রতীকার করা হবে। সমাজের সমস্ত শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্যে এটুকু সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান প্রত্যেকের থাকা উচিত।

এই দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করবার কারণ হোচ্ছে এই যে আমি ইগার্কার কথা বলছি, মস্কোর নয়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে মেয়েরা এই কাজ করে এবং মিঃ স্মল্‌কা একবার একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পুরুষে এ-কাজ করে না কেন? মেয়েটি জবাব দিয়েছিল ঃ "তাদের অনেক বেশী কঠিন কাজ করবার প্রয়োজন আছে।" শুধু তাই নয়, মেয়েটি তখন নার্সিং পড়ছিল এবং তার ইচ্ছা যে ডাক্তারি শিখে সে সুমেরুর একজন ডাক্তার হবে। এই

কথা শুনে স্মল্‌কা লিখেছেন, যে ইগার্কা ছাড়বার সময় 'I left with a torturing vision of Russia 1950.'

এইখানে আর একটি কাহিনী আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত। সোভিয়েট রুষিয়ার অবস্থাপন্ন কৃষকদের বা 'কুলাক'দের কথা। রুষবিপ্লবের পর এই কৃষকরা ছিল রুষিয়ার একটা প্রধান সমস্যা। পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গঠনের পথে এরা ছিল সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। মাটির মায়া এমনই কঠিন যে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের নাম শুনলে এই সব কুলাকরা ভয়ে শিউরে উঠতো, ভাবতো যে তাদের নিরুপদ্রব জীবনে অশান্তি আসবে। ট্রট্‌স্কির পরিকল্পনা ছিল এই কৃষকদের উচ্ছেদ করা, যেমন করা হয়েছে বড় বড় ভূস্বামীদের এবং ব্যাঙ্কারদের। কৃষকদের নির্ম্মূল কোরে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন ট্রট্‌স্কি। ষ্ট্যালিনের দূর-দৃষ্টিতে এই প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে' যায়। তিনি ট্রট্‌স্কির যুক্তি অনুমোদন করেননি এবং ট্রট্‌স্কির প্রস্তাবকে তিনি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছিলেন। কৃষকদের উচ্ছেদ-ব্যবস্থা সমর্থন না কোরে ষ্ট্যালিন গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে কৃষিকাজ করবার ব্যবস্থা করলেন। 'kolhoz' বা যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোলো। কৃষকেরা সমবেত হয়ে চাষকাজ করবে আধুনিক পদ্ধতিতে। যন্ত্রপাতি সব গবর্ণমেণ্ট থেকে সরবরাহ করা হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা হবে গবর্ণমেণ্ট। এত বড় সুবিধা গরীব ও নিঃস্ব কৃষকদের কাছে খুবই লোভনীয়। মাটির উপর যাদের মালিকানা নেই, মাটির সঙ্গে নাড়ীর টানও তাদের অনেক কম। গরীব কৃষকদের ভুল ভাঙতে তাই আদৌ দেরী হোলো না। সোৎসাহে তারা 'Kolhoz'-এ বা যৌথ কৃষি-সঙ্ঘে যোগ দিয়ে কৃষিকাজ আরম্ভ করল। বিপদ হোলো কুলাকদের

অর্থাৎ ধনী কৃষকদের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মাটির সংস্কারে অন্ধ হয়ে তারা মুক্তির ও স্বাধীনতার পথ দেখতে পেল না। মাটি আঁকড়ে রইল। এদিকে অসংখ্য নিঃস্ব কৃষকদের সমবেত চেষ্টায় যৌথ চাষকাজের ফলে কৃষির দ্রুত উন্নতি হোতে রইল। যৌথ কৃষিসঙ্ঘের আধুনিক যন্ত্রপাতির কাছে কুলাকদের পুরাতন লাঙল আর ঘোড়া হার মেনে হয়রাণ হয়ে গেল। অর্থের দিক দিয়েও প্রতিযোগিতায় কুলাকরা পারল না, কারণ যৌথ কৃষিসঙ্ঘের পশ্চাতে রয়েছে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রভূত অর্থ, তার সঙ্গে কুলাকদের পুঁজি পাল্লা দিয়ে পারবে কেন? ভীষণ বিপদের সন্মুখীন হোলো কুলাকরা। চারিদিকের পথ অবরুদ্ধ দেখে তারা মরিয়া হয়ে উঠল। কি কঠিন মাটির মালিকানার মোহ, আর ভূয়ো ব্যক্তিস্বাধীনতার মায়া! কুলাকরা একরকম মরিয়া হয়ে যৌথ কৃষিসঙ্ঘ ধ্বংসের জন্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। সে এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। তরুণ কম্যুনিষ্টদের ঘেরাও কোরে এই কুলাকরা পুড়িয়ে লাঠিয়ে মেরেছে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ীতে, শস্য পুড়িয়ে দিয়েছে, তবু মাটির মালিকানা ছেড়ে সোভিয়েট যৌথ কৃষিসঙ্ঘে যোগ দেয়নি। অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে জোর কোরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাদের ভূমির স্বত্ব কেড়ে নিল। মুষ্টি-মেয় কুলাক্, যারা যুগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝে যৌথ সঙ্ঘে যোগ দিল তারা রেহাই পেল, কিন্তু অধিকাংশই সংস্কারমুক্ত হোতে পারল না। তারা হোলো দ্বীপান্তরিত। লক্ষ লক্ষ কুলাক নির্ব্বাসিত হোলো, উত্তর রুষিয়ার বাসিন্দারা গেল মধ্য এসিয়ায়, ককেসিয়ান্‌রা গেল সুদূর প্রাচ্যে আর উক্রেনিয়ানরা গেল উত্তর সাইবেরিয়ায়। ক্রিমিয়ার আঙুরের ক্ষেত আর উদ্যান ছেড়ে আসতে যারা বাধ্য হোলো তারা গেল সুমেরুর শীত আর তুষারের মধ্যে পরিশ্রম

করতে। আর যারা তুষারের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছে, শীতের সন্ধ্যায় ঘরের চুল্লীর পাশে শরীর গরম কোরে আরাম ভোগ করেছে তাদের পাঠানো হোলো তাজিকস্থানের মরুভূমির নগ্ন উষ্ণতার মধ্যে। এই হোলো ষ্ট্যালিনের বিচার, মানুষ হয়ে জন্মেছ, মানুষের জন্যে কাজ করতেই হবে আর নিজের ঘাম ফেলে নিজের সুখ অর্জ্জন করতে হবে।

শীতপ্রধান সুমেরুতে অসংখ্য কুলাক আজ পরিশ্রম করছে নূতন সভ্যতার ভিৎ গঠনের জন্যে। একদিন যেসব কম্যুনিষ্ট তরুণ-তরুণীদের তারা ঘেরাও কোরে নির্ম্মমভাবে পুড়িয়ে মেরেছিল, লাঠি আর কোদালির ঘা মেরে পথে পথে নির্ব্বিচারে খুন করেছিল, আজ তাদেরই অভিভাবকত্বে তারা মানুষের নূতন সভ্যতার ইমারত গড়ছে। যেমন নির্ম্মম সুমেরুর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন করছে, তেমনি নিজেদের নির্ম্মম প্রকৃতিরও রূপান্তর আনছে। সুমেরুর নির্ব্বাসিত কুলাকদের আজ আর সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নেই, সেই মালিকানা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মোহ তাদের দূর হয়ে গিয়েছে। আজ তারা সুমেরুতে শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের শ্রমের পরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছল জীবিকা অর্জ্জন করছে। তরুণ কম্যুনিষ্টরাও তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। ফলে হারানো স্বাধীনতা কুলাকরা আজ ফিরে পেয়েছে। ভোট দেবার এবং দেশে ফিরবার অধিকার তারা পেয়েছে। সমস্ত সভায় এবং রাজনীতিক আলোচনায় যোগ দেবার অধিকার তাদের আছে, স্বাধীনভাবে আলোচনা করবার দাবিও আছে। এই নূতন জীবনের আস্বাদ পেয়ে আজ তারা সত্যই তাদের পুরাতন ব্যবহার ও মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত। মিঃ স্মল্‌কা সুমেরু পরিভ্রমণ কোরে নিজে এই সব দেখে ফিরে এসেছেন। একজন জাহাজের শ্রমিককে মিঃ স্মল্‌কা একবার এই

কুলাকদের ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শ্রমিকটি উত্তর দিয়েছিল, "Not bad these chaps—all exiles", এবং এই কথা বহুবার শুনে ও দেখে মিঃ স্মলকা লিখেছেন, 'তখন আমি বুঝলাম যে কুলাকরা সর্ব্বত্রই স্বাধীন শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করছে এবং তাদের আর চেনবার উপায় নেই।'

ষ্ট্যালিনের বুদ্ধি ও বিচারের এই হোচ্ছে ফল এবং একটা সামান্য নিদর্শন।

সুমেরুর নগর, পথঘাট, কলকারখানা, আর্থিক প্রাচুর্য্যের কাহিনী ও অভিযানের বর্ণনা এইখানে শেষ করলাম। বাকি আছে দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। একটি সাংস্কৃতিক আর একটি রাজনীতিক। সুমেরুর বর্ব্বর অধিবাসীদের মধ্যে কিভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার হোচ্ছে এবং তার নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে এর পর আলোচনা করব। জনপ্রিয় ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর শেষ জীবনের কয়েকটা দিন কিভাবে এই সংস্কৃতির কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর প্রাণবন্ত চিঠিপত্রের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। মানুষের প্রতি যাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল, নূতন যুগের মানুষকে যিনি দৃপ্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন, তিনি মানুষের এতবড় একটা প্রয়াস ও শ্রমকে উপেক্ষা করতে পারেন না। গোর্কির সেই উৎসাহ ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আমরা দেব। তারপর এই সুমেরু সভ্যতা গঠনের ফলে পৃথিবীতে রাজনৈতিক ভূগোলের কি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে এবং আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের দিনে তার সামরিক গুরুত্বই বা কতখানি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(৪)

সভ্য পৃথিবী যাদের মানুষ বোলে কোনোদিন স্বীকার করেনি, এ-পৃথিবীর ভূগোলের মধ্যে যাদের কোনো ঠাঁই ছিল না, তাদের যে শিক্ষা বা সংস্কৃতি বোলে কিছু থাকতে পারে না তা অতি সহজেই বোঝা যায়। সুমেরুর অধিবাসীদের শিক্ষা বা সংস্কৃতি বোলে কোনো কিছু ছিল না এতদিন, এমন কি জাতি বিশেষজ্ঞরা জানতেনও না কতো প্রকারের বিভিন্ন জাত পৃথিবীর এই পোড়ো অঞ্চলে বাস করে। জানবার প্রয়োজন বোধ করেননি। মুখে মুখে ভূতপ্রেতের গল্প, আধিভৌতিক গাথা আর কাহিনী ছিল এদের সম্বল আর কয়েকটা বুনো ছন্দের নাচ। ভাষার অক্ষর কিছু ছিল না, সুতরাং সাহিত্যও কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যাদু থাকলেও তাকে তূলির আঁচড়ে পটে রূপায়িত করা হয়নি, হয়ত বল্‌গা হরিণ, ভল্লুক বা বরাহের কয়েকটা হিজিবিজি ছবি এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা থাকতে পারে। আজ তাই সুমেরুবাসীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাহিনী আমাদের কাছে এযুগের নূতন রূপকথা, আর তার 'রাজকুমার' ও 'রাজকন্যারা' হোচ্ছে সোভিয়েটের তরুণ তরুণী কম্যুনিষ্টরা। 'সুমেরু'কে 'পাতালপুরী' বললে কোনো 'সভ্য' ভৌগোলিক যেমন আপত্তি করবেন না, তেমনি তার কাহিনীকে এ যুগের নূতন রূপকথা আখ্যা দিলেও নিশ্চয়ই তাঁদের কোনো ক্ষতি নেই। শুধু এযুগের আর সে যুগের রূপকথার পার্থক্য হোচ্ছে এই যে, প্রাচীন রূপকথা মাটি ছেড়ে ডানা মেলেছে মেঘলোকপারে, কল্পনার সৌধশিখরে

আবিষ্কার করেছে ঘুমন্তপুরী—আর এ-যুগের সোভিয়েটের রূপকথা নেমেছে মানুষের পৃথিবীতে, করেছে নীড় রচনা। প্রাচীন রূপকথা তাই শুধু 'গল্প' আর সোভিয়েটের রূপকথা গল্প ও ইতিহাস দুই-ই।

প্রায় ছাব্বিশটি বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে এসিয়ার উত্তরে। একমাত্র ইয়াকাট্স্ ও টাংগাস্ ছাড়া জাতি বিশেষজ্ঞরা আর কারো খবর রাখতেন না। কিন্তু এ ছাড়াও অস্টিয়াকস্, জেলিয়াকস্, গোল্ডিস, লেমাটস্, য়ুরাকস্; য়ুকাগিরস, চাক্চি ও এস্কিমো প্রভৃতি বিভিন্ন জাত আছে। মাঝে মাঝে বাইরের পৃথিবী থেকে ব্যবসাদারদের অভিযানের অত্যাচার ও শোষণ ভিন্ন তারা আর কিছু জানত না। বল্গা হরিণ পালন কোরে, ফার কেটে ও জমিয়ে এবং মাছ আর সমুদ্রের পাখী শীকার কোরে তাদের দিন কেটেছে। বরফের কুটীরে বাস কোরে জীবন কেটেছে, বাইরের পৃথিবীর মানুষকে দেখেছে মধ্যে মধ্যে তাদের ভুলিয়ে, না হয় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে লুট কোরে নিয়ে যেতে ফার এবং আরও অনেক কিছু। বাইরের সভ্য মানুষের উপর তাই তাদের আতঙ্ক ছিল। এমনকি কোনো অসুখ বিসুখ পর্য্যন্ত হোলে তারা ভাবত যে বাইরের 'সভ্য' লোকেরা তাদের মুক্ত সুমেরুর বাতাসের মধ্যে জীবাণু মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে। প্রথমে এইজন্য সোভিয়েট তরুণ তরুণীদের বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল এদের আয়ত্তে আনতে। অনেক সময় তারা অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে দূরে সহরে। সেখানে ঘরে শুয়ে আর আধুনিক খাবার খেয়ে অনেকে অসুখে মরেছে। বরফের দেশে থেকে অভ্যাস, হঠাৎ আধুনিক সহরের আবহাওয়া এবং আহারের বিলাসিতা তাদের সহ্য হয়নি। আজকের আর তাদের দূরে নিয়ে যাবার জন্যে তেমন চেষ্টা করা হয় না। শিক্ষার কেন্দ্র সব তাদের নিজেদের দেশেই

গড়া হয়েছে। সেখানেই সুমেরুর ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে শেখে।

সুমেরুর সংস্কৃতি বিভাগ তেরটি সংস্কৃতি কেন্দ্র এই অঞ্চলে স্থাপন করেছে, এবং এই তেরটি কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় মুরমান্স্ক, আর্কাঞ্জেল, ওম্স্ক, ক্রাজ নোইয়ার্সক, ইয়াকুটস্ক ও ব্ল্যাডিভস্টক থেকে। এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলির অধীনে ৪৬৬টি স্কুল এবং ৩০০টি চিকিৎসালয় আছে। প্রত্যেক স্কুলে আছে চারটি কোরে ক্লাস, এবং প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ত্রিশজন। প্রায় ১৫,৫০০ ছেলে-মেয়ে এই সব স্কুলে পড়ে এবং তাদের শিক্ষার জন্যে আছে প্রায় ২০০০ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। বৃদ্ধের অশিক্ষা দূর করবার জন্যে নানা রকম উপায় ঠিক করা হয়েছে। শতকরা প্রায় ৩০ জন সুমেরুর বয়স্ক অধিবাসীরা এখন লিখতে পড়তে জানে এবং শতকরা প্রায় ৬০-৭০ জন সুমেরুর বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে। শিক্ষার পদ্ধতি ক্রমিক। টুণ্ড্রা স্কুলে শিক্ষার পর মেধাবী ছাত্রদের পাঠান হয় ইগার্কা, ডুদিনকা ও ক্রাজ্ নোইয়ার্সক-এ বিশেষ শিক্ষালাভের জন্যে। সেখানে তারা ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি শেখে, নিজেদের ভাষায় লিখতে শেখে, বিদেশের ভাষা শিখে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করে, আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজকর্ম্ম শিখতেও যায়। যার যেদিকে স্বাভাবিক ঝোঁক ও উৎসাহ থাকে তাকে সেই দিকে সুযোগ দেওয়া হয়, কোনো রকম জবরদস্তি করা হয় না। প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রতিভার প্রতি যত্ন তো নেওয়া হয়ই, উপরন্তু নূতন সোভিয়েট সভ্যতার সঙ্গে তাদের পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হয়। কিভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বল্‌গা হরিণ পালন করতে হয়, কেমন ভাবে মোটর বোট চালাতে হয়, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়, কোনোটাই তাদের

শেখা বাদ যায় না। রুষ-বৈজ্ঞানিকরা সুমেরুবাসীদের জন্যে 'হরফ্' ঠিক করেছেন এবং সে হরফ্ রুষ ভাষার নয়, ল্যাটিনের। সুমেরুর বিভিন্ন জাতের কোনো বৈশিষ্ট্যই যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যে সোভিয়েট সংস্কৃতিবিদ্‌রা বিশেষ যত্নবান এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির প্রতি আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এমন কি যেসব সোভিয়েট দৈনিকপত্রিকা সুমেরুতে পাঠান হয় সেগুলিতে স্থানীয় ভাষায় ছাপা কয়েকটি পৃষ্ঠা থাকে।

লেনিনগ্রাডে সুমেরুর সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ইনস্টিটিউট আছে। এই ইনস্টিটিউটের তিনটি বিভাগ আছে—(১) সোভিয়েট বিভাগ—এই বিভাগে ইতিহাস, আইন, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। (২) শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ—এই বিভাগে কৃষিকাজ, মৎস্য ব্যবসা, শীকার, যন্ত্রবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। (৩) সাধারণ শিক্ষা বিভাগ—এই বিভাগে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ও রীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, অর্থাৎ শিক্ষক ট্রেণিং দেওয়া হয় স্কুল কলেজের জন্যে। প্রথম বিভাগ থেকে সুমেরুতে সোভিয়েট গঠনের জন্যে রাজনীতিক কর্ম্মীদের পাঠান হয়। সুমেরুর অধিবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং সেখানে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গঠন করা এই সব কর্ম্মীদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে বাণিজ্যকেন্দ্র গঠনের জন্যে এবং যৌথ কৃষিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্যে সুমেরুতে কর্ম্মী পাঠান হয়। তৃতীয় বিভাগ থেকে যায় শিক্ষকেরা সুমেরুর স্কুল কলেজে শিক্ষা দিতে।

সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক। শুধু অবৈতনিক নয়, শিক্ষার উৎসাহ যাতে বাড়ে সেইজন্য ছাত্রছাত্রীদের কাপড়জামা, খাবার, ঘর, বই, খেলা, থিয়েটার, সিনেমা, ভ্রমণ এবং এসব ছাড়াও ২৫ রুবল

কোরে পকেট খরচ প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ছাত্ররা যদি কিছু লিখে প্রকাশ করে তাহোলে তার জন্যে আলাদা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যে ছবি আঁকে বা যে পাথরের মূর্ত্তি গড়ে তাকেও পৃথকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ইনষ্টিটিউট থেকে প্রত্যেক সুমেরুর ছাত্রছাত্রীকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয় নিজের নিজের ভাষায় নিজেদের কাহিনী লিখবার জন্যে। গদ্যেই হোক বা পদ্যেই হোক তাদের প্রত্যেক লেখাকেই সাদরে গ্রহণ কোরে লেখককে নানাদিক থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়। পুশ্‌কিন, টলস্টয়, গোর্কী তুর্গেনিভ্‌ প্রভৃতি লেখকদের রচনা নিজ নিজ ভাষাতে সুমেরুর ছাত্ররা অনুবাদ করে। সুমেরুর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারগুলিতে যেভাবে বই নির্ব্বাচন করা হয় তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। যেমন—(ক) ক্ল্যাসিকস্‌; (১) পুশকিন, টলস্টয়, লার্মনটভ্‌, গোগোল, ডস্টয়েভ্‌স্কি, অষ্ট্রভ্‌স্কি, তুর্গেনিভ, চেখভ। (২) আন্তর্জ্জাতিক;—-ব্যাল্‌জাক, বোকাচ্চো, হায়নে, সুইফট্‌, সার্ভানটিস্‌, সেক্সপীয়র, ফস্টার। (খ) আধুনিক; (১) গোর্কী, গ্ল্যাডকভ্‌, শোলোখভ্‌, লিওনভ্‌, ইলফ্‌ ও পেট্রভ্‌। (২) আন্তর্জ্জাতিক; রোল্যাঁ, বার্নাডশ', স্টিফ্যান জিগ্‌।

এইখানে আমি একটি কবিতা উদ্ধৃত করব। কবিতাটি লেমাট্‌ ভাষায় রচিত। লেমাট্‌ থেকে রুষ ভাষায় অনুবাদ করেছেন মিঃ বি. লেভিন্‌, রুষ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন ইংরেজীতে লিডিয়া আভেরিয়ানোভা, তার থেকে আমি বাংলায় অনুবাদ কোরে দিচ্ছি। কবিতাটির নাম হোচ্ছে 'আমার কথা' (About Myself)।

বাপ মা' হারা অনাথা শিশু আমি,
ঘুরে বেড়াতাম হরিণের সাথে সাথে
সারা রাত্রি দিন,
আশ্রয়হীন।

সুমেরু অভিযান

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিনি কখনো,
শুধু হরিণ-শিশুর কান্না শুনেছি আমি।
জল দিয়ে কোনোদিন ধুইনি নিজেকে,
বৃষ্টির জল ধুয়েছে আমায়।
সহায়হীন আমি,
খেটেছি দাসের মতো পরের জন্যে,
ফারের পোশাক পরেছি ভিক্ষা কোরে,
কাঠ আর বরফ ব'য়ে ব'য়ে
তুষার-বালক আমি বেড়িয়েছি ঘুরে।
খাবারের পাইনি কো স্বাদ,
শুধু টুক্‌রো মাংস খেয়েছি চেয়ে চেয়ে।
আলোছায়ার অপরূপ যাদু দেখিনি,
শুধু একঘেয়ে সূর্য্যের আলোক,
না হয় রাতের আঁধার,
আর অবিরাম তুষার-সংগ্রামে
অনিদ্রায় কেটে গেছে দিন।
আজ রাতের আঁধার শেষে পাখির ছানার মতো
দিনের আলোয়,
জেগেছি নূতন কোরে সূর্য্যের সন্তান আমি
অনাথা শিশু আর নই।
নই আমি হরিণ-রাখাল,
মানুষের শিক্ষক আজ
লিখি আর পড়ি আমি কতো মানুষের কথা।
কাঠ আর বরফ বওয়া হয়ে গেছে শেষ।
মানুষের বোবা ঠোঁটে ভাষা দিই আমি,
মানুষের অন্ধ আঁখি খুলে' দিই জ্ঞানের আলোকে।

সোভিয়েট সভ্যতা

সুমেরুর কবির এই কবিতার সমালোচনা নিষ্প্রোয়োজন। পাকা পাকা কথা প্যাঁচ দিয়ে বলতে সুমেরুর সরল কবিরা হয়ত শেখেনি, কিন্তু তাদের জীবনের সহজ কথা সরল কোরে বলতে তারা জানে, আর তার মধ্যে যখন নির্ম্মল আবেগ ও অনুভূতি থাকে তখন কাব্য বলতেও তাকে বাধা নেই। এইসব সুমেরুর কবি, লেখক, চিত্রকর, ভাস্কর, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এদের প্রেরণার অন্ত নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে গোর্কী ও রোলাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় করেছে এবং তাঁরা কেউ এইসব তুষার দেশের বালক-বালিকাদের উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেননি। ম্যাক্সিম গোর্কী ইগার্কাতে সুমেরুর শিশুদের একখানি অতি-সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। গোর্কীর মৃত্যুর পর আজ সেই চিঠি সুমেরুর শিশুদের ও অধিবাসীদের কাছে অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস-স্বরূপ। চিঠিখানা আমি আংশিক উদ্ধৃত করছি ঃ

"সুমেরুর ভবিষ্যতের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ট্যাঙ্কচালক, বৈমানিক, কবি, শিক্ষক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক! তোমরা সকলে আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কোরো। তোমাদের একখানা চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠির সহজ সরল ভাষায় আমার অন্ধকার ঘরখানাও আলোকিত হয়ে উঠেছিল এবং সেই আলোকে আমি তোমাদের সাহস, জীবনের আদর্শের প্রতি তোমাদের অন্তরের নিবিড় অনুভূতি অনুভব করলাম। তোমাদের মতো এমন দেশে এমন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে কষ্ট কোরে কোনো দেশের শিশুরা বাস করে না। সেই জন্যেই আমার বিশ্বাস তোমরা হবে পৃথিবীর শিশুদের আদর্শ, বুদ্ধির আর সাহসের দিক্ দিয়ে তোমরাই হবে অগ্রগামী।

"তোমরা লিখেছ যে সূর্য্যের কিরণ তোমরা পাও না। তিন

ঘণ্টা সকালে শুধু সূর্য্য দেখতে পাও আর বাকি সময় সুমেরুর রাত্রির শীত ও তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে কাটে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কি জান? সুমেরুর রাত্রিতেও তোমাদের বুদ্ধির সূর্য্য কিরণ দিচ্ছে। প্রকৃতিকে তোমরা জয় করেছ। তোমরা বীর। তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে বন্দী মাটির তুষার-শৃঙ্খল তোমরা ছিঁড়ে দিয়েছ। আজ সেখানে ফলফুল, শাকসব্জী, নানারকম শস্য জন্মাচ্ছে।

"আমি বুড়ো হয়েছি, তাই তোমাদের কথা যখন ভাবি তখন হিংসা হয় আমার। কতো বিস্ময়কর ব্যাপার তোমরা ঘটতে দেখবে এই পৃথিবীতে। সুমেরুর যে আবহাওয়ার মধ্যে তোমরা গড়ে' উঠেছ, তাতে তোমরা তো আর নরম মানুষটি হবে না, লোহার মানুষ হবে। শুধু শিখবে আর গড়বে আর পৃথিবীর স্তরে স্তরে যতো সৌন্দর্য্য লুকানো আছে সমস্ত আবিষ্কার করবে তোমরা, ভোগ করবে। তোমরা দেখবে অল্‌টায় পাহাড়, পামিরের চূড়া, উরালের শৃঙ্গ, ককেসাস্; হাজার হাজার হেকটর জমি জুড়ে তোমরা দেখবে প্রচুর শস্য। বিরাট বিরাট কলকারখানার হুঙ্কার শুনবে, বড় বড় বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান দেখবে। মধ্য এসিয়ায় দেখবে তুলার চাষ, ক্রিমিয়ায় দেখবে আঙ্গুরের ক্ষেত। তাজ্জব সব সহর দেখবে—মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, খারখভ, টিফ্লিস, এরিভান্, তাশখন্দ, আবার চুভাশিয়ার মতো ছোট ছোট নগরও দেখবে, রুষ বিপ্লবের আগে যা নগণ্য গ্রাম ছিল শুধু।

"তুষার, কুয়াশা, বরফ আর তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে তোমরা আছ। আমি এখন আছি ক্রিমিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের তীরে। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, বছরে প্রথম আজ সকালে সামান্য একটু তুষার-পাত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তুষার গলে গিয়েছে। গোটা

ডিসেম্বর মাস, এমন কি গতকাল পর্য্যন্ত সকাল আটটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের আলো পেয়েছি।

"রুষবিপ্লবের আগে জার তাঁর আত্মীয়স্বজন ও সভাষদ নিয়ে এসে বাস করতেন ক্রিমিয়ায়। জারের সেই প্রাসাদ এখন কৃষকদের বিশ্রামগৃহ। ক্রিমিয়ার দক্ষিণ তীরের সমস্ত প্রাসাদগুলি এখন হয়েছে সাধারণের বিশ্রামাগার ও স্যানাটোরিয়াম। সম্মিলিত সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্‌লিকগুলিতে অনেক কিছু আছে দেখবার, অতি সুন্দর, আর তাদের মালিক হচ্ছি আমরা সকলে।

"সুতরাং আমাদের এই পরিবার, সমাজতন্ত্রের এই সীমানা আরও বাড়াতে হোলে তোমাদের সকলকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। লেখাপড়া ভালবাসবে, এমনভাবে ভালবাসবে যেমন ফুটন্ত ফুল ভালবাস, খেলা ভালবাস। ব্যায়াম করলে যেমন দেহের পেশী সবল হয়, মানসিক শিক্ষার ফলে তেমনি বুদ্ধিবিবেচনা, জ্ঞান, বিশ্লেষণ শক্তি বাড়ে। সব কিছু তোমাদের জানতে হবে, এই রকম সঙ্কল্প নিয়ে শিখবে। যে-যুগে তোমরা জন্মেছ, যে-যুগের নায়ক-নায়িকা তোমরা, সে-যুগের একরকম 'সবজান্তা' তোমাদের হোতেই হবে।

"সব সময় মনে রাখবে কোনো শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না। সেইজন্য তোমরা সকলে মিলে সুমেরু সম্বন্ধে একখানা বই লিখতে চেয়েছ শুনে আমি খুব খুসী হয়েছি। দেখবে, বই লিখতে লিখতে আরও কতো বিষয় তোমরা শিখেছ। ভালভাবে শিখলে অন্যকে তোমরা শেখাতে পারবে। খুব সাহস আর উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে। আমার যেটুকু সাহস বা উৎসাহ এই বয়সেও আছে তা তোমাদের আমি নিঃশেষ কোরে দিচ্ছি। কাজ করো। মনে রেখো পুশকিন,

নেক্রাসভ, লার্মনটভ্ তোমাদের মতো বয়সেই কবিতা লিখতেন। অনেক কবিতার কোনো ছন্দই হোত না। তোমাদেরও হবে না। তাতে কি? একদিনেই তো পুশকিন হওয়া যায় না? একটি ছোট সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠন কোরে তোমরা বই লিখতে আরম্ভ করো।

"পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে গেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, আমি যত্ন কোরে সব পড়ে,' যতখানি সম্ভব সংশোধন কোরে তোমাদের ফিরিয়ে দেব। ডিক্সন্ দ্বীপের ভাইবোন্দেরও সাহায্য নিও। আমার চিঠি তোমাদের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে গেল। অতএব এইখানেই শেষ করি।

"তোমাদের কি আমি ভুলতে পারি? নূতন যুগের মানুষ তোমরা, নূতন পৃথিবী গড়ছ। তোমরা তো বীর, বীরের মতো স্বাস্থ্য রাখতে হবে।

তোমাদের ম্যাক্সিম্ গোর্কী।"

ম্যাক্সিম্ গোর্কীর এই চিঠি উদ্ধৃত কোরে সুমেরুর কাহিনী শেষ করা যেতে পারে। কিন্তু সোভিয়েটের সুমেরু অভিযানের সাফল্যের ফলে রুষিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যে নূতন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তার গুরুত্ব রাজ-নৈতিক ও সামরিক দু'দিক দিয়েই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সম্বন্ধে আলোচনা কোরে সোভিয়েট 'কলাম্বাসের' সুমেরু রাজ্যের কাহিনী শেষ করব।

ইতিমধ্যে আমরা জানলাম যে, সোভিয়েটের নূতন সভ্যতার আলোকস্পর্শে উত্তরের বরফ-প্রাচীর গলে' গিয়েছে। সোভিয়েটের তরুণ তরুণী, যুবক যুবতীরা পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার আওতায় পালিত যুবক যুবতীদের মতো পৃথিবী জয়ের, সাম্রাজ্য অধিকারের,

ধ্বংসের আর আক্রমণের দুঃস্বপ্ন দেখে না। দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈরিতার ইন্ধন জোগায় না তারা। সোভিয়েটের তরুণ সাম্যবাদীদের "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" যে-বাণী, তা অন্তঃসারশূন্য ধাপ্পা নয়, কথার খাতিরে কথাবাজি নয়, মর্ম্মোৎসারিত সত্যের বজ্রগম্ভীর ঘোষণা, মাটি, নদনদী, সাগর, বন, পাহাড় কেটে কেটে যে-বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দী যে-সভ্যতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে-সভ্যতার মশাল জ্বেলে সোভিয়েট বালকবালিকা, যুবকযুবতীরাই জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। পথ যে তাদের পাঁপড়ি-বিছানো নয়, নির্ম্মম ও বন্ধুর, সুমেরুর পথে পথে তার স্বাক্ষর রয়েছে। সু-উত্তরের তুষার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ছোট ছোট নগর, বেতার প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র যে আলোকে আজ পৃথিবীর মানুষের পথের অন্ধকার দূর করেছে তার বাণী সাম্যের বাণী, তার মন্ত্র মৈত্রীর মন্ত্র, তার আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শ। অম্লান, অনির্ব্বাণ সেই বাণী কান পেতে মানুষ একাগ্রচিত্তে শুনছে।

(৫)

সোভিয়েট সুমেরু রাজ্যের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও সাংস্কৃতিক ক্রমোন্নতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুমেরুরাজ্য আবিষ্কার ও গঠন করার ফলে সু-উত্তরের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধে তার সামরিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া সহায়হীন ও বন্ধুহীন, অর্থাৎ পশ্চিমে ও পূর্ব্বের কোনো রাষ্ট্রই তার সঙ্গে সহ-যোগিতা করতে পারে না। পৃথিবীর একমাত্র সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র, সুতরাং অস্বস্তিকর শত্রু-পরিবেষ্টিত জীবন তাকে যাপন করতেই হবে। ঘটনার অনিবার্য্য সংঘাতে যে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েটের কূটনৈতিক চুক্তি করতে হয়েছে (যেমন নাৎসী জার্ম্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি,) তার আয়ু ক্ষণস্থায়ী এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের সুদীর্ঘ প্রতিক্রিয়ায় তার বন্ধন ছিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কে জানে, ডেনিকিন্, কলচাক্ ও যুদেনিচ্-এর পুনরাবির্ভাব এবারেও হবে কিনা। হোতে পারে, তবে লেনিন নেই, লুনাচারস্কির ভাষায় সেই 'কর্ম্মচঞ্চল, নূতন লালফৌজের সেনানায়করাও সকলে নেই। কিন্তু লেনিনের মতো স্থির, ধীর, নির্ম্মম সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে ষ্ট্যালিন আছেন, শক্তিশ্রেষ্ঠ লালফৌজের বীর সেনাধ্যক্ষ ভোরো-শিলভ আছেন। লালফৌজের যুদ্ধের নীতি ও কৌশলেরও আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাছাড়া সু-উত্তরের বরফ-প্রাচীরও অপসারিত হয়েছে, এবং উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও কর্ম্মীরা। সোভিয়েট

রুশিয়ার অবরুদ্ধ হবার আজ আর কোনো সুদূর সম্ভাবনাও নেই। সু-উত্তরের সামরিক গুরুত্ব সেইজন্য আজ সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

প্রথমে একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ কোরে আরম্ভ করা যাক। ধরে নেওয়া যাক ঘটনাচক্রে জাপান ও জার্ম্মানির সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার সংঘাত অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। জাপান ও জার্ম্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়াকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোতে হয়েছে। তা হোলে কি হবে ?

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়াকে যদি জার্ম্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোতে হোত, তা হোলে অবশ্য তাকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হোত। কারণ প্রথমেই জার্ম্মানি লেনিনগ্রাড্ এবং জাপান ব্লাডিভষ্টক্ অবরোধ করত এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র কৃষ্ণসাগরের বন্দর দিয়ে বাইরে অভিযান করা সোভিয়েটের পক্ষে সম্ভব হোত না, কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে একটুও দেরী করত না। সোভিয়েট রুশিয়া তার য়ুরোপীয় ও সুদূর প্রাচ্যের নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারত না। অন্যান্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর আমদানী করাও মুস্কিল হোত। প্রায় ৫০০০ মাইল দূরে অবস্থিত দু'টি যুদ্ধের ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হোলে ভরসা হোচ্ছে একমাত্র একটি রেলপথ। একটি রেলপথ দিয়ে যুদ্ধের অভাব পূরণ করা অসম্ভবই বলা চলে। তা ছাড়া সাইবেরিয়ার সীমান্তে বহু জায়গায় জাপান তার উপর বোমা বর্ষণ কোরে প্রচুর ক্ষতি করতেও পারে।

পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বের পথ বন্ধ কোরে সোভিয়েট রুশিয়াকে কোণঠাসা কোরে সম্মিলিত আক্রমণ চালাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ নিশ্চয়ই ফ্যাশিষ্ট ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি উপেক্ষা করত না। লালফৌজ, লাল নৌবাহিনী ও লাল বিমানবাহিনীকে তিনটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে

হোত এবং তিনটি ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও দুরূহ হোত।

আজ একমাত্র উত্তরের পথ সোভিয়েট রুশিয়ার কাছে উন্মুক্ত। উত্তরের পথের মালিক একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়া এবং শত্রুর পক্ষে সে পথের উপর আক্রমণ করাও রীতিমত কষ্টকর, এমন কি অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বছরের অধিকাংশ সময়ই সে পথ থাকে বরফে ঢাকা, কিন্তু তিন মাসের জন্যে সে পথে জাহাজ চলাচল সম্ভব। তার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়া চার পাঁচবার দিয়েছে।

মুরমানস্ক থেকে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত যে সমুদ্রের পথ আজ সোভিয়েট রুশিয়ার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসেছে, তার গুরুত্বও বর্ত্তমান যুদ্ধে অনেক। প্রথমত, যুদ্ধজাহাজ আজ ঐ পথ দিয়ে য়ুরোপ থেকে সুদূর প্রাচ্যে নিয়ে আসা সম্ভব এবং সুদূর প্রাচ্য থেকেও পশ্চিমে চালান দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাইবেরিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য এবং রুশিয়ার অন্যান্য অংশের পণ্য ও সমরোপকরণ আদান প্রদান করাও সুবিধা হবে। তৃতীয়ত, বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় থাকলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মাল সরবরাহ করাও সহজ হবে।

মস্কো ও উক্রেইনের কারখানায় যে সব বিমান তৈরী হয়, তাদের উত্তরের কূল দিয়ে, পোলার সাগরের উপর দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে ব'য়ে নিয়ে যেতে আজ আর কোনো অসুবিধা হবে না। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেলপথের তুলনায় এই উত্তরের পথ অনেক কাছে হবে এবং শত্রুর পক্ষে এই পথের উপর আক্রমণ চালানো একেবারেই সম্ভব হবে না। নির্ব্বিঘ্নে সোভিয়েট বিমান এই পথ দিয়ে জাহাজে কোরে সুদূর প্রাচ্যে পাঠান চলবে। তা ছাড়া সম্প্রতি শীতকালেও

যাতে আর্টিক সাগরের জমাট-বাঁধা বরফের তলা দিয়েও ডুবোজাহাজ চালান যায়, তার চেষ্টা করা হোচ্ছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এই ভীষণ গবেষণায় বহু দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁদের পরিপূর্ণ সাফল্যের বার্ত্তা যদিও আজ কোনো সোভিয়েট সরকারী পত্রিকায় ঘোষিত হয়নি, তাহোলেও তাঁদের আংশিক সাফল্যও শত্রুর পক্ষে মারাত্মক।

রুশিয়ার য়ুরোপীয় নৌঘাঁটি মুরমানস্ক। যদিও মেরুবৃত্তের মধ্যে মুরমানস্ক অবস্থিত, তাহোলেও মুরমানস্ক সারা বছর প্রায় বরফমুক্ত থাকে। লেনিনগ্রাড্ প্রত্যেক বছর কয়েক মাসের জন্যে বরফ-বন্দী থাকে। কোলা উপদ্বীপ থেকে এখন সোভিয়েট জাহাজ আত্লান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দিতে পারে, ফিনিশ উপসাগর, কিয়েল খাল বা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার দায়িত্ব তার এখন নেই। তা ছাড়া পানামা খাল বা লোহিত সাগরের পথ ঘুরে না গিয়ে এখন সোভিয়েট জাহাজ গ্রীষ্মকালে পূব দিকের পথ দিয়ে অনেক সহজে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছতে পারে। মুরমানস্কের সঙ্গে লেনিনগ্রাডের যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে বল্টিক হোয়াইট্ সি কেনাল তৈরী হবার পর। জাহাজ বা ট্রেণের জন্যে কয়লা সরবরাহ মুরমানস্ক থেকে হবে এবং এই কয়লা স্পিটজবার্গেন থেকে আসে।

সুমেরুর পথে নূতন কোরে যে সব বিমান ঘাঁটি তৈরী হয়েছে, সেগুলি সুমেরুর আবহাওয়ার উপযুক্ত। শীত, তুষার ও বরফের মধ্যেও সেই সব ঘাঁটিতে রীতিমত কুচকাওয়াজ করা যায় এবং সমর প্রস্তুতিরও কোনো অসুবিধা হয় না। সুমেরুর প্রত্যেকটি বৈমানিককে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং সুমেরুর সোভিয়েট বিমানগুলির যন্ত্রপাতিও আর্টিকের দুর্দ্দান্ত আবহাওয়ার উপযুক্ত। প্রত্যেক বিমানের সঙ্গে বরফের উপর দিয়ে চলবার মতো সব সরঞ্জাম আছে,

যেমন স্কি, ফ্লোট্ প্রভৃতি। বিমান ঘাঁটিগুলি সব নদীর তীরে, সাগরের কূলে, না হয় হ্রদে তৈরী করা হয়েছে, কারণ গ্রীষ্মকালে বরফ গলতে আরম্ভ করলে বিমান অবতরণের জায়গা পাওয়া যায় না। শীতকালে বরফের উপরেই বিমান অবতরণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মকালে চকালভ্ 'ANT 25' বিমানে কোরে মস্কো থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া গিয়েছিলেন এবং সকলের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, মস্কো থেকে সুদূর প্রাচ্যে পৌঁছান যায় আর্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে, ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ড, নর্ডভিক ও ইয়াকুটিয়া ঘুরে। এই বিমান আমুর নদীর উপর নিকোলিয়েভস্ক-এ পৌঁছায় ৫৬ ঘণ্টা ২১ মিনিটে। তার পর থেকে উত্তর মেরুর পথ দিয়ে সোভিয়েট বৈমানিকেরা বিমান চালিয়ে প্রমাণ করেছে যে, সুমেরু জয়ের পর প্রায় ৮০০০ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে এখন প্রয়োজন হোলে সোভিয়েট রুশিয়া বিমান যুদ্ধ করতে পারে। সুমেরুর প্রত্যেক বিমান ঘাঁটির সঙ্গে বেতার ষ্টেশন, আবহাওয়া গৃহ, বিমান-মেরামতের কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। সুমেরুর শীত প্রধান, তুষারাবৃত পথে সোভিয়েট বিমান ও নৌবাহিনী আজ যে কোনো শত্রুর মুখোমুখি হোতে প্রস্তুত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েট-ফিনিশ সঙ্ঘর্ষের ফলে আজ সোভিয়েটের ভাবী শত্রুদের পক্ষে লেনিনগ্রাড্ অবরোধ করা সম্ভব হবে না। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ছদ্মবেশী শত্রুরা ভেবেছিলেন যে, ফিন্‌ল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর পিছনে হাততালি দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন্ বিশ বছর আগের মতো সোভিয়েট আজ আর শিশু নেই এবং ষ্ট্যালিনের সমাজতন্ত্রবাদ আর যাই করুক বুর্জ্জোয়া উদারতাকে সমর্থন করে না। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ খালের

নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বৃটেনের যেমন প্যালেস্টাইন ও ঈজিপ্টের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োজন সোভিয়েটের দিক থেকেও তেমনি ফিনল্যাণ্ডের কয়েকটা ঘাঁটি একান্ত প্রয়োজন লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্যে। এটা অত্যন্ত সহজ যুক্তি, সমর বিজ্ঞানের গোড়ার কথা জানলে বা বুঝলে এ নিয়ে তর্ক করবার প্রবৃত্তি হয় না। সোভিয়েটের জয়ে এবং সোভিয়েট-ফিনিশ চুক্তিতে সোভিয়েট রুশিয়া ফিনল্যাণ্ড ও রিগা উপসাগরের উপর অবস্থিত দাগো ও ওজেল দ্বীপ দু'টির অধিকার পেয়েছে এবং হাঙ্গো ও বল্‌ডিস্কি বন্দরও তার আয়ত্তে এসেছে। অতএব এখন আর লেনিনগ্রাডের বিপন্ন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, বিশেষ কোরে বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হবার পর।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে, জার্ম্মানি ও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েটের যুদ্ধের যে সম্ভাবনার কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম আজ সে রকম ব্যাপার ঘটলেও লেনিনগ্রাড্ বা ব্ল্যাডিভস্টক্ কোনো পথই বন্ধ হবার উপায় নেই। লেনিনগ্রাডের পথ একেবারে বন্ধ। একমাত্র ব্ল্যাডিভস্টক্ এবং সেখানে উত্তরের পথ দিয়ে সোভিয়েট যোগাযোগ রাখতে পারবে।

তা ছাড়া সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত অসুবিধা সোভিয়েট রুশিয়া ইতিমধ্যে অপসারিত করেছে এবং সে অসুবিধা ছিল একমাত্র যানবাহনের। জাপানের সৈন্য বা সমরসম্ভারের সঙ্গে সোভিয়েটের সেনাবাহিনী বা সমরসম্ভারের কোনো তুলনা করা চলে না, শক্তিতে ও সম্পদে সোভিয়েট প্রায় একশ গুণ শ্রেষ্ঠ। একমাত্র সৈন্য বা সমরোপকরণ আনা-নেওয়ার অসুবিধা। চলাচলের একমাত্র পথ হোচ্ছে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ। এই রেলপথের ডবল পথ বর্ত্তমানে উরাল থেকে ব্লাডিভষ্টক্ পর্য্যন্ত

তৈরী করা হয়েছে এবং পুরানো পথের উত্তর দিয়ে নূতন সাইবেরিয়ান রেলপথ গড়া হয়েছে মধ্য সাইবেরিয়ার তাইচেট থেকে আমুর নদীর মুখ পর্য্যন্ত। এ ছাড়াও যে অসংখ্য মোটর পথ তৈরী কোরে পথগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে, তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এই সব পথ তৈরী করার ফলে রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় রুশিয়ার যে যানবাহনের সুবিধা ছিল তার চাইতে প্রায় সাত গুণ বেশী সুবিধা হয়েছে বর্ত্তমানে। সমর-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স্ ওয়ার্ণার বলেছেন যে,—This road-building probably represents the biggest strategic transport feat of our generation—এবং ব্লাডিভষ্টক সম্বন্ধে বল্লেছেন—Vladivostok has now developed from a mere fortified defensive key position into a gateway for an attack both into Korea and Eastern Manchuria. এর সঙ্গে সুমেরুর নূতন আবিষ্কৃত পথের উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা যোগ দিলে সোভিয়েটের সামরিক শক্তির গুরুত্ব কি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

যে শিশু সোভিয়েট একদিন তার বিক্ষিপ্ত ও অশিক্ষিত লাল ফৌজ নিয়ে য়ুরোপের প্রায় রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চারিদিকের বিভিন্ন মোহড়ায় সংগ্রাম করেছিল এবং জয়ী হয়েছিল, আজ তার অতুলনীয় সমরশক্তি ও সম্ভার প্রয়োজন হোলে চতুর্গুণ শত্রুর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত। প্রাকৃতিক ভূগোলের যে বৈমাত্রেয় বৈরিতা এতদিন তার পথে অসংখ্য বিপদ ও ও বিঘ্ন ঘটিয়েছে, আজ সুমেরুর জয়ের মধ্যে শুধু সেই প্রকৃতি-জয়েরই সে পরিচয় দেয়নি, ভবিষ্যতের সমস্ত শত্রুদের হঠকারিতাকে যথেষ্ট সাবধান কোরে দিয়েছে। লাল ফৌজ, লাল নৌবাহিনী,

লাল বিমানবাহিনী, লাল প্যারাচুটবাহিনী, লাল মোটরবাহিনী আজ পশ্চিম ও পূর্ব্বের পথ আগ্‌লে রয়েছে, শুধু আত্মরক্ষার জন্যে নয়, প্রয়োজন হোলে আক্রমণের জন্যেও। এমনকি সুমেরুর তুষার ও বরফাবৃত পথেও তারা মোতায়েন রয়েছে, চারিদিক থেকে সমান-ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে এবং আক্রমণ চালাবার জন্যে। সুমেরুর জমাট-বাঁধা বরফের উপর সোভিয়েটের প্রাকৃতিক জয়ের পদচিহ্ন আছে, ভবিষ্যতে শত্রুজয়ের ধ্বংসাবশেষও থাকবে।

সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

আজ থেকে তেইশ বছর আগে ১৯১৮ সালে, নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক মাস পরে ছোট বড় দশটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাকে ধ্বংস করবার জন্যে একত্রে যোগ দিয়েছিল। অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই হস্তক্ষেপের কারণ ছিল রুশ-বিপ্লব-জাত নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধ। শত্রুমিত্র ভুলে সকলে তখনো অভিযান করেছিল শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের নূতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। নূতন লাল ফৌজ তখনো যুদ্ধের কৌশল জানে না, তার উপর অস্ত্র নেই, আহার নেই, আছে শুধু অন্তর্বিপ্লবের নিদারুণ ক্লান্তি। জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদীরা আজকের মতো সেদিনও সোভিয়েট নির্ম্মূল করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছিল। উক্রেইন ছিনিয়ে নিয়ে, উক্রেইন-বাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কোরে তারা হোয়াইট গার্ডদের সহযোগিতায় সোভিয়েট রুশিয়াকে সেদিন এ অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হোতে বাধ্য করেছিল। জার্ম্মান ও তুর্কী সেনাবাহিনী জর্জ্জিয়ান ও আজারবাইজান জাতিয়তাবাদীদের সমর্থন পেয়ে তখনো টিফ্লিস ও বাকুতে প্রভুত্ব করেছিল। এইভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য সব শত্রুদের কবলিত হয়। শিশু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। রুটি মাংস একটুকরোও কোথাও নেই। ক্লান্ত শ্রমিকেরা বুভুক্ষু। কারখানা বন্ধ, কারণ কাঁচা মাল বা কাঠ কিছুই নেই। তবু শ্রমিকেরা ধৈর্য্য

বা সাহস হারায়নি। বোলশেভিক্ পার্টির নেতৃত্বে তারা বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সেদিন ঘোষণা করেছিল, 'the Socialist fatherland is in danger'—'সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি বিপন্ন'—এবং সমগ্র সোভিয়েটবাসীকে সেদিনও আহ্বান করা হয়েছিল দেশরক্ষার জন্যে। লেনিন বলেছিলেন—'All for the Front'—'সকলে আজ যুদ্ধের মোহড়ার দিকে রওনা হও।' হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক লাল ফৌজে ভর্ত্তি হয়ে সেদিন মোহড়ায় গিয়েছিল, এতটুকু দ্বিধা করেনি। নিরস্ত্র লাল ফৌজের প্রতিজ্ঞা টলেনি। জেনারাল্ ক্র্যাজ্‌নভ্ বিতাড়িত হোলেন ডন্ নদীর তীর পর্য্যন্ত। জেনারাল ডেনিকিন উত্তর ককেসাসের একটি ক্ষুদ্র এলাকায় যুদ্ধে ব্যস্ত রইলেন। জেনারাল কর্নিলভ্ নিহত হোলেন। চেকোশ্লোভাক্ ও অন্যান্য দল কাজান্, সিম্‌বির্স্ক্ ও সামারা থেকে উরাল পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হোলো। অন্যান্য মোহড়াতেও শত্রুরা পরাজিত হোলো। এইভাবে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ইস্পাতের মতো সংগঠিত হোলো লাল ফৌজ।

বোল্‌শেভিক্‌রা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী কোরে সকলকে আদেশ দিল যুদ্ধে যোগ দিতে। কারণ সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ সহজে শেষ হবে না। জনসাধারণের দায়িত্ব গুরুতর। নূতন সোভিয়েট ভূমিকে রক্ষা করতেই হবে। নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টও এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই ঐতিহাসিক সঙ্কটের দিনে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট 'War Communism' বা 'সামরিক সাম্যবাদ' প্রবর্ত্তন করে। যুদ্ধরত সেনাবাহিনী ও দেশের অভুক্ত কৃষিজীবীদের প্রয়োজন মেটাবার

জন্যে গবর্ণমেণ্ট ছোট বড়ো মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনল। গোপন বা ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ কোরে প্রধান শস্য-ব্যবসা গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া করা হোলো এবং "উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা" প্রবর্ত্তন কোরে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ গবর্ণমেণ্ট বাঁধা দামে কিনে নিয়ে শ্রমিক ও সৈন্যদের জন্যে সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্যে শ্রম বাধ্যতামূলক করা হোলো। ধনিকশ্রেণীকে দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত কোরে শ্রমিকদের পাঠানো হোলো যুদ্ধের মোহড়ায় দেশরক্ষার জন্যে। পার্টি থেকে ঘোষণা করা হোলো: 'যে কাজ করবে না, সে খেতে পাবে না'। দেশের চরম সঙ্কটের দিনে দেশবাসীর জীবন ও স্বার্থ রক্ষার জন্যে এই যে সব সাময়িক নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল একেই বলে 'সামরিক সাম্যবাদ'। হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক সৈন্যের আহার না জোগালে বা অভাব না মেটালে, দেশের জীবনরক্ষা করা সম্ভব নয় এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ দিয়ে যারা দেশের বিপ্লবকে সফল করেছে একমাত্র তাদেরই দেশরক্ষার জন্যে ভরসা করা যেতে পারে, অন্য শ্রেণীকে নয়। সোভিয়েটের প্রাথমিক অবস্থায় আইনকানুনের এই নির্ম্মমতা তাই আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

যুদ্ধ শেষ হোলো। সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যারা হস্তক্ষেপ করেছিল, পরাজিত ও নিহত হয়ে তারা যে যার ঘরে ফিরে গেল। সোভিয়েট রাষ্ট্র বা সাম্যবাদ ধ্বংস করা হোলো না। কিন্তু চার বছর বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ কোরে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে নিদারুণ শক্তিক্ষয় হোলো তা বর্ণনা করা যায় না। ১৯২০ সালে মোট কৃষি উৎপাদন প্রাক্-সামরিক যুগের জারের আমলের তুলনায়ও অর্দ্ধেক কমে গেল।

বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলকারখানা সব বন্ধ। কয়লা ও অন্যান্য খনিগুলি বন্যায় ভেসে গিয়েছে। লোহা ও ইস্পাত প্রাক্-সামরিক যুগের উৎপাদনের শতকরা তিন ভাগও উৎপন্ন হয় না। রাস্তাঘাট, যানবাহন চলাচলের পথ সব ধ্বংস হয়েছে। রুটি, মাংস, জুতো, পরিচ্ছদ, লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যও নিঃশেষিত বলা চলে। সোভিয়েট ভূমি শ্মশানে পরিণত হোলো।

যুদ্ধ যতদিন চলেছে, শ্রমিক ও কৃষকেরা যতদিন আত্মরক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে, ততদিন অভাব অভিযোগের কথা কেউ চিন্তা করবার অবসর পায়নি। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর অভাবের দংশন-জ্বালা তীব্র হয়ে উঠলো। সে-জ্বালা দূর না করলে রক্ষা নেই। ঐতিহাসিক সঙ্কটের দিনে কৃষক ও শ্রমিকেরা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল প্রধানত দুটি কারণেঃ (১) সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের জমির স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে 'কুলাক্' বা ধনী কৃষক ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল; (২) আর 'উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা' অনুযায়ী শ্রমিকেরা খাবার পেয়েছিল কৃষকদের কাছ থেকে। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হোলো তাতে শ্রমিক কৃষকের মিলনের এই ভিত্তি ভেঙে পড়ল। কৃষকেরা উদ্বৃত্ত অংশ আর দিতে চায় না, কোনো অভাব সহ্য করতে চায় না। এমন কি সচেতন শ্রমিকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হোলো। শ্রমজীবী নেতৃত্বের শ্রেণী-ভিত্তি শিথিল হয়ে এল। শ্রমিকেরা ক্ষুধার তাড়নায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে, বুভুক্ষা ও অবসাদের তীব্রতায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিৎ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। অবশ্য ভেঙে পড়ল না, কারণ যে বোল্‌শেভিক পার্টির উপর তার জীবন

রক্ষার ভার রয়েছে সে-পার্টির একমাত্র শিক্ষা হোচ্ছে ধীর স্থির ভাবে নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখী হওয়া। এই সময় লেনিন বল্লেন যে, গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'সামরিক সাম্যবাদের' ভিত্তির উপর শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, অতএব—'সামরিক সাম্যবাদ' বর্জ্জন কোরে কোনো নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। 'সামরিক সাম্যবাদের' সামরিক ঐতিহাসিক আয়ু শেষ হয়েছে।

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ্চ দশম পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসেই 'New Economic Policy' (N. E. P.) বা 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' প্রবর্ত্তন করা হয়। সামরিক সাম্যবাদের 'উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা' তুলে দিয়ে উৎপন্ন শস্যের উপর কর বসান হয়। এই করের পরিমাণ অনেক কম এবং প্রত্যেক বৎসর শস্য বপনের পূর্ব্বে এই পরিমাণ কৃষকদের জানান হবে। কর দিয়ে বাকি যা থাকবে প্রত্যেক কৃষক যেভাবে খুসী তা ভোগ করতে পারে। ব্যবসার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা কোরে লেনিন বল্লেন যে, গ্রামাঞ্চলে এই স্বাধীনতার জন্যে ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব সম্ভব। কিন্তু তাহোলেও ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বাধীনতা দেওয়া এখন প্রয়োজন। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এই স্বাধীনতা দিলে কৃষকেরা উৎসাহিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করবে, তাতে কৃষির উন্নতি হবে এবং এইভাবে যখন শক্তি সঞ্চিত হবে, তখন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সমস্ত শিল্প-ব্যবসা পুনর্গঠন করতে বিলম্ব হবে না। ঐতিহাসিক তাগিদে সামরিক সাম্যবাদের প্রয়োজন হয়েছিল সম্মুখ আক্রমণে দেশের ধনতান্ত্রিক দুর্গগুলিকে অধিকার করবার জন্যে। কিন্তু এই আক্রমণের বেগ এত বেশি প্রচণ্ড হয়েছিল যে গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনাও ছিল

খুব। তাই দূরদর্শী লেনিন প্রস্তাব করলেন যে এখন এই কৌশল ছেড়ে আমাদের বিশ্রামের জন্যে পিছনে হট্‌তে হবে। আক্রমণের পরিবর্ত্তে এখন অবরোধের কৌশলই শ্রেয়ঃ, কারণ তাতে শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকে। শক্তিমান হোলে এবং ভিৎ মজবুত করতে পারলে ঠিক সময় মতো পুনরায় আক্রমণ করতে সুবিধা হবে। এই হোলো 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' প্রবর্ত্তনের কারণ।

ট্রট্স্কী-পন্থী ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীরা এই নূতন অর্থনৈতিক নীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাব বোলে মনে করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, এই নীতির দ্বারা সমাজতন্ত্রকে নির্ব্বাসন দেওয়া হোলো। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে ট্রট্স্কী-পন্থীরা রূঢ় বাস্তবের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাননি। অথচ 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' প্রবর্ত্তনের এক বছর পরেই একাদশ কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন যে, বিশ্রামের সময় শেষ হয়েছে, পিছনে হটে' আসা বন্ধ কোরে এবার আবার ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করতে হবে। নূতন সংগ্রামরত সোভিয়েটের বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ ভিন্ন এ ধরণের সিদ্ধান্ত ও বাস্তব অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

এক বছরের মধ্যেই নূতন অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য বোঝা গেল। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে নূতন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোলো। শ্রমজীবি নেতৃত্ব শক্তিশালী হোলো। উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা তুলে দেবার ফলে মধ্য-স্বত্বভোগী কৃষকেরা সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের সঙ্গে কুলাক্-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহনের প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, জমি, গৃহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভার রইল সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের উপর। কৃষির শোচনীয় অবস্থা দূর হোলো। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে

মস্কো সোভিয়েটের সাধারণ সভায় লেনিন বল্লেন, 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি পরিচালিত রুশিয়া শীঘ্রই সমাজতান্ত্রিক রুশিয়া হবে'। এই লেনিনের দেশবাসীর কাছে শেষ বক্তৃতা। তারপর তাঁর কঠিন অসুখ হয়। অসুখ অবস্থাতেও তিনি বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণ করেননি। নূতন যুগে পৃথিবীর জনগণের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যিনি জন্মেছেন, মৃত্যুশয্যাতেই বা তাঁর বিরাম কোথায়? সমাজতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি শয্যাশায়ী অবস্থাতেই প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং এই সংহতির প্রাথমিক উপায় হোচ্ছে কো-অপারেটিভ্ 'প্ল্যান্'। কো-অপারেটিভ্ সোশ্যাইটিগুলি, বিশেষ কোরে কৃষি কো-অপারেটিভ-গুলি লক্ষ লক্ষ কৃষকদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সুন্দরভাবে উৎসাহিত করতে পারে এবং ছোট ছোট ফার্ম্মগুলিকে ধীরে ধীরে যৌথ-ফার্ম্মে রূপান্তরিত করা যায়। এ ভিন্ন কৃষকদের সমর্থন লাভ করা কষ্টকর হবে এবং কৃষকদের সহযোগিতা না পেলে রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠন করা অসম্ভব হবে। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন-অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি র‍্যাডেক্, ক্র্যাসিন্ প্রমুখ ট্রট্স্কী-পন্থীদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিন মারা যান।

সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের শোকসভায় ষ্ট্যালিন পার্টির কাছে লেনিনের নামে শপথ করলেন, লেনিনের অসমাপ্ত কাজ বোল্শেভিক পার্টি সুসম্পন্ন করবে। এই সময় আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হোলো। জার্ম্মানি, ইটালী, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন কোরে য়ুরোপের ধনিকগোষ্ঠী আবার তাদের আসন কায়েম

করল। ধনতন্ত্র প্রচণ্ড আঘাতের টাল সামলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু এই পুনরুত্থানের সঙ্গে সোভিয়েটের জাতীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পার্থক্য আকাশ-মাটি। য়ুরোপের ধনতন্ত্রের নূতন জীবন ফ্যাশিজমের নূতন সঙ্কট সঙ্গে কোরে এল। সোভিয়েটে নূতন অর্থনৈতিক জীবন-সঞ্চার হোলো সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর। তাই সোভিয়েটের আর্থিক উন্নতি ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সঙ্কট নিয়ে এল না, এল ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে। নূতন অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনার ফলে চার বছরের মধ্যে দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর হোলো এবং সোভিয়েট শক্তি ফিরে পেল। তখন প্রশ্ন হোলো আর্থিক উন্নতির পথে এইভাবেই অগ্রসর হওয়া সমীচীন কি না! ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব কি না! পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয় হোতে পারে কি না!

এ সম্বন্ধে লেনিনই উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন। লেনিন বলেছিলেন যে, বিভিন্ন দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের তারতম্যের জন্যে যেমন অনেকগুলি দেশে একত্রে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব, তেমনি একটি দেশেতেও সমাজতন্ত্রের জয় অসম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যদি এই প্রভেদ খুব বেশী থাকে তাহোলে একটি দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং উপরোক্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পার্টির জবাব দিতে দেরী হোলো না। নূতন অর্থনৈতিক নীতি গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, লেনিনের কো-অপারেটিভ প্ল্যান প্রভৃতির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিই গড়া হয়েছে এবং ধনতন্ত্রের আর্থিক কাঠামোকে ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদিন যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

জন্যে প্রস্তুত হোতে হয়েছে। প্রস্তুত শেষ হয়েছে, এইবার পুনর্গঠন ও শিল্প-প্রসার আরম্ভ হবে।

ষ্ট্যালিন বার বার বলেছেন যে, এই সমস্যাটিকে দু'দিক দিয়ে দেখতে হবে। প্রথমত দেশের দিক থেকে, তারপর বাইরের পৃথিবীর দিক থেকে। দেশের দিক থেকে বিচার করতে হোলে এ-কথা স্বীকার করতে হবে—সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী একত্রে ধনতন্ত্রকে ধূলিসাৎ কোরে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর দিক দিয়ে বিচার করতে হোলে একথাও জানা উচিত যে যতদিন অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্র গদিয়ান হয়ে থাকবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের 'বিপদের সম্ভাবনাও যাবে না। যে কোনো সময়ে এই সব রাষ্ট্রের শত্রুতা যুদ্ধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এটা ঠিক যে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থের সঙ্গে এই সব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থের মিল কোনোদিন হোতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য হবে এবং সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সোভিয়েট সর্ব্বদাই সচেতন। কিন্তু তাই বোলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে অলস হয়ে বসে' থাকবে তাও নয়। সে তার আদর্শ লক্ষ্য কোরে সমাজতন্ত্রের পথে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায় অগ্রসর হবে। সে জানে যে বাইরের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থেকেও এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব একটি দেশে। অন্য দেশের ধনিক শ্রেণীর আন্তরিক বৈরিতার বিরুদ্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ অভিযান করতে পারে না। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আদর্শে উন্মত্ত হয়ে দেশে দেশে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে অভিযান করবার প্রাথমিক গুরুতর দায়িত্ব সোভিয়েটের নয়। তাতে উন্মাদের খেয়াল চরিতার্থ হোতে পারে, কিন্তু সোভিয়েটের স্বার্থ বজায় থাকবে না। দেশের

বিপ্লবের প্রথম কর্ত্তব্য প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের। সোভিয়েট ইউনিয়নকে এই সন্ত্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার ভার পৃথিবীর জনগণের উপর। সোভিয়েট ইউনিয়ন শুধু এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থেকে দেশে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় কোরে অন্য দেশের জনসাধারণকে উৎসাহ ও শক্তি দিতে পারে পরোক্ষে এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের দিকে আশা নিয়ে চেয়ে থাকতে পারে। সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট একথা কোনোদিন বিস্মৃত হয়নি যে, অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রের পূর্ণ জয় সম্ভব নয় এবং সমাজতান্ত্রিক শান্তি ও নিরাপত্তাও অলীক কল্পনা মাত্র।

সুতরাং লেনিনের আদর্শানুগত ষ্ট্যালিন. সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্যে অগ্রসর হোলেন। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতের পর দেশের মুমূর্ষু শিল্প-শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল লেনিন-অনুমোদিত নূতন অর্থনৈতিক নীতির। আজ সে-প্রয়োজন শেষ হয়েছে এবং লেনিনের কথাতেই সমাজতন্ত্র গঠনের সেই ঐতিহাসিক সময় এসেছে। দেশের বৃহৎ শিল্পগুলিকে উন্নত করা প্রয়োজন। পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে এই সমাজতান্ত্রিক শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা গড়তে হবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করতে হবে। শিল্প প্রসারের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পক্ষে এ-কাজ যতখানি সহজ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে তা আদৌ সহজ নয়। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে মোটা মূলধন ও কাঁচা মাল সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ শোষণ কোরে সংগ্রহ করে। অন্য দেশকে নিজের অধীনে এনে সেই দেশের পরাধীন

জনগণকে অনবরত শোষণ কোরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি পুঁজি সংগ্রহ কোরে আনে দেশের শিল্পোন্নতির জন্যে এবং সে-শিল্পোন্নতি আবার পুঁজির মালিকের উত্তরোত্তর পুঁজি-বৃদ্ধির জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে মূলধন বা কাঁচা মাল সংগ্রহ করা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আদর্শ সাম্রাজ্যবাদীর আদর্শ নয়। তাই শিল্প প্রসারের জন্যে অর্থ ও কাঁচা মাল সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। কি উপায়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে? দেশের ধনিক ও জমিদার-গোষ্ঠীর কবল থেকে কলকারখানা জমি সব ছিনিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্ক, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ ভার নিয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তার লভ্যাংশ কোনো মুষ্টিমেয় ধনিক-গোষ্ঠীর পকেটে সঁপে দেয়নি, তাকে প্রয়োগ করেছে শিল্প-প্রসার ও শিল্পোন্নতির জন্যে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কোরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের কৃষক শ্রেণীকে প্রায় বার্ষিক ৫০০,০০০,০০০ স্বর্ণ রুবল খাজনা থেকে মুক্তি দেয়। এই বোঝা স্কন্ধ থেকে নেমে যাওয়ার পর দেশের কৃষক শ্রেণীও সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির জন্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করে। কৃষকেরা অশ্ব ও লাঙ্গল ছেড়ে ট্র্যাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতি চায়। দেশের শিল্প প্রসারের জন্যে এই ভাবে শত শত লক্ষ রুবল সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। শিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ কোরে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়ে দিয়ে, শ্রমের অপব্যয় বন্ধ কোরে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে যাত্রা স্থুরু করে।

'নীপার হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন', 'তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথ,' 'ষ্ট্যালিনগ্রাড ট্র্যাক্টর ওয়ার্কস', 'এ এল ও অটো-

মোবাইল ওয়ার্কস' প্রভৃতি বহু বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান তৈরী হোতে থাকে। ১৯২৬-২৭ সালে ১,০০০,০০০,০০০ রুবল শিল্পের মূলধন নিযুক্ত হয় এবং পরের বছর এই মূলধন বেড়ে হয় ৫,০০০,০০০,০০০ রুবল। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দেশের শিল্প-প্রসার দ্রুত-গতিতে আরম্ভ হয়েছে। লেনিনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ষ্ট্যালিন দেশের অর্থনৈতিক মোহড়ায় পুনরায় আক্রমণ সুরু করেছেন, কারণ 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি'র পশ্চাদপসরণের পর প্রতি-আক্রমণের সময় এসেছে।

শিল্পের উন্নতি হোলো, কিন্তু কৃষির উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ছোট ছোট কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি শস্য সরবরাহ করতে পারত না বাজারের জন্যে। আবার সঙ্কট উপস্থিত। হয় বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়ে' কৃষকদের সর্ব্বনাশ কোরে শস্যসম্ভার বাড়াতে হয়, তা না হোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশাল সমাজতান্ত্রিক যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হয়। কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করতে হোলে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন উপায় নেই।

(৯)

এই অবস্থার সৃষ্টি হয় ১৯২৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে। অধিবেশনে ষ্ট্যালিন বলেন, 'এখন আমাদের কর্ত্তব্য হোলো দেশের জাতীয় অর্থনীতি থেকে ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ একেবারে বিলুপ্ত কোরে, সহরে, সহরতলীতে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা।' শিল্প-প্রসারের তুলনায় কৃষির

অবনতি লক্ষ্য কোরে ষ্ট্যালিন আরও বলেন, আমরা এখন কি করতে পারি? আমাদের কর্ত্তব্য হোচ্ছে ছোট ছোট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত কোরে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রচলন দ্বারা সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা। একমাত্র উপায় হোচ্ছে আমাদের কৃষকদের এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা, ভয় দেখিয়ে নয়, বল প্রয়োগ কোরে নয়, বুঝিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে। এইভাবে সংগঠিত কোরে তাদের ট্র্যাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উপকারিতা কি বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ভিন্ন জাতীয় অর্থনীতির এই সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।' কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে পার্টি একটি প্রস্তাব পাশ করে এই মর্ম্মে ঃ" কুলাক্ বা ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে আরও ঘোরতর সংগ্রাম করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের প্রসার বন্ধ করতে হবে। কৃষকদের সমাজ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেশের শিল্প ও কৃষির সমান্তরাল সমাজতান্ত্রিক উন্নতির জন্যে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার' একটি খসড়া তৈরী করা হয়।

ট্রট্স্কী, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, র‍্যাডেক প্রভৃতির পার্টি নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের জন্যে ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েটের 'চৈনিক প্রাচ্য রেলপথ' নিয়ে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রীতিমতভাবে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এবারেও ঘরে বাইরের শত্রুদের একত্রে পরাজিত কোরে ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির ষষ্ঠদশ কংগ্রেসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে গুরুতর আলোচনা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯২৮-৩৩ পর্য্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে মোট ৬৪,৬০০,০০০,০০০ রুব্ল মূলধন নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ১৯,৫০০,০০০,০০০ রুব্ল শুধু শিল্পপ্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তি

বৃদ্ধির জন্যে, ১০,০০০,০০০,০০০ রুব্‌ল যানবাহনের উন্নতির জন্যে, এবং ২৩,২০০,০০০,০০০ রুব্‌ল কৃষির জন্যে ব্যয় করা হবে। এই বৃহৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হোচ্ছে দেশের শিল্প ও কৃষি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর গড়া। এই পরিকল্পনার প্রথম থেকেই শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রমের উৎসাহ বেড়ে যায় এবং শিল্প ও কৃষির দ্রুত প্রগতি সম্ভব হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার জন্যে।

নীপার হাইড্রো ইলেকট্রিক ষ্টেশনকে পূর্ণোদ্যমে কার্য্যোপযুক্ত করবার চেষ্টা আরম্ভ হোলো। ক্রামাটর্স্ক ও গোরলোভ্‌কার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গঠন এবং লুগান্‌স্ক লোকোমোটিভ্‌ ওয়ার্কস্‌ পুনর্গঠন সুরু হোলো। নূতন নূতন কয়লার খনি ও ব্ল্যাষ্টফার্ণেস প্রতিষ্ঠিত হোলো। উরাল যন্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা, বেরেজনিকি ও সোলিমানস্ক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌ তৈরী হোলো। ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কে বৃহৎ নূতন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার ভিৎ স্থাপন করা হোলো। মস্কো ও গোর্কিতে মোটর কারখানা এবং রোষ্টভ্‌-অন্‌-ডন্‌-এ ট্যাক্টর কারখানার বৃহৎ বিল্ডিং তৈরী আরম্ভ হোলো। কুজ্‌নেট্‌স্কের কয়লার খনি প্রসারিত করা হোলো। ষ্ট্যালিন্‌গ্রাডে নূতন ট্যাক্টর কারখানা স্থাপিত হোলো। পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েটের এই বৃহৎ ও দ্রুত শিল্প-বিপ্লবের কাহিনী অত্যাশ্চর্য্য ও অতুলনীয় বলা চলে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তড়িৎ-গতিতে যন্ত্রের শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

১৯২৭ সালে কুলাক্‌রা প্রায় ৬০০,০০০,০০০ পুড্‌ শস্য উৎপাদন করে এবং তার মধ্যে ১৩০,০০০,০০০ পুড্‌ বিক্রয়ের জন্যে পাওয়া যায়। ঐ বৎসর যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রায় ৩৫,০০০,০০০ পুড্‌ শস্য বিক্রয়ের জন্যে পাওয়া যায়। ১৯২৯

সালে পার্টির নূতন সিদ্ধান্তের ফলে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ট্র্যাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রপাতির দ্বারা শস্যোৎপাদন আরম্ভ কোরে প্রায় ৪০০,০০০,০০০ পুড্ শস্য উৎপন্ন হয়, এবং তার থেকে ১৩০,০০০,০০০ পুড্ বিক্রী হয়। কুলাক্‌রা এবার পরাজিত হয় প্রতিযোগিতায়। ১৯৩০ সালে যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ৪০০,০০০,০০০ পুড্ শস্য বাজারে বিক্রীর জন্যে পৃথক রাখা হয়। কুলাক্‌রা এ-পরিমাণ কল্পনাও করতে পারে না। এইভাবে নূতন নীতির নাগপাশে বেঁধে কুলাক্‌দের শ্রেণী-অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হোলো। ১৯২৯ সালের পূর্ব্বে কুলাক্‌দের উৎপন্ন শস্যের উপর কর বসিয়ে, ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ কোরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কুলাক্‌দের প্রসার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের শ্রেণী-অস্তিত্ব বিলুপ্তির চেষ্টা করেনি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কুলাক্‌দের শ্রেণী-অস্তিত্ব ধ্বংস হোলো শুধু পারিপার্শ্বিকের নিষ্পেষণে। শিল্প ও কৃষির দ্রুত প্রগতিতে উৎসাহিত হয়ে শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চার বছরের মধ্যে শেষ করবার তাগিদ জানাল। সেই অনুযায়ী প্রথম পরিকল্পনা চার বছরে শেষ করবার অনুমতি দেওয়া হোলো।

শিল্প-প্রগতি যখন অনিরুদ্ধ গতিতে অগ্রসর হোলো তখন অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমস্তরে তাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত রাখা প্রয়োজন হোলো। ছোট বড় সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে—যন্ত্রপাতি, কাঠ, খাদ্য, যানবাহন, কৃষি সর্ব্বত্রই আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সর্ব্বদা উৎপাদন বাড়াতে হবে। তার জন্যে শুধু শিল্প-প্রগতির বেগে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করলে চলবে না, সংখ্যায় ও গুণে তাদের অতিক্রম করতে হবে। সেইজন্য ষ্ট্যালিন্ ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারদের প্রথম অধিবেশনে বলেন: 'দশ বছরের মধ্যে যে-

কোনো ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আমরা উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণের দিক থেকে পশ্চাতে ফেলে যেতে চাই। সে রকম সুযোগ ও প্রত্যক্ষ অবস্থা আমাদের আছে। আমাদের আজ শুধু তেমন দক্ষতা নেই। এই দক্ষতা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। আমাদেরই করতে হবে! প্রত্যেক কারখানার ম্যানেজারের উচিত কারখানার প্রত্যেক ব্যাপার তদারক করা, ভুল সংশোধন করা, শেখা, শুধু নূতন নূতন বিষয় শেখা। ব্যবসা ও শিল্পের কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে হবে। পুনর্গঠনের সময় কৌশলই একান্ত দরকার।'

১৯৩৩ সালে দেখা গেল, প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের কাজ শেষ হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে ষ্ট্যালিন্ বলেন: 'আমরা আজ কৃষি-প্রধান দেশ থেকে যে-কোনো বৃহৎ শিল্প-প্রধান দেশের স্তরে উন্নীত হয়েছি। আমাদের মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ আজ শিল্পজাত দ্রব্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস কোরে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষি-ক্ষেত্র থেকে ধনী, জমিদার ও কুলাক্দের আমরা বিলুপ্ত করেছি। যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে বুভুক্ষ নিপীড়িত কৃষকদের আমরা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েছি। সমাজতান্ত্রিক শিল্প-প্রসারের ফলে আমাদের দেশে আজ বেকার সমস্যা নেই। কোনো কারখানায় ৪ ঘণ্টা, কোথাও ৭ ঘণ্টা এবং অস্বাস্থ্যকর কাজে শ্রমিকদের জন্যে ৬ ঘণ্টা পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেছি। সমাজতন্ত্রের যাত্রা আমাদের সফল ও জয়যুক্ত হয়েছে।'

(২)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরও বৃহত্তর। এই পরিকল্পনার শেষে ১৯৩৭ সালে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রাক্‌সামরিক যুগের তুলনায় আট গুণ বাড়ান হবে সঙ্কল্প করা হোলো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১৩৩,০০০,০০০,০০০ রুব্‌ল মূলধন নিযুক্ত হোলো, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিগুণের বেশী। কৃষির উন্নতির জন্যে ট্র্যাক্টর-শক্তি ১৯৩৪ সালের ২,২৫০,০০০ অশ্ববল থেকে ১৯৩৭ সালে ৮,০০০,০০০ অশ্ববল পর্য্যন্ত বাড়াতে হবে। শিল্প ও কৃষির সমস্ত বিভাগগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত রাখতে হবে। কোথাও যদি কিছু ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ থাকে আজও, তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। মানুষের মন থেকে ধনতন্ত্রের প্রভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করতে হবে। এ-যুগের সমস্ত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে হবে শিল্প ও কৃষির পূর্ণোন্নতির জন্যে। তার জন্যে প্রয়োজন সংগঠন ও নেতৃত্ব।

১৯৩০-৩৩ সালের অর্থ নৈতিক সঙ্কটে যখন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি কম্পমান, এবং ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি যখন কোনো রাষ্ট্রই ১৯২৯ সালের উৎপাদনের শতকরা ৯৫।৯৬ ভাগ পর্য্যন্তও পৌঁছতে পারেনি, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের পর সুবৃহৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্কল্প নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদবিক্ষেপে জয়যাত্রা করছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন্‌ ১৯২৯ সালের উৎপাদনের তুলনায় ৪২৮ ভাগ এবং প্রাক্‌-সামরিক যুগের তুলনায়

শতকরা ৭০০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। ১৯৩৭ সাল সম্পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই এপ্রিল মাসেই এই পরিকল্পনা সফল হয়।

এই পরিকল্পনার সাফল্যের পর কৃষি-উন্নতিই বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। ১৯১৩ সালে মোট শস্যভূমি ছিল ১০৫,০০০,০০০ হেক্টর, ১৯৩৭ সালে হয় ১৩৫,০০০,০০০ হেক্টর। ১৯১৩ সালে গ্রেন হয় মোট ৪,৮০০,০০০,০০০ পুড্, ১৯৩৭ সালে ৬,৮০০,০০০,০০০ পুড্। তুলা বাড়ে ৪৪,০০০,০০০ পুড্ (১৯১৩) থেকে ১৫৩, ০০০,০০০ পুড্ (১৯৩৭)। ফ্ল্যাক্স ১৯,০০০,০০০ পুড্ থেকে ৩১,০০০, ০০০ পুড্ (১৯১৩-১৯৩৭)। তৈল-বীজ বাড়ে ১২৯,০০০,০০০ পুড্ ('১৯১৩) থেকে ৩০৬,০০০,০০০ পুড্ পর্য্যন্ত (১৯৩৭)। ১৯৩৭ সালে শুধু যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান থেকে (গবর্ণমেণ্টের কৃষি-প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে) ১,৭০০,০০০,০০০ পুড্ গ্রেন্ বিক্রয়ের জন্যে সরবরাহ করা হয় এবং এই পরিমাণ ১৯১৩ সালে কৃষক, জমিদার ও কুলাক্‌দের সম্মিলিত বিক্রয় পরিমাণের চ্যইতে প্রায় ৪০০,০০০,০০০ পুড্ বেশী। ১৯৩৭ সালে শতকরা ৯৩ জন কৃষক যৌথ কৃষি-সঙ্ঘে যোগ দেয়, এবং কৃষকদের শস্যভূমির প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ যৌথ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই বিরাট সাফল্যের কারণ কি? শ্রমের দিক দিয়ে স্টাখানভ্ আন্দোলন। ডোনেট্‌জের সেণ্ট্রাল ইর্মিনোর কয়লার খনির শ্রমিক এলেক্সি স্টাখানভ্ ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগষ্ট ১০২ টন কয়লা একটি শিফ্‌টে কেটে পৃথিবীর শ্রমিকের সমস্ত শ্রম-তৎপরতার সীমা লঙ্ঘন কোরে যায়। সমাজতান্ত্রিক শ্রম-তৎপরতার (ইচ্ছা-বিরোধী ধনতান্ত্রিক শ্রম-প্রতিযোগিতা নয়) এই কাহিনী সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এবং উৎসাহিত হয়ে শ্রমিকেরা প্রত্যেক কারখানায় স্টাখানভ্ আন্দোলন আরম্ভ

করে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্টাখানভ্ আন্দোলনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শোষণের অভিযোগ করেছে, কিন্তু সে-অভিযোগ মিথ্যা ও আজগুবী। শ্রমিকদের স্বার্থই যেখানে একমাত্র স্বার্থ সেখানে শ্রমিক শোষণের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শ্রম করানোর প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? মুক্ত ও স্বাধীন শ্রমিকেরা স্টাখানভের কৃতিত্ব ও শ্রমদক্ষতা দেখে উৎসাহিত হয়ে যদি তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে, তবে তাকে অত্যাচার বলে না, তাকে বলে, ষ্ট্যালিনের ভাষায় 'Socialist emulation' বা সমাজতান্ত্রিক অনুকরণেচ্ছা। মটর কারখানার বিজিজিন্, জুতার কারখানার স্মেটানিন্, রেলওয়ের ক্রিভনস্, কাঠের কারখানার মুজিন্স্কি, কাপড়ের কলের এভ্ডোকিয়া ও মেরিয়া, কৃষি সঙ্ঘের দেম্শেন্কো, ন্যাটেনকো, এঞ্জেলিনা, পোলাগুটিন, কোলেসভ্, বোরিন্, এরাই হোচ্ছে স্টাখানভ্ আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা। স্টাখানভ্ আন্দোলন ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের সাফল্যের ফলে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মজুরী প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে। ১৯৩৩ সালের ৩৪,০০০,০০০,০০০ রুবল থেকে ১৯৩৭ সালে ৮১,০০০,০০০,০০০ রুবল পর্য্যন্ত মজুরী বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে সামাজিক বীমা তহবিল ৪,৬০০,০০০,০০০ রুবল থেকে ৫,৬০০,০০০,০০০ রুবল পর্য্যন্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর ষ্ট্যালিন সমাজতন্ত্রের জয় ঘোষণা করেন।

(৩)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যে সাম্যবাদের প্রাথমিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোলো। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র কায়েম হোলো। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব হোলো সোভিয়েট সমাজকে পূর্ণ সাম্যবাদের স্তরে উন্নীত করা। এই পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবর্ত্তন করা একদিনে সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হোলে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হবে, তারমধ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে শোষকশ্রেণী সোভিয়েট সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট লোকসংখ্যার ২২ ভাগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংলিপ্ত ছিল। তখনো প্রায় তিন ভাগ লোক ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যে জড়িত ছিল। এই তিন ভাগের মধ্যে 'নেপমেন' ও 'কুলাক্' মিলিয়ে প্রায় শতকরা পাঁচজন ছিল শোষক-শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল যে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-পরিকল্পনা ও যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মোট অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৪ জন। সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে শোষকদের সংখ্যা নির্ম্মূল হয়ে এসেছে।

মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের উপর উৎপন্ন হয় প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্ম্মিত কারখানা ও যন্ত্রপাতি থেকে। কৃষিকার্য্যে যে সব ট্র্যাক্টর ও ফসল কাটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ তৈরী হয়েছে দ্বিতীয়

পরিকল্পনার কার্য্যকালে সোভিয়েট শিল্প-বৃদ্ধি ৪৩ বিলিয়ন্ রুব্ল থেকে ৯৩ বিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আসলে ১৯৩৭ সালে উৎপন্ন শিল্প ৯৬ বিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত বাড়ে। শিল্পোৎপাদন শতকরা ১১৩ ভাগের পরিবর্ত্তে বেড়ে হয় ১২১ ভাগ। কৃষি উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৫১ ভাগ। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের সংখ্যা শতকরা ১৮ ভাগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মোট মজুরী বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ১৫১ ভাগ। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়া উচিত ছিল ৫৫ ভাগ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণকর কাজে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়ে ৪৩০০ মিলিয়ন্ রুব্ল থেকে হয় ১৪০০০ মিলিয়ন রুব্ল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান থেকে নগদ আয় ৪৬০০ মিলিয়ন্ রুব্ল থেকে বেড়ে ১৪২০০ মিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত হয়। অর্থাৎ প্রায় তিন গুণেরও বেশী বাড়ে। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন্ রুব্ল থেকে ৪৫০০ মিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত বাড়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই আশাতিরিক্ত সাফল্য নানা দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে হয়েছে। বাইরের আকাশে সোভিয়েট বিদ্বেষের ঘনায়মান মেঘস্তূপ, ভিতরে ট্রট্স্কাইট্, বুখারিনাইট্, রাইকোভাইটদের জঘন্য সোভিয়েট-বিরোধী ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত সাফল্য নিশ্চয়ই বোলশেভিক্ দলের অনমনীয় দৃঢ়তার ও একাগ্রতার পরিচায়ক।

শিল্প-প্রসারণের গতি ও উৎপাদন-তৎপরতার দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন্ ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে হার মানিয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্যের দিক দিয়ে এখনো তাদের সমকক্ষ হোতে পারেনি। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই অর্থনৈতিক ব্যবধান দূর করতে হবে, শিল্প ও যন্ত্রোৎপাদনে শুধু স্বাবলম্বী হোলেই চলবে না, পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে

যেতে হবে। তবেই সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের পথে যাত্রা জয়যুক্ত হবে। সাম্যবাদ সোভিয়েট ভূমিতে বাস্তবে রূপায়িত হবে।

সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় ৯৬০০০ মিলিয়ন্ রুব্ল থেকে ১৭৪০০০ মিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত বাড়াতে হবে, অর্থাৎ প্রায় ১·৮ গুণ। প্রথম পরিকল্পনার সময় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হয়েছিল ২০৫০০ মিলিয়ন্ রুব্ল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫০৫০০ মিলিয়ন্ রুব্ল। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় হবে ৭৮০০০ মিলিয়ন্ রুব্ল, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সম্মিলিত আয়ের চাইতেও বেশী। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ হয়েছিল ৯৫,৫০০ মিলিয়ন্ রুব্ল, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৪২ সালে এই পরিমাণ হবে ১৮,০০০০ মিলিয়ন্ রুব্ল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কৃষির উৎপাদন-পরিমাণ হয়েছিল ২০১০০ মিলিয়ন্ রুব্ল, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে যাতে এই পরিমাণ ৩০৫০০ মিলিয়ন্ রুব্ল পর্য্যন্ত হয়, অর্থাৎ শতকরা ৫২ ভাগ বাড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্রুত মাল চলাচলের সুবিধার জন্যে মটর, লরী প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ান দরকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় মটর, লরীর সংখ্যা ৫৭০,০০০ থেকে ১৭০০০০০ পর্য্যন্ত বাড়ান হবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্যে শিল্পক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে ১৮১ বিলিয়ন্ রুব্ল। রাষ্ট্র থেকে কৃষিকাজের জন্যে ১০·৭ বিলিয়ন্ রুব্ল ব্যয় করা হবে। যানবাহনের সুব্যবস্থার জন্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ২০·৭ বিলিয়ন্ রুব্লের পরিবর্ত্তে ৩৫·৮ বিলিয়ন্ রুব্ল ব্যয় করা হবে। সোভিয়েটের একমাত্র তৈলকেন্দ্র বাকুর উপর নির্ভর করলে চলবে না, ভল্গা ও উরালের মধ্যে একটি দ্বিতীয় বাকু গ'ড়ে তুলতে হবে, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার

কার্য্যকালে এই নূতন তৈলকেন্দ্র থেকে অন্তত সাত মিলিয়ন্ টন তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। কুলিবিশেভ্ জেলায় ৩·৪ মিলিয়ন্ কিলোয়াট শক্তিসম্পন্ন দু'টি হাইড্রোইলেকৃট্রিক্ পাউয়ার ষ্টেশন নির্ম্মাণ করতে হবে। মহাসমুদ্রে পাড়ি দেবার উপযোগী জাহাজের বহর তৈরী করতে হবে, নূতন শক্তিশালী জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ছাড়া হাজার হাজার ছোট-বড়-মাঝারি নূতন কলকারখানা তৈরী করতে হবে, এবং কৃষি-কাজের দ্রুত উন্নতির জন্যে ১৫০০ মেসিন ও ট্র্যাক্টর তৈরীর কেন্দ্র গড়ে' তুলতে হবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের এলাকাধীন শেষ ভূখণ্ড পর্য্যন্ত যেন কলকারখানা আর ট্র্যাক্টরের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সাধারণের পণ্য ব্যবহার শত করা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের গড়পড়তা উপার্জ্জন শতকরা ৩৫ ভাগ এবং মোট বেতন শত করা ৬০ ভাগ বাড়বে। যৌথ চাষীদের নগদ আয় বাড়বে শতকরা ৭৫ ভাগের উপর। ফলে পল্লী অঞ্চল অনেকখানি সহরের স্তরে এগিয়ে আসবে। গ্রাম ও সহরের মধ্যে ব্যবধান কমে যাবে। সোভিয়েট ভূমি নগরময় হয়ে উঠবে। সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে সহরে সর্ব্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসার করা এবং পল্লী অঞ্চলে ও জাতীয় রিপাবলিকগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হবে। সহরে ও শ্রমিক অঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা শত করা ৮·৬ মিলিয়ন থেকে ১২·৬ মিলিয়ন এবং পল্লী অঞ্চলে ২০·৮ মিলিয়ন্ থেকে ২৭·৭ মিলিয়ন বাড়াতে হবে। প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগে রুশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮ মিলিয়ন্, আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে হবে ৪০

মিলিয়নের উপর। সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রগতির এর চাইতে বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠি বোধ হয় আর কিছু নেই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি এই-খানেই শেষ হোলো। এই সমাজতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের কাহিনী শুধু অর্থনীতির নয়, এ যুগের নূতন মানব-সভ্যতার ভিৎ-গঠনের কাহিনী। পরবর্ত্তী ইতিহাস রচনা ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চিত রইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিশাল পরীক্ষা অতুলনীয় তো নিশ্চয়ই, আগামীকালের পথপ্রদর্শক বোলেও এ-ইতিহাসের প্রতিটি অক্ষর নানা আবর্ত্ত, নানা সঙ্কটের মধ্যেও অম্লান থাকবে। আজ সোভিয়েট ঘোরতর্ দুর্দ্দিনের সম্মুখীন। যুগসঞ্চিত দানবীয় শক্তির আরণ্যক হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামে হয়ত তার শ্রমলব্ধ অনেককিছু গৌরবময় কীর্ত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হয়ত তার মাটির বুকের অমরাবতীতে ধ্বংসের হাহাকার শোনা যাবে। তবু এই বিরাট ভাঙন-গড়নের ইতিহাস অক্ষয় হয়ে থাকবে। ধ্বংসস্তূপ ঠেলে আবার দুর্দ্দমনীয় বিজ্ঞান ও বোলশেভিক্ বুদ্ধি নূতন সভ্যতার বনিয়াদ গড়বে। আবার হাজার হাজার কারখানায় যন্ত্রের ঘর্ষণ, শত শত ট্র্যাক্টরের কর্ষণ সুরু হবে। আজ মানব-সভ্যতার মধ্যাহ্নে বিজ্ঞানের প্রখর কিরণে সোভিয়েট-ভূমির লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে সম্মিলিত বুদ্ধিবলে সভ্যতার অফুরন্ত হাতিয়ার নিয়ে। এ-সংগ্রাম শ্লথ হবার নয়, ব্যর্থ হবার নয়। সাময়িক সঙ্কটে মন্থরতা যদি আসে, যদি চতুঃপার্শ্বের ধনিকগোষ্ঠীর শাণিত অস্ত্র তাকে বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্যত হয়, তাহোলেও সে-দুর্য্যোগের রাত্রি তার কেটে যাবে। নির্ম্মল প্রভাতে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে নূতন উদ্যমে বৃহত্তর সোভিয়েট-ভূমি আবার আগামী দিনের বৃহত্তর মানব-সভ্যতা গঠনের দুর্গম পথের যাত্রী হবে।